আইন সংযুক্ত

কাদম্বিনী নাটক।

দ্বিতীয় খণ্ড।

সদর জামীন মুন্সেফ আদালতের ডিপ্লোমা প্রাপ্ত উকীল

শ্রীযুক্ত কুশদেব পাল কর্ত্তৃক

সংগৃহীত।

কলিকাতা

শীল এণ্ড ব্রাদার্স যন্ত্রে মুদ্রিত।

১২৬৯ সাল।

বিজ্ঞাপন।

☞ এই পুস্তক যাঁহারদিগের প্রয়োজন হইবেক তাঁহারা বারাসতে নিবাসী উক্ত গ্রন্থকারের নিকট কিম্বা কলিকাতা বাঙ্কা বটতলা শ্রীযুক্ত নৃত্যলাল শীলের ২৪৬ নং পুস্তকালয়ে তত্ত্ব করিলে প্রাপ্ত হইবেন।

ইংরাজী ১৭৯৩ সাল নাং ১৮৫৮ সাল।

দেওয়ানী ফৌজদারী ইত্যাদি আইনের সারসংগ্রহ।

———০০———

৩ আইন।—আদালত স্থাপন। দেওয়ানী মোকদ্দমা উপস্থিত করণের স্থান ও কাল এবং বিচারের নিয়ম।

৪ আইন।—আরজী ইত্যাদি সওয়াল জওয়াব লিখিবার ও তেতম্মা দাখিল ও সাক্ষী হাজির ও এক তরফা বিচার, ও ডিক্রীজারী এবং ব্যবস্থা তলব, ও ডিক্রী লিখিবার বিষয়।

৫ আইন।—প্রোবিন্সেস কোর্ট সংস্থাপন ও তাহার বিচারের নিয়ম।

৬ আইন।—সদর দেওয়ানী আদালতের বিচারের ও ডিক্রীর জারীর নিয়ম।

৮ আইন।—বন্দবস্তের নিয়ম ও তালুকদার প্রভৃতির অধিকারের নিরূপণ বিষয়ক।

৯ আইন।—ফৌজদারী সংক্রান্ত।

১০ আইন।—অযোগ্য ভূম্যধিকারীরদিগের ভূমি ইত্যাদি কোর্ট ওয়ার্ডসের অধীন হইবার বিষয়।

১১ আইন।—উইল না করিয়া কিম্বা কোন নিয়ম ধার্য্য করিয়া কোন ভূম্যধিকারী মরিলে তাহার সম্পত্তি যে রূপে যাহাকে অর্শে তাহার কথা।

১২ আইন।—কাজি পণ্ডিত প্রভৃতির নামীয় ঘুষের মোকদ্দমার বিচারের বিষয়।

১৩ আইন।—এদেশীয় আমলাগণের নামে ঘুষের নালিশ ও তাহার বিচারের নিয়ম।

১৪ আইন।—কালেক্টর কোন জমীদার প্রভৃতির স্থানে জবরদস্তীর দ্বারা কিছু লইলে তাহার নালিশের বিষয়।

১৫ আইন।—কর্জ্জ ইত্যাদি টাকায় সুদের নিরিখ ও সুদ পাইবার নিয়ম।

১৬ আইন।—অস্থাবররে মোকদ্দমা সালিশের প্রতি অর্পণ হইবার ও বিচার হইবার ক্রম।

১৭ আইন।—বাকি খাজানার জন্য অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করণের ক্ষমতা ভূমীর অধিকারী প্রভৃতির থাকা ও সেই ক্রোকের নিয়ম।

১৯ আইন।—নিষ্কর ভূমির সত্ত্ব নির্ণয়ের বিষয়।

২২ আইন।—ফৌজদারী সংক্রান্ত।

২৪ আইন।—পেনস্যনের বিষয়ী কালেক্টরের কৃত নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে আদালতে নালিশ না হওন।

২৬ আইন।—অপ্রাপ্ত ব্যবহারের সময় নিরূপণ।

২৭ আইন।—সায়েরাতের বিষয়।

২৮ আইন।—ফৌজদারী সংক্রান্ত।

৩৬ আইন।—রেজিষ্টরির বিষয়।

৩৭ আইন।—আলতগমা জায়গিরাদি বাদসাহি দানের নিষ্কর ভুমির বিষয়।

৩৮ আইন।—চিহ্নিত চাকরেরা কাহাকেও কর্জ্জ না দেওয়ার বিষয়।

৩৯ আইন।—কাজি নিযুক্তের বিষয়।

৪১ আইন।—আইন প্রকাশের নিয়মের বিষয়।

৪৮ আইন।—পাঁচ সনি বহী তৈয়ার করণের বিষয়।

৪৯ আইন।—ফৌজদারী সংক্রান্ত।

৫০ আইন।—ভুম্যধিকারিনী স্ত্রীলোক উপযুক্ত হইলে কোর্ট ওয়ার্ডসের অধীনে তাহার অধিকার ভুমি না যাইবার বিষয়।

১৭৯৪ সাল।

৪ আইন।—পাট্টা দেওনের ও জমা নেগস্তের বিষয়।

২২ আইন।—ফৌজদারী সংক্রান্ত।

১৭৯৫ সাল।

৬ আইন।—ফৌজদারী সংক্রান্ত।

১২ আইন।—ফৌজদারী সংক্রান্ত।

৩৫ আইন।—বাকী খাজানার জন্য প্রজার অস্থাবর সম্পত্তি নীলাম করণের নিয়ম।

৫৫ আইন।—অনুপযুক্ত অধিকারীর অধ্যক্ষের নাম সম্বলিত নালিশ হইলে সেই অধ্যক্ষের জামিন দিতে না হইবার বিষয়।

৫৮ আইন।—নিষ্কর ভূমির ডিক্রী হইলে তাহার চুম্বক কালেক্টরীতে পাঠাইবার বিষয়।

১৭৯৬ সাল।

২ আইন।—ফৌজদারী সংক্রান্ত।

৩ আইন।—অনুপযুক্ত অধিকারীগণের অধিকার ভূমি কেবল উত্তরাধিকারিদের সত্ত্ব হইলে কোর্ট ওয়ার্ডসের অধীনে আসিবার বিষয়।

৭ আইন।—দোষান্বিত অধিকারীগণ অযোগ্য বোধ না হইবার এবং তাহারদিগের অধিকার ভূমি কোর্ট ওয়া-র্ডসের অধীনে না আসিবার বিষয়।

১০ আইন।—সদর আদালতের সাহেবদিগের প্রতি আইনের অর্থ করণের ক্ষমতা দেওনের আইন।

১৩ আইন।—আপীলী মোকদ্দমার জামীন দেওন ও বিরক্তজনক আপীলে জরিমানা।

১৭৯৭ সাল।

৪।৭।১৩ আইন।—ফৌজদারী সংক্রান্ত।

১৫ আইন।—কালেক্টরেরা স্বকর ও নিষ্কর ভূমির খারিজ দাখিল করণের রস্কুম পাইবার বিষয়।

১৬ আইন।—বিলাত আপীলের বিষয়।

১৭৯৮ সাল।

১ আইন।—খাতকদিগের বন্ধকী সম্পত্তি উদ্ধার করণের উপায়ের বিষয়।

২ আইন।—আপীল আদালতের পণ্ডিত কাজির স্থানে ব্যবস্থা ও ফতওয়া লওনের বিষয়।

৩ আইন।—দশহরা ও মহরম উপলক্ষে আদালত বন্ধ হওনের বিষয়।

৫ আইন।—আপীলী মোকদ্দমার জামীন দেওন বিষয়ক।

১৭৯৯ সাল।

৫ আইন।—মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির উত্তরাধিকারী নির্দ্দিষ্ট করণের বিষয়।

৭ আইন।—ভূম্যধিকারীগণের প্রজার স্থানে বাকী খাজানা আদায়ের নিয়ম।

৯ আইন।—আদালতের হুকুমের বাধকতা করণের অপরাধের দণ্ড করণের আইন।

১৮০০ সাল।

১ আইন।—সাধারণ ভূমির সরবরাহকার নিযুক্তের বিষয়।

১৮০১ সাল।

১ আইন।—সরকারের খাস মহালের ভূমির খাজানা আদায়ের নিয়ম।

২ আইন।—সদর আদালতে সাক্ষীর জোবানবন্দীর বিষয়।

৩ আইন।—মিথ্যা সাক্ষী দেওন ব্যক্তির ফৌজদারী সোপর্দ্দ।

৯ আইন।—১৭৯৯ সালের ৭ আইনের লিখিত দস্তক নিমক পোক্তানীর এলাকাদারদিগের উপর জয়ী হইবার নিয়ম।

১৮০৩ সাল।

৬।৭।১২।১৮।২৭।৩৫ আইন।—ফৌজদারী সংক্রান্ত।

৫০ আইন।—সরকারি উকীল সরকারের তরফ যে মোকদ্দমা উপস্থিত করেন তাহাতে হমক অনাবশ্যক।

৫৩ আইন।—ফৌজদারী সংক্রান্ত।

১৮০৪ সাল।

১ আইন।—অকর্ম্মণ্য সিপাহীদের জায়গীর তাহারদিগের দেনার বিক্রয় হইতে না পারিবার বিষয়।

৩ আইন।—ফৌজদারী সংক্রান্ত।

১৮০৫ সাল।

২ আইন।—মোকদ্দমা উত্থাপনের মিয়াদের বিষয়।

৩ আইন।—ফৌজদারী সংক্রান্ত।

১৫ আইন।—এডিসেনেল সদর আমীন নিযুক্ত হইবার বিষয়।

১৭ আইন।—সাধারণ ভূম্যধিকারীরা সরবরাহকার নিযুক্ত করণ ব্যতিরেকে ভূমির খাজানাদি উসুল তহশীল করণে সক্ষম।

১৮ আইন।—জঙ্গল মহালের অন্তঃপাতি জমীদারগণের প্রতি পোলীসের ক্ষমতার্পণ।

১৯ আইন।—নওয়াব নাজীমকে পত্র লেখার পাঠাপাঠ।

১৮০৬ সাল।

২ আইন।—প্রতিবাদীর নামে এত্তেলা জারী করণ ও তাহার স্থানে হাজির জামীন ও মাল জামীন লওনের বিষয়।

৭ আইন।—কলিকাতার পরমিটের সাহেবানের নামে চলিতাইনমতে যে নালিশ হয় তাহা জেলা ২৪ পরগনার আদালতে হইবার বিষয়।

১১ আইন।—ফৌজদারী সংক্রান্ত।

১৫ আইন।—মৃত ব্রিটনীয় প্রজার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী নির্দ্দিষ্টের বিষয়।

১৬ আইন।—নওয়াব নাজীমকে পত্র লেখার পাঠাপাঠ।

১৭ আইন।—বয়নাত্ত জারীর বিষয়।

১৮০৭ সাল।

৯ } আইন।—ফৌজদারী সংক্রান্ত
১২ }

১৮০৮ সাল।

৯ আইন।—ফৌজদারী সংক্রান্ত।

১১ আইন।—অকর্ম্মণ্য সিপাহীগণের জায়গীরের বিষয়।

১৩ আইন।—আপীলী মোকদ্দমার জামীনের বিষয়।

১৮১০ সাল।

৯ আইন।—ফৌজদারী সংক্রান্ত।

১৩ আইন।—সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবানের বৈঠকের নিয়ম।

১৬ আইন।—ফৌজদারী সংক্রান্ত।

১৯ আইন।—উত্তরাধিকারী রহিত বস্তুর উপর রাজার অধিকার হইবার বিষয়।

২০ আইন।—ছুদ্দাদার সিপাহী ইত্যাদির নালিশের নিয়ম।

১৮১১ সাল।

৯ আইন।—ফৌজদারী সংক্রান্ত।

১১ আইন।—বাঁটোয়ারার বিষয়।

১৮১২ সাল।

৪ আইন।—সাধিন রাজাদিগের মোকদ্দমা উত্থাপনের ও তাহার বিচারের নিয়ম।

৫ আইন।—বাকী খাজানা আদায় জন্য প্রজার অস্থাবর ক্রোক নীলামের নিয়ম।

১৬ আইন।—কলিকাতার ছোট আদালতের ডিক্রী জেলা চব্বিশ পরগনার দেওয়ানী আদালতে জারি হইবার কথা।

১৮ আইন।—ভূম্যধিকারীগণ সর্ব্বকাল মিয়াদে পাট্টা দিতে পারিবার কথা।

২০ আইন।—দলীল দস্তাবেজ রেজিষ্টরী করণের বিষয়।

৩৩ আইন।—ফৌজদারী সংক্রান্ত।

১৮১৩ সাল।

২ আইন।—খাজাঞ্চী প্রভৃতির তহবিল তছরুপি অপরাধের দণ্ড করণের বিষয়।

৬ আইন।—স্থাবর বিষয়ের আপোস সালিস অথবা আদালত কর্ত্তৃক নিয়োজিত সালিসের নিষ্পত্তি করণের নিয়ম।

১৭ আইন।—সিবিল সরবেণ্ট নামে ঘুষের নালিশের বিষয়।

১৮১৪ সাল।

২ আইন।—সরকার বাহাদুরের নামে নালিশের নিয়ম।

৮
১৫ } আইন।—ফৌজদারী সংক্রান্ত।
১৭

১৯ আইন।—জমীদারী ইত্যাদি বাঁটোয়ারার বিষয়।

২১ আইন।—বিচারকেরা স্বীয় মহাজনকে কোন কর্ম্মে নিযুক্ত না করণের বিষয়।

২৩ আইন।—মুন্সেফ ও সদর আমীনের এলাকা নির্ণয় ও বিচারের নিয়ম।

২৪ আইন।—দেশীয় আমলার প্রতি জোবানবন্দী করণের হুকুম দেওনের বিষয়।

২৬ আইন।—সারনত ও আপীল। সরাসরী আপীল ও খাস আপীল ও ছানী তজবিজের বিষয়।

২৭ আইন।—উকীল নিযুক্তের ও তাহারদিগের কর্ম্মের নিয়ম।

২৮ আইন।—যোত্রহীনের মোকদ্দমা গ্রাহ্য ও বিচারের নিয়ম।

১৮১৬ সাল।

১১ আইন।—পেসকশী মহালের বিষয়।

১৩ আইন।—পোস্তের চাস করণ হেতুক বেশী খাজানা না লওন।

১৪ আইন।—ফৌজদারী সংক্রান্ত।

১৫ আইন।—দেশীয় হুদ্দাদার সিপাহীর মোকদ্দমার বিষয়।

২২ আইন।—ফৌজাদারী সংক্রান্ত।

১৮১৭ সাল।

৫ আইন।—পোঁতা ধন পাওনের বিষয়

৭
৮ } আইন ফৌজদারী সংক্রান্ত।
৯

১২ আইন।— কানুন গো নিযুক্তের বিষয়।

১৭ আইন।— জালসাজীর বিষয়।

১৮ আইন।— মুন্সেফ ও উকীল ও আমলাগণের হলফের পরিবর্ত্তে একরারনামা লিখিয়া দেওনের বিষয়।

১৯ আইন।— খাস আপীসের ও বাকী খাজানার কারণ সরাসরি মোকদ্দমার হুকুম শুধরিবার বিষয়।

২০ আইন।— ফৌজদারী এবং পোলীস সংক্রান্ত।

১৮১৮ সাল।

১ আইন।— চব্বিশ পরগনা ও নদীয়া প্রভৃতি কয়েক জেলার কানুনগো নিযুক্তের বিষয়।

৩ আইন।— রাজদ্রোহীদিগের দণ্ডের বিষয়।

১২ আইন।— ফৌজদারী সংক্রান্ত।

১৮১৯ সাল।

২ আইন।— লাখেরাজ বাজেআপ্তির ও বাহালীর বিষয়।

৭ আইন।—ক্ষুদ্র চাকর ও কারিগর প্রভৃতির মাহিয়ানার বাবত ফৌজদারী নালিশ।

৮ আইন।—পত্তনী তালুকের ও তাহার খাজানা আদায়ের নিয়ম।

১০ আইন।—নিমক সংক্রান্ত মোকদ্দমার বিষয়।

১৮২০ সাল।

১ আইন।—১৭৯৯ সালের ৭ আইনমতে পত্তনী তালুক নীলাম হওনের বিষয়।

৩ আইন।—ফৌজদারী সংক্রান্ত।

১৮২১ সাল।

২ আইন।—মুন্সেফদিগের ক্ষমতা বৃদ্ধির আইন।

৩ আইন।—পণ্ডিত মৌলবী ও সদর আমীনদিগকে ফৌজদারী মোকদ্দমা বিচারার্থে অর্পণ।

১৮২২ সাল।

১, ৫ } আইন।—ফৌজদারী সংক্রান্ত।

৬ আইন।—কোর্ট ওয়ার্ডসের ক্ষমতার বিষয়।

[illegible] আইন।—ইস্তমরারি বন্দবস্ত না হওয়া ভুমির বন্দবস্তের বিষয়।

১১ আইন।—সরকারী বাকী খাজানার নীলামের নি[illegible]।

১৮২৩ সাল।

২ } আইন।—ফৌজদারী সংক্রান্ত।
৪ }

৬ আইন।—নীলপাত্ত বিষয়ক সরাসরি নালিশ।

৭ আইন।—চিহ্নিত চাকরদিগেরকে কর্জ্জ দেওনের নিষেধের বিষয়।

১৮২৪ সাল।

১ আইন।—গবর্ণমেণ্টের প্রয়োজনীয় ভুমি সরকারে খরিদ করণের বিষয়।

২ আইন।—ফৌজদারী সংক্রান্ত।

৪ আইন।—রেজিষ্টরির বিষয়।

৬ আইন।—ফৌজদারী সংক্রান্ত।

৭ আইন।—আবকারীর বিষয়।

১০ আইন।—ফৌজদারী সংক্রান্ত।

১১ আইন।—মোকদ্দমার বিশেষ অনুসন্ধান জন্য অধঃস্থ আদালতের হাকিমানকে পাঠান।

১৩ আইন।—সদর আমীনদিগের ক্ষমতা বৃদ্ধির আ-
ইন।

১৪ আইন।—সরাসরি বাকী খাজানার নালিশ ও
বিচার ক্ষমতা।

১৮২৫ সাল।

১ আইন।—বিচারকেরা স্বীয় হুকুম সকল জন্য স্বয়ং
সরেজমীনে যাইতে পারেন।

২ আইন।—পুনর্ব্বিচার ও মুফলেসীতে খাস আপী-
লের বিষয়।

৪ আইন।—ফৌজদারী সংক্রান্ত।

৭ আইন।—আদালতের ডিক্রীজারী নীলাম বিষয়ক
আইন।

৮ আইন।—আমলাগণকে নিজের কর্ম্মে প্রয়োগ না
করণ।

৯ আইন।—ইস্তমরারি বন্দবস্ত না হওয়া ভূমির বন্দ-
বস্তের বিষয়।

১১ আইন।—পয়স্তিচর বন্দবস্তের বিষয়।

১২ } আইন।—ফৌজদারী সংক্রান্ত।
১৬ }

১৯ আইন।—নওয়াব নাজিমের বিষয়।

২৮ আইন।—ব্রিটনীয় প্রজা সৈন্যদিগের মোকদ্দমার বিষয়

১৮২৬ সাল।

৩ আইন।—ফৌজদারী সংক্রান্ত।

১৮২৭ সাল।

৩ আইন।—পণ্ডিত মৌলবী ও আমলার নামে ঘুষের নালিশ।

৪ আইন।—সদর আমীনদিগের ক্ষমতা বৃদ্ধির আ-ইন।

৫ আইন।—সাধারণ অধিকার ভূমি ক্রোক ও সরব-রাহকার নিযুক্তের বিষয়।

১৮২৮ সাল।

২ আইন।—ফৌজদারী সংক্রান্ত।

৩ আইন।—ইস্পিসিয়েল কমিসানর নিযুক্ত ও তাহার-দিগের কার্য্যের বিষয়।

৫ আইন।—সৈন্য সম্পর্কীয় কোর্ট রিকোয়েষ্টর ফয়-সালা জিলা আদালতে জারি হইবার কথা।

৮ আইন।—ফৌজদারী সংক্রান্ত।

১৮২৯ সাল।

১ } আইন। ফৌজদারী সংক্রান্ত।
২

৯ আইন।—সরকারী বাণিজ্যের কুঠীর রেসিডেন্ট প্রভৃতির নামে নালিশের বিষয়।

১০ আইন।—ইষ্টাম্পে মাস্থুলের, ও দাবির পরিমাণে নিরূপণের বিষয়।

১৩ আইন।—সরকারের নামে নালিশ ও সরকারি উকীল নিযুক্তের নিয়মের বিষয়।

১৪ আইন।—ভিন্নাধিকার নিবাসী ব্যক্তির মোকদ্দমার বিষয়।

১৮৩০ সাল।

৫ আইন।—নীলপাত সংক্রান্ত মোকদ্দমার বিষয়।

৬ আইন।—দেওয়ানী কয়েদীরদের খোরাকীর বিষয়

১৮৩১ সাল।

৫ আইন।—প্রধান সদর আমীন নিযুক্ত ও সদর আমীন এবং মুন্সেফ তাহাদিগের ক্ষমতার বিষয়।

৮ আইন।—বাকী খাজানার সরাসরি ও দেওয়ানী নালিশের বিষয়।

৯ আইন।—সদর দেওয়ানী আদালতের বিচারের নিয়মের বিষয়।

১৮৩২ সাল।

২ আইন।—ফৌজদারী সংক্রান্ত।

৬ আইন।—পঞ্চাইত ও এসেসর ও জুরি নিযুক্তের বিষয়।

৭ আইন।—আপীলের মিয়াদ ও মুন্সেফ প্রভৃতির সংস্কার বিষয়।

১৮৩৩ সাল।

৮ আইন।—এডিসেনেল জজ নিযুক্তের বিষয়।

৯ আইন।—বন্দবস্তের বিষয় ও ডেপুটী কালেক্টর।

১৮৩৪ সাল।

২ আইন।—ফৌজদারী সংক্রান্ত

১৮৩৫ সাল।

৮ আইন।—বাকী খাজনার ডিক্রীজারীর নীলামের বিষয়।

১০ আইন। আইন জারীর দিন নির্দ্দিষ্ট।

১৮ আইন। ফৌজদারী সংক্রান্ত।

১৮৩৬ সাল।

৫ আইন। জজ কর্ত্তৃক ডিক্রীজারীর মোকদ্দমায় প্রধান সদর আমীনকে সোপর্দ্দ।

৮ আইন। সাধারণ ব্যক্তির প্রতি প্রধান সদর আমীনী ও সদর আমীনী ও মুন্সফী পদ মুক্ত করণের বিষয়।

১০ আইন। নীলের দাদন সংক্রান্ত মোকদ্দমার বিষয়।

১১ আইন। কোন ব্যক্তি বংশ ও জন্মস্থান প্রযুক্ত দেওয়ানী আদালতে অনধীন না হইবার বিষয়।

১৪ আইন। ফৌজদারী সংক্রান্ত।

১৮৩৭ সাল।

২ আইন। ফৌজদারী সংক্রান্ত।

৩ আইন। এক জেলার মোকদ্দমা অন্য জিলায় সোপর্দ্দ হওনের বিষয়।

৪ আইন। বিলায়তি সাহেবানকে এ দেশীয় ভূমি রাখিবার ক্ষমতা পাওনের বিষয়।

১৯ আইন। সদোষ ব্যক্তি সাক্ষ্য দেওনে অগ্রাহ্য হইবেক না।

২৫ আইন। প্রধান সদর আমীনের ক্ষমতা বৃদ্ধির বিষয়।

২৯ আইন। পারস্য ভাষা এবালিস হওনের বিষয়।

১৮৩৮ সাল

৭ আইন। রেস্পণ্ডেণ্টের বিনা জবাবে নিম্নাদালতের ফয়সালা অপরিপক্ব বুঝিলে ছানিকে পাঠাইতে জজ ক্ষমতা পাওয়ার বিষয়।

২২ আইন। জজের মুন্সেফের হুকুমের উপর সরাসরি আপীল লওনের ক্ষমতা প্রাপ্ত।

২৭ আইন। প্রধান সদর আমীন আমলা উকীলের মোকদ্দমা বিচার করণে সক্ষম।

২৯ আইন। নিমক সংক্রান্ত।

৩০ আইন। দলীল দস্তাবেজ রেজিষ্টরী করণের বিষয়।

১৮৩৯ সাল।

১ আইন। মালগুজারীর বাকী আদায় জন্য করস কমিসানর নিযুক্ত হওনের বিষয়।

২ আইন। ফৌজদারী সংক্রান্ত।

৩ আইন। কোন ব্যক্তি বাকী খাজানার মোকদ্দমায় মুন্সেফ আদালতে অনধীন না হইবার বিষয়।

৯ আইন। পাপরে মোকদ্দমার প্রতিবাদীর প্রতি ইষ্টাম্প মাফ ও পাপরের বুনিয়াদ তদারকের বিষয়।

১১ আইন। বিলাত আপীলের মোকদ্দমায় ইষ্টাম্প রসুম মাফ।

১৬ আইন। চিহ্নিত বিচারকর্ত্তাদিগের অপবাদের অনুসন্ধান বিষয়ক।

২৭ আইন। জেলা ২৪ পরগনার ডিক্রী কলিকাতার ছোট আদালতে জারী হওনের বিষয়।

৩২ আইন। যে সকল বিষয়ের সুদের নির্দ্ধার্য্য নাই তাহার সুদের নিয়ম করণের বিষয়।

১৮৪০ সাল।

৪ আইন। ভূমির দখল বিষয়ে দাঙ্গা হঙ্গাম নিবারণের এবং বলক্রমে ভূমির বেদখলের প্রতীকার করণের বিষয়

৫ আইন। হিন্দু ও মুসলমানেরদের শপথ ও স্বুক্তির বিষয়।

৭ আইন। সদর আদালতে কোম্পানির চিহ্নিত চা-

কর ভিন্ন অন্যেরদিগকে ডেপুটী রেজিষ্টর ও আসিষ্টাণ্ট রেজিষ্টরের পদে নিযুক্ত করণের ক্ষমতা দেওনের বিষয়।

৯ আইন। সালিসী ও ক্ষতি পূরণ এবং লাভালাভ সম্বন্ধীয় সাক্ষীরদের বিষয়ী শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর আদালতের চলিত আইন শুধরিবার বিষয়।

১০ আইন। জগন্নাথ ক্ষেত্রের কর রহিত করণের বিষয়।

১৯ আইন। সাগর অর্থাৎ যোত্রহীন রূপে যে আপীল দাখিল হয় তাহার কার্য্য শুধরণের বিষয়।

২০ আইন। ইস্তমরারি জমা ধার্য্য হওয়া জমীদারীর নীলামের খরিদারেরদিগের বিষয়ী বিধান নির্দ্দিষ্ট করণের বিষয়।

২১ আইন।—১৮৪০ সালের ৪ আইন জারী হওনের সময়ে ১৭৯৩ সালের ৪৯ আইন ঘটিত যে যে মোকদ্দমা প্রথমতঃ উপস্থিত বা আপীল হইয়া মুলতবি ছিল তাহার বিচার করণ বিষয়ে ঐ ৪ আইন অর্শিবেক না, ৪ আইন জারী না হইলে যেমত হইত সেই মত ঐ প্রকার সমস্ত মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি হইবার বিষয়।

২৩ আইন। মফঃসলে কার্য্যকারকেরদের করা হুকুম শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর আদালতের এলাকার সীমার মধ্যে জারী করণের বিষয়।

১৮৪১ সাল।

১ আইন। সরকারি রাজস্ব উসুলের সুগম করণার্থে• এবং পাট্টাদারী জমীদারীতে সরকারের বাকী আদায়ের নিমিত্তে নীলাম হইলে তাহাতে যে রূপ সত্ত্ব অর্পণ হয় তাহা নির্ণয় করণের আইন।

৫ আইন। রাজ্যের বিরুদ্ধ অপরাধের মোকদ্দমার নিয়ম পূর্ব্বাপেক্ষা একি প্রকার করণের এবং কোন কোন ব্যক্তিকে ঐ নিয়ম শুধরণের বিষয়।

৭ আইন। অনুপস্থিত সাক্ষীরদের জোবানবন্দী লইবার বিষয়ে পূর্ব্বাপেক্ষা একি প্রকার এবং উক্ত রীতি স্থাপনের বিষয়।

৯ আইন। ফৌজদারী সংক্রান্ত।

১২ আইন। মালগুজারীর বাকী আদায়ের নিমিত্ত ভূমি নীলামের বিষয়ী বাঙ্গালা দেশের চলিতাইন শুধরিবার বিষয়।

১৩ আইন। ১৮৩৬ সালের ২৫ আইনের বিধি স্পষ্ট করণ বিষয়।

১৫ আইন। কোন২ ব্যক্তিকে মফঃসল আদালতের উপস্থিত মোকদ্দমায় কলিকাতা নিবাসী ব্যক্তিদিগের জামীন দেওয়া রহিত করণের বিষয়।

১৭ আইন। দেওয়ানী ও নিজামত আদালতে আপীল হওয়া মোকদ্দমার বিষয়ী সংশোধন বিষয়।

১৯ আইন। উত্তরাধিকারিত্বের বিষয়ী স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির অন্যায় রূপে দখল নিবারণ বিষয়।

২০ আইন। উত্তরাধিকারিত্বের গতিকে পাওনা টাকা আদায় সুগম করণের নিমিত্ত এবং মৃত ব্যক্তিদের স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিদিগকে যাহারা আপন২ কর্জ্জা টাকা পরিশোধ করিয়া দেয় তাহারদের বেবুকী হওনের বিষয়।

২১ আইন। স্থান বিশেষের ক্ষতিজনক ব্যাপারের নিবারণ বিষয়।

২৭ আইন। যোত্রহীনেরদের সম্পত্তির যে ডিবিডেণ্ড অর্থাৎ অংশের দাওয়া না হয় তাহা বিলি করিয়া দেওনের বিষয়।

২৯ আইন। মোকদ্দমা কি আপীল চালাওনের ত্রুটী করাতে তাহা ডিসমিস করণের বিষয়।

৩০ আইন। কোম্পানী বাহাদুরের কোন২ আদালতে যথার্থ বিচারের বাধা নিবারণের আইন।

৩১ আইন। ফৌজদারী সংক্রান্ত।

১৮৪২ সাল।

৫ আইন। ফৌজদারী সংক্রান্ত।

১৬ আইন। জমীদারেরদের ভূম্যধিকারীরদের দেওয়া পাট্টার মিয়াদের বিষয়।

১৮৪৩ সাল।

১ আইন। ভূমি বিষয়ক ও অন্যান্য লাভ সম্পর্কীয় লিখিত পাট্টা দলিল দস্তাবেজাদি রেজিস্টরী করণ বিষয়।

৩ আইন। খাস আপীলের বিধি সংশোধনের বিষয়।

৫ আইন। গোলামী অবস্থার বিষয়ী আইন নির্ণয় ও সংশোধন করণের বিষয়।

৬ আইন। আমীনেরদের এবং মুন্সেফেরদের আদালতের এলাকা ও কার্য্য বিষয়ক আইন সংশোধন বিষয়।

১২ আইন। জজেরা যে সময়ে যে ভাষাতে আপনাপন নিষ্পত্তি লিখিবেন তাহার বিষয়।

১৪ আইন। জিনিসের উপর মাসুল আদায়ের বিষয়।

১৯ আইন। কোন ২ দলীল দস্তাবেজ রেজিস্টরী করণ বিষয়।

২২ আইন। এলাকার বিষয়।

২৪ আইন। ডাকাইতির অপরাধ পূর্ব্বাপেক্ষা উত্তম রূপে নিবারণের বিষয়।

১৮৪৪ সাল।

২ আইন।—আপীলের কাগজপত্রের নকল প্রস্তুত করণের খরচা পাওয়ার বিষয়ী আইন।

৩ আইন।—ফৌজদারী সংক্রান্ত।

৯ আইন।—প্রধান সদর আমীনেরদের এবং সদর আমীনেরদের আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করণের ক্ষমতা দেওন বিষয়।

১০ আইন।—খুনের অপরাধে প্রাণদণ্ড করণের সময় নিরূপণ বিষয়ক সংশোধন বিষয়।

১১ আইন।—বিচারের কার্য্য পূর্ব্বাপেক্ষা উত্তম করণের এবং শীঘ্র নির্ব্বাহ করণের বিষয়।

১৩ আইন।—ত্রিশূলী পয়সা উঠাইয়া লওনের বিষয়।

১৫ আইন।—দ্রব্যের মাস্তুলের বিষয়।

১৮ আইন।—জেলখানার কর্ত্তৃত্ব করণ বিষয়।

১৮৪৫ সাল।

১ আইন।—মালগুজারীর বাকী আদায়ের নিমিত্ত ভূমি নীলামের বিষয়ী আইন শুধরিবার বিষয়।

৩ আইন।—আপীল আদালতে আপেলাণ্টের স্থানে খরচার জামীন তলব করিবার কি না করিবার ক্ষমতার্পণ করণের বিষয়।

৪ আইন।—দলীল রেজিষ্টরীর বিষয়।

৬ আইন।—দাঙ্গা হঙ্গামা শাসনার্থে সনদ দেওনের বিষয়ী আইন শুধরিবার বিষয়।

৭ আইন।—কাটা খালের হানি নিবারণের বিষয়।

১০ আইন। যে যে গতিকে তলব চিঠী জারী হইতে না পারে সেই সেই গতিকে ওয়ারেণ্ট জারী করিবার ক্ষমতা আদালতকে অর্পণ করণের বিষয়।

১৪ আইন। মুন্সেফের আদালতে নাজিরদিগকে নিযুক্ত করণের হুকুম করিবার বিষয়ী আইন।

১৫ আইন। আদালতের এবং রাজস্বের কার্য্যের বিষাটি তিন রাজধানীর সৈন্যেরদের এদেশীয় ছুদ্দাদার ও সিপাহীদের অধিকার নির্দ্দিষ্ট এবং ধার্য্য করণ বিষয়ক আইন।

১৬ আইন। ১৮৪১ সালের ২৯ আইনানুসারে আপীল ডিসমিস হইলে পর তাহা পুনর্ব্বার গ্রাহ্য করিবার নিয়ম করণের আইন।

১৭ আইন। বাঙ্গালা দেশের ফোর্ট উইলিয়ম রাজধানীর অধীন দেশে আদালতে সাক্ষীবাদিগকে পূর্ব্বাপেক্ষা উত্তম মতে হাজীর করায়নের আইন।

১৮ আইন। যাবজ্জীবন কয়েদের দণ্ড প্রাপ্ত কয়েদীরা যে অপরাধ করে তাহার দণ্ড করণের আইন।

১৯ আইন। আসাম কোম্পানীকে চার্টর দেওনের আইন।

২১ আইন। উড়িষ্যার পর্ব্বতীয় দেশে মেরিয়া নামক নরবলি নিবারণার্থে এজেণ্ট সাহেবেরদিগকে নিযুক্ত করণের এবং তাহারদের ক্ষমতা ধার্য্য করণের আইন।

২২ আইন। ভারতবর্ষের কৌন্সেলে শ্রীযুত গবরনর

জেনেরল বাহাদুরের অনুপস্থিত থাকন সময়ে তাঁহার কোন কোন ক্ষমতার কার্য্য করণের বিধানের আইন।

২৫ আইন। কর্ত্তব্য কর্ম্মের ত্রুটীর নালিশগ্রস্ত আড়কাটীরদের বিচারের নিমিত্তে আদালতে সংস্থাপনের আইন।

২৯ আইন। শ্রীরামপুর সহর জিলা হুগলির সামিল হয়।

২৬ আইন। কলিকাতা সহরের মধ্যে সরাপ বিক্রয় করণার্থ পাট্টা দেওন এবং না দেওনের নিয়ম করণের আইন।

২৭ আইন। বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত আসিস্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেবদিগকে ১৮৪০ সালের ৪ আইনের বিধির অনুসারে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি ক্ষমতা দেওনের আইন।

১৮৪৬ সাল।

১ আইন। কোম্পানী বাহাদুরের আদালতে উকীলদিগকে নিযুক্ত করণ ও মেহনতানা দেওনের বিষয়ী আইন শুধরিবার আইন।

৪ আইন। ডিক্রীজারী করণার্থ ভূমি নীলামের বিষয়ী আইন সংশোধনের আইন।

৭ আইন। ক্ষুদ্র মোকদ্দমার সাক্ষীরদের খোরাকী আমানৎ করণের বিষয়ী আইন।

১০ আইন।—বাকী খাজানার নিমিত্তে কোন গতিকে দ্রব্যাদি ক্রোক করণের নিয়ম করিবার আইন।

১৮৪৭ সাল।

৫ আইন। ফৌজদারী সংক্রান্ত।

৭ আইন। সহর কলিকাতার অল্প ভাড়ার নিমিত্তে ক্রোকের বিষয়ী নিয়ম করণের আইন।

৯ আইন। বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িয্যা দেশের মধ্যে সমুদ্র অথবা নদী সিকস্ত অথবা পৈবস্তের দ্বারা প্রাপ্ত ভূমির রাজস্ব নির্দ্ধার্য্য করণের বিষয়ী আইন।

১২ আইন। যে আইনের দ্বারা মুন্সেফ ও সদর আ-মীনেরদের জরিমানা করণের ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছে তাহা রদ করণের আইন।

১৩ আইন। ১৮৩৯ সালের ১৪ আইন যে পর্য্যন্ত সিংহল দ্বীপে ভারতবর্ষ নিবাসী ব্যক্তিরদের গমনের বিষয়ে সেই পর্য্যন্ত তাহা রদ করণের আইন।

১৪ আইন। ১৭৯৩ সালের ৪ আইনের ৪ ধারার ও ১৮০৩ সালের ৩ আইনের ৩ ধারার কতক ভাগ রদ করণের আইন।

১৫ আইন। শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সুপ্রিমকোর্টের এলাকার বিশেষ সীমা সরহদ্দের মধ্যে কলিকাতা সহরের ভূমির জরিপ করণের আইন।

১৬ আইন। সহর কলিকাতা উত্তম করণার্থ গবর্ণ-মেণ্টের নিয়োগের দ্বারা কতক ও ঘরের টাক্স দেওনিয়ার-দের মনোনীত করণের দ্বারা কতক কমিস্যনর সংস্থাপন করণের আইন।

১৭ আইন। মোকদ্দমা নির্ব্বাহ করণের সময়ে প্রকাশ না হওয়া ত্রুটীর বিষয়ে আইনে যে দোষ আছে তাহা শুধ-রিবার আইন।

১৮ আইন। রীতিমতে নিযুক্ত না হওয়া কর্ম্মকারকে-রদের দ্বারা কিম্বা আদালতের দিবস ভিন্ন অন্য দিবসে দলীল দস্তাবেজের রেজিষ্টরি হওন প্রযুক্ত অসিদ্ধতার যে দোষ হইয়াছে তাহা খণ্ডনের আইন।

২০ আইন। কোম্পানী বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে গ্রন্থ স্বত্ব নামক স্বত্ব নির্ণয় ও প্রবল করণের দ্বারা ঐ দেশের মধ্যে বিদ্যার সাহায্য করণের আইন।

২৩ আইন। ১৮৩৮ সালের ৩১ আইন শুধরিবার আইন।

১৮৪৮ সাল

১ আইন। কৃত্রিম করণের কোন কোন গতিকে কা-র্য্যের নিয়ম করণের আইন।

৩ আইন। ভারতবর্ষের হজুর কৌন্সেলের আইন-

মতে ঠগ ও ঠগী এবং ঠগীর দ্বারা খুন এই এই কথার ব্যবহার হইলে তাহার অর্থের বিষয়ী সন্দেহ ভঞ্জনের আইন।

৪ আইন। কর্নর্ সাহেবের জুরির বিষয়ী নিয়ম করণের আইন।

২ আইন। কলিকাতা সহর পরিপাট্য করণার্থ নিযুক্ত কমিস্যনরদিগকে কতক২ শক্তি ও ক্ষমতা দেওনের এবং তাহারদেব দ্বারা কতক কতক সরকারি কর্ম্ম নির্ব্বাহ করণের নিয়ম করিবার আইন।

৫ আইন। মুচলকা লওনের বিষয়ী আইন শুধরিবার আইন।

৬ আইন। ভিন্নাধিকার দেশীয় এবং ব্রিটনীয় জাহাজের দ্বারা আমদানি ও রপ্তানি হওয়া দ্রব্যের মাস্তুল ন্যায় করণের এবং কোম্পানী বাহাদুরের শাসিত দেশের এক বন্দর হইতে অন্য বন্দরে রপ্ত হওয়া দ্রব্যের মাস্তুল রহিত করণের আইন।

৭ আইন। ১৮৪৮ সালের ৬ আইনের ৩ ধারার কতক কতক বেমাস্তুলী বন্দরে চলন না হওনের এবং অন্য প্রকারে সেই আইন সংশোধনের আইন।

৮ আইন। বাঙ্গালা দেশের চলিত ১৮১২ সালের ৫ আইনের ৯।১০।১১।১৩ ধারার বিধি মতান্তর করণের আইন।

১১ আইন। চোরেরদের ও বাটপাড়েরদের ভ্রমণকারী দলের দণ্ড করিবার আইন।

১২ আইন। অল্প কর্জ্জ আদায় করিবার জন্যে

কলিকাতার কমিস্যনরেরদের আদালত অর্থাৎ ছোট আদালতের এলাকা পূর্ব্বাপেক্ষা স্পষ্টরূপে নির্ণয় করিবার আইন।

১৩ আইন। বাঙ্গালা রাজধানীর অধীন দেশে যে মিয়াদের মধ্যে রাজস্বের কার্য্যকারকেরদের ফয়সালা অন্যথা করণার্থ মোকদ্দমা উপস্থিত হইতে পারে তাহা নিরূপণ করিবার আইন।

১৪ আইন। সুকৃতি লওনের নিমিত্তে কমিস্যনর নিযুক্ত করিবার ক্ষমতা কলিকাতার সুপ্রিমকোর্টে দেওনের আইন।

১৫ আইন। সুপ্রিমকোর্টের কার্য্যকারকদিগকে ব্যবসা করিতে নিষেধ করণের আইন।

১৬ আইন। লবণের ব্যবসার বিষয়ী কতক কতক প্রতি বন্দকে উঠাইয়া দেওনের আইন।

১৯ আইন। বাঙ্গালা ও মান্দ্রাজ রাজধানীর অধঃস্থ ফৌজদারী আদালতের দণ্ডের হুকুমের পুনর্ব্বিচার করণের বিষয়ী আইন পূর্ব্বাপেক্ষা নির্ণয় করিবার আইন।

২০ আইন। বাঙ্গালা রাজধানীর অধীন বাঙ্গালা প্রভৃতি দেশে ভূমির রাজস্বের কালেক্টর সাহেবেরদের সমক্ষে ভূম্যধিকারী এবং ইজারদার দিগকে হাজীর করাইবার নিমিত্তে পূর্ব্বাপেক্ষা উত্তম নিয়ম করণের আইন।

২১ আইন। বাজী রাখা ব্যর্থ করণের আইন।

২২ আইন। জাল করণের বিষয়ী নালিশ পূর্ব্বাপেক্ষা সহজ করিবার আইন।

২৩ আইন। ১৮৪০ সালের ২৫ আইনের নকল করণে যে অশুদ্ধ হইয়াছিল তাহা সংশোধনের আইন।

২৪ আইন। ভারতবর্ষের কৌন্সেলে শ্রীযুত গবরনর জেনেরল বাহাদুরের অনুপস্থিত থাকন সময়ে তাঁহার কোন কোন ক্ষমতার কার্য্য করণের বিধানের আইন।

১৮৪৯ সাল

১ আইন। বিদেশ করা অপরাধের পুর্ব্বাপেক্ষা প্রবলরূপে দণ্ড করণের আইন।

২ আইন। অপরাধিরদের অঙ্গে গোদানীর দাগ দেওনের ও তাহারদিগকে তশীর করণের ব্যবহার রহিত করণের আইন।

৩ আইন। কলিকাতাস্থ ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের কতক কতক অংশী ও মহাজনেরদের মধ্যে যে বন্দোবস্ত হইয়াছে তাহা মঞ্জুর করণের আইন।

৪ আইন। অপরাধী বাতুল ব্যক্তিরদের নির্ব্বিঘ্নে রাখনের বিষয়ি আইন।

৬ আইন। সৈন্য সম্পর্কীয় ও জাহাজ সম্পর্কীয় মুসাহেরা ও বার্দ্ধক্য প্রযুক্ত আলুফা রক্ষা করণের আইন।

৭ আইন। বাঙ্গালাদেশে এক জন আডমিনিষ্ট্রেটর জেনরল নিযুক্ত করিবার আইন।

১১ আইন। কলিকাতার আবকারির রাজস্ব রক্ষা করণের আইন।

১৩ আইন। কলিকাতার মধ্যে বিনানুমতির লবণ আনয়নের নিবারণের আইন।

১৪ আইন। সৈন্যেরদিগকে ও যুদ্ধ জাহাজীদিগকে রাজদ্রোহ কর্ম্মে প্রবৃত্তি দেওনের দণ্ড করণের আইন।

১৮৫০ সাল

১ আইন। শহর কলিকাতার সরকারি কার্য্যের নিমিত্তে যে ভূমি লওয়াযায় তাহার স্বত্ব সিদ্ধ করণের আইন।

৪ আইন। সদর আদালতের নিকটে আপিলী মোকদ্দমার কার্য্য কারকের নিয়ম সংশোধনের আইন।

৫ আইন। ভারতবর্ষের সমুদ্রের তীরস্থ বন্দরে অবাধিতরূপে বাণিজ্য হওনের আইন।

৬ আইন। প্রধান সেনাপতি সাহেবকে সৈন্য সম্পকীয় অপরাধ ক্ষমা করণের ক্ষমতা দেওনের আইন।

৭ আইন। কয়েদীরদিগকে এক জেলখানা হইতে অন্য জেলখানাতে লইয়া যাওনের বিষয়ী আইন পূর্ব্বাপেক্ষা স্পষ্ট করিবার আইন।

৮ আইন। কোন কোন আপীলী মোকদ্দমার রেস্পা-

ণ্ডেন্টকে তলব না করিয়া ডিক্রী বহাল রাখিতে জিলা ও শহরের জজসাহেবদিগকে ও প্রধান সদর আমীনদিগকে ক্ষমতা দেওনের আইন সংশোধনের আইন।

৯ আইন। কলিকাতা ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাইতে অল্প-কর্জ ও দাওয়া পূর্ব্বাপেক্ষা সহজমতে আদায় করণের আইন।

১০ আইন। এডেন বন্দর নিষ্কর বন্দর নির্দ্ধার্য্য করিবার আইন।

১১ আইন। ১৮৪১ সালের ১০ আইন শুধরিবার আইন।

১২ আইন। সরকারী হিসাবীর ত্রুটীপ্রযুক্ত ক্ষতি নিবারণের আইন।

১৩ আইন। বিশ্বাসঘাতকতার দণ্ড দেওনের আইন।

১৫ আইন। বাঙ্গালা দেশের চলিত ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ১০।১২ ধারার কার্য্য বিস্তার করণের আইন।

১৬ আইন। চোরা সম্পর্কীয় মূল্য ফিরিয়া দেওনের বিষয়ী আইন।

১৯ আইন। আপ্রেণ্টিসকে বদ্ধ করণের বিষয়ী আইন।

২০ আইন। কটকের পেশকশী মহালের সীমা সরাহর্দ্দ নির্ণয় করণের আইন।

২১ আইন। বাঙ্গালা দেশের চলিত ১৮৩২ সালের ৭ আইনের ৯ ধারার মূল নিয়ম কোম্পানী বাহাদুরের শাসিত সকল দেশে চালাইবার আইন।

২২ আইন। ভারতবর্ষের কৌন্সেলে শ্রীযুত গবর্নের জেনেরল বাহাদুরের অনুপস্থিত থাকন সময়ে তাঁহার কোন কোন ক্ষমতার কার্য্য করণের বিধানের আইন।

২৩ আইন। শহর কলিকাতার ভূমির রাজস্ব রক্ষা করণের আইন।

২৫ আইন। ১৮১৯ সালের ৮ আইনের ও ১৮৪৬ সালের ৪ আইনানুসারে যে ভূমির নীলাম সম্পূর্ণ না হয় তাহাতে বায়নার টাকা সরকার জব্দ করণের আইন।

২৬ আইন। শহরের উত্তমতা করণের ক্ষমতা দেওনের আইন।

২৭ আইন। বাণিজ্য জাহাজের খালাসীরদের রেজিষ্টরী করণের বিষয়ী আইন।

২৮ আইন। বাণিজ্য জাহাজের খালাসীরদের প্রবৃত্তি জন্মাওনের আইন।

২৯ আইন। বিষ খাওয়ান নিবারণের বিষয়ী ১৮৩৮ সালের ৩১ আইনে শুধরিবার আইন।

৩০ আইন। ১৮৪৬ সালের ১আইন ও ১৮৫০ সালের ৪ আইনের অর্থ বিষয়ী সন্দেহ ভঞ্জনের আইন।

৩২ আইন। ১৮৩৬ সালের ১৫ আইন রদ করণের আইন।

৩৩ আইন। বাঙ্গালা দেশের পত্তনি তালুকের নীলামের নিমিত্তে যে যে দাঁড়ার আবশ্যক আছে তাহা শুধরিবার আইন।

৩৪ আইন। শ্রীযুত গবরনর জেনেরল বাহাদুরের

হজুর কৌন্সেল হইতে যে যে লোককে কয়েদ করিবার হুকুম হয় তাহারদিগকে পূর্ব্বাপেক্ষা ভালমতে কয়েদ করিয়া রাখিবার আইন।

৩৬ আইন। এদেশীয় সিপাহীরদের নিমিত্তে যুদ্ধ বিষয়ক আইনের ১১৩ ধারা শুধরিবার আইন।

৩৭ আইন। সরকারী কর্ম্মকারকেরদের আচরণের বিষয়ের তদারকের নিয়ম করণের আইন।

৩৮ আইন। অপরাধের নিমিত্তে যাহারদের বিচার হইতেছে এইমত সকল ব্যক্তিকে উকীল নিযুক্ত করিবার অনুমতি দেওনের আইন।

৩৯ আইন। ১৮৪৭ সালের ১৬ আইন শুধরণার্থে এক আইন বিবেচনা করিবার অপেক্ষায় কলিকাতার নগর উত্তম করণার্থে কমিস্যনরদিগকে আপন২ পদে স্থিরতর রাখিবার আইন।

৪২ আইন। বাঙ্গালা প্রভৃতি দেশে সরকারী কার্য্য নির্ব্বাহ করণের পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুগম করিবার আইন।

৪৩ আইন। রেজিষ্টরী হওয়া জাইন্টষ্টক কোম্পানী অর্থাৎ যে কোম্পানী সাধারণ মুল ধন লইয়া ব্যবসার কারণ সেই মুলধনের কোম্পানীর নিয়ম নির্দ্ধারণের আইন।

৪৪ আইন। হাঁসিল ও নিমক ও আফীমের বোর্ড এবং বাঙ্গালা প্রভৃতি দেশের সদর বোর্ড রেবিনিউ এক শামিল করিবার আইন।

৪৫ আইন। করণর সাহেবেরদের এলাকার বিষয়ী আইন নির্দ্ধার্য্য করণের আইন।

১৮৫১ সাল

১ আইন। ১৮৪৫ সালের ২৪ আইনানুসারে যে জরীমানার টাকা আদায় হয় তাহা ব্যয় করণের বিষয়ী আইন।

২ আইন। আপীলী মোকদ্দমার বিচার করণের বিষয়ী বাঙ্গালা দেশের চলিত ১৮১০ সালের ১৩ আইন সংশোধনের আইন।

৩ আইন। বেআইনীমতে নিমক পোক্তানীর ও রপ্তানির নিবারণার্থ ১৮১৯ সালের ১০ আইন এবং ১৮৩৮ সালের ২৯ আইন শুধরিবার আইন।

৫ আইন। শ্রীযুত সর তামস টর্টন বারোণেট সাহেবের দেউলিয়া হওয়াতে যে কএক জনের ক্ষতি হইয়াছে তাহারদের উপকারের আইন।

৮ আইন। সরকারী রাস্তা ও সাঁকোর উপর মাসুল বসাইতে গবর্ণমেন্টকে ক্ষমতা দেওনের আইন।

১০ আইন। মৃত ব্যক্তিরদের অস্থাবর সম্পত্তির সরবরাহ করণার্থ ১৮৪১ সালের যে ২০ আইন আছে তাহা সংশোধনের আইন।

১১ আইন। বাঙ্গালা রাজধানীর দেশের মধ্যে দলীল দস্তাবেজের রেজিষ্টরি বহী রক্ষণের আইন।

১৩ আইন। ১৮৫১ সালের ৫ আইন সংশোধনের আইন।

১৬ আইন। থাঙ্গিদারদিগের বিচারের আইন।

১৮৫২ সাল

৪ আইন।—মজুরেরদের দেশান্তর গমনের বিষয়ী এবং মজুরেরা যে জাহাজে গমনকরে তাহার বিষয়ী আইন সংশো-ধনের আইন।

৮ আইন। ১৮৪০ সালের ২৩ আইনানুসারে মফঃস-লের পরওয়ানা জারী করণার্থ কলিকাতা ও মান্দ্রাজ ও বো-ম্বাইয়ের সরিফ সাহেবকে মেহনতানা দেওনের বিষয়ী আইন।

১৮ আইন। বাঙ্গালা রাজধানীর অধীন বাঙ্গালা প্রভৃতি দেশে উকীলের বিষয়ী আইন সংশোধনের আইন।

৯ আইন। বাঙ্গালা দেশের চলিত ১৮৩২ সালের ১ আইন রদ করণের আইন।

১০ আইন। কলিকাতা শহর উত্তম করণার্থ কমিস্যনর দিগকে নিযুক্ত করণের আইন।

১১ আইন। কলিকাতার পোলীস বিষয়ী আইন সংগ্রহ ও সংশোধন করণের আইন।

১২ আইন। ১৮৪৮ সালের ২ আইন রদ করিবার এবং শহর কলিকাতা উত্তম করণার্থ কমিস্যানরদিগকে কোন২ ক্ষমতা দেওনের আইন।

২২ আইন। বাকী খাজানার বাবত সরাসরি মোকদ্দমায় কোন২ ডিক্রীর মাতবরীর এবং পত্তনি তালুক ও বিক্রয় যোগ্য অন্যান্য জমার কোন২ নীলামের মাতবরীর বিষয়ে যে সন্দেহ হইয়াছে তাহা রহিত করণের আইন।

২৪ আইন। ১৮৩৯ সালের ১৪ আইন সংশোধন ও স্পষ্ট করণের এবং ক্রিম্পের অর্থাৎ খালাসীর দালালীর অপরাধ পূর্ব্বাপেক্ষা উত্তমরূপে নিবারণের আইন।

২৫ আইন। আপীলক্রমে শ্রীশ্রীমতি মহারাণীর হজুর কৌন্সেলে অথবা বাঙ্গালা দেশস্থ ফোর্ট উইলিয়ম রাজধানীর সদর দেওয়ানী আদালতে এবং জেলা বা শহরের জজ সাহেবদিগের যে ডিক্রী হয় তাহা জারী করণের আইন।

২৬ আইন। বাঙ্গালা প্রভৃতি দেশে সদর আমীন ও মুন্সেফ আদালতে কার্য্যের রীতি সংশোধনের এবং প্রধান সদর আমীনের প্রতি যে আপীল অর্পণ হয় তাহাতে তাঁহারদের ক্ষমতা বিস্তার করণের আইন।

৩১ আইন। বাঙ্গালা দেশের চলিত ১৮১৭ সালের ২০ আইনের ১৬ ধারা ১৭ প্রকরণ রদ করণের আইন।

৩২ আইন। কোন কোন ফৌজদারী অপরাধের

৩১ এ দেশীয় কতক কতক আমলারদের ও পোলীসের আমলারদের নামে নালিশের সুবিধা করণের আইন।

৩৩ আইন। যে আদালতে ডিক্রী হয় সেই আদালতের এলাকার বাহিরের স্থানে ঐ ডিক্রীজারীর সুগম করণের আইন।

১৮৫৩ সাল

২ আইন। শ্রীশ্রীমতি মহারাণীর প্রজারা কোম্পানী বাহাদুরের আদালতে দায়ী হইবার বিষয়।

৬ আইন। মালগুজারির বাকীর বিষয়ের সরাসরি মোকদ্দমা এবং পত্তনি তালুক ও বিক্রয় যোগ্য অন্যান্য অধিকারের নীলাম এবং খাজানার বিষয়ে সরাসরি ডিক্রী জারি করণার্থ ভূমির নীলামের বিষয়ী আইন।

৭ আইন। চড়াই করণ এবং বলপূর্ব্বক প্রবেশ করণ ও বলপূর্ব্বক যে ক্ষতি কেলোনী না হয় এমত অন্য প্রকারে অপরাধ করণের মোকদ্দমায় জর্জ বাদসাহার ৫৩ বৎসরীর তৃতীয় আইনের ১৫৫ অধ্যার ১০৫ ধারানুসারে মাজিষ্ট্রেট সাহেবেরদের যে ক্ষমতা আছে তাহা বৃদ্ধি করণের আইন।

১০ আইন। ১৮৩৬ সালের ২২ আইন সংশোধনের আইন।

১৫ আইন। বাঙ্গালা দেশের কোর্ট উইলিয়ম রাজধানীর সদর আদালতে নম্বরী আপীলের মোকদ্দমার কার্য্য করণের নিয়ম সংশোধনের আইন।

১৬ আইন। খাস আপীলের আইন সংশোধনের আইন।

১৭ আইন। ১৮১৬ সালের ৭ আইন রদ করণের এবং মহারাজ অমৃতরাউকে যে জমী দত্ত হইয়াছিল তাহাতে যে আইন চলন হইবেক তাহা প্রকাশ করণের আইন।

১৮ আইন। সৈন্যেরদের ছাউনি স্থানে শরাপ প্রভৃতি বিক্রয়ের বিধান করিবার আইন।

১৯ আইন। বাঙ্গালা রাজধানীর অধীন দেশে কোম্পানী বাহাদুরের দেওয়ানী আদালতে সাক্ষ্য বিষয়ক আইন সংশোধনের আইন।

২০ আইন। কোম্পানী বাহাদুরের আদালতের মধ্যে উকীলদের বিষয়ী আইন সংশোধনের আইন।

২১ আইন। শ্রীযুত গবরনর জেনেরল বাহাদুরের ভারতবর্ষের কৌন্সেলে অনুপস্থিত থাকন সময়ে তাঁহার কোনং ক্ষমতার কার্য্য করণের বিধানের আইন।

১৮৫৪ সাল।

৩ আইন। এদেশীয় সৈন্যেরদের বিষয়ী যুদ্ধ সম্পর্কীয় আইনের ৩৮ বিধান সংশোধনের আইন।

৫ আইন। বাঙ্গালা বণ্ডেড উত্তর হৌসে আসোসি-ওনের ১৮৩৮ সালের ৫ আইন সংশোধনের আইন।

৬ আইন। বাঙ্গালা দেশের কোর্ট উইলিয়ম রাজধানীতে ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাইতে শ্রীশ্রীমতি মহারাণীর সুপ্রিমকোর্টের একুটি পক্ষে কার্য্য করণের ব্যবহার ও ধারা সংশোধন করণের আইন।

৭ আইন। যে ব্যক্তিরদের নামে কোম্পানী বাহাদুরের শাসিত দেশের বাহিরে ভারি অপরাধ করণের নালিশ হয় তাহারদিগকে কোম্পানী বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে গ্রেপ্তার করণের ও বিচারার্থে সমর্পণ করণের এবং পরওয়ানা জারী করণীয়া কার্য্যকারকেরদের এলাকার বাহিরের স্থানে ঐ পরওয়ানা জারী হইবার বিধান করণের আইন।

৮ আইন। ১৮৫১ সালের ১০ আইন ও ১৮৪১ সালের ২০ আইন স্পষ্ট ও সংশোধনের আইন।

৯ আইন। কোম্পানী বাহাদুরের দেওয়ানী আদালতে আপীলের বিষয়ী আইন।

১০ আইন। মাজিষ্ট্রেট সাহেবেরদের আসিষ্টান্টদিগের এবং ১৮৪৩ সালের ১৫ আইনক্রমে নিযুক্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটদিগের ক্ষমতা নিরূপণ করণের আইন।

১১ আইন। ১৮৩৫ সালের ১২ আইন ও ১৮৪৪ সালের ২২ আইন সংশোধনের এবং আদপয়সার মুদ্রা জারী করিবার অনুমতি দেওনের আইন।

১৬ আইন। বাঙ্গালা দেশের চলিত ১৮৩১ সালের ১১ আইন সংশোধনের আইন।

১৭ আইন। ডাকঘরের কর্ম্ম নির্ব্বাহের এবং ডাক মাস্থলের নিয়ম করণের এবং ডাকঘরের বিপরীত দোষের দণ্ড করণের বিষয়ী আইন।

১৮ আইন। ভারতবর্ষের রেলওয়ে বিষয়ী আইন।

১৯ আইন। ভিন্ন দেশজাত চিনী আমদানী করণের নিষেধ রহিত করণের আইন।

২০ আইন। বাঙ্গালা দেশের চলিত ১৮০৩ সালের ১৩ আইন সংশোধনের আইন।

২১ আইন। বাঙ্গালা ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ের বাঙ্কের বিষয়ী আইন।

২২ আইন। তৃতীয় জর্জ রাজার অধিকারের ৫৩ বৎসরীয় আইনের ১৫৫ অধ্যায় এবং বাঙ্গালা দেশের চলিত ১৮০৬ সালের ১৫ আইন ২ ধারার এবং মান্দ্রাজের ১৮০৯ সালের ৪ আইনের কোন কোন অংশ রদ করণের আইন।

২৬ আইন। কোর্ট ওয়ার্ডসের তত্ত্বাবধারণের অধীন পুরুষ নাবালকেরদের শিক্ষার্থে পূর্ব্বাপেক্ষা উত্তম বিধান করিবার আইন।

২৭ আইন। বাঙ্গালা দেশের শ্রীযুত নাজিমের বিষয়ের আইন।

২৮ আইন। ১৮৫২ সালের ১০ আইন শুধরণার্থে এক আইন বিবেচনা করিবার অপেক্ষায় কলিকাতা নগর

উত্তম করণার্থ কমিস্যনরদিগকে আপন আপন পদে স্থিরতর রাখিবার আইন।

২৯ আইন। ইউরোপের কোন২ বন্দরে সোরা রপ্তানী হইবার নিষেধ করণের আইন।

৩১ আইন। ইংলণ্ডীয় আইন যে যে স্থলে খাটে সেই২ স্থলে স্থাবর সম্পত্তির দাবির মোকদ্দমা ও ফাইন ও কামন রিকবরি রহিত করিবার এবং ভূমি হস্তান্তর করণের নিয়ম সহজ করিবার আইন।

৩৩ আইন। ১৮৪৩ সালের ১২ আইন বিস্তার করণের আইন।

৩৪ আইন। ভারতবর্ষের ইলেক্ট্রিক টেলিগ্রাফ স্থাপন করিবার ও তাহার কার্য্য চালাইবার নিয়ম করণের আইন।

১৮৫৫ সাল।

১ আইন। ভারতবর্ষের কৌন্সেলে শ্রীযুক্ত গবর্নর্ জেনেরল বাহাদুরের অনুপস্থিত থাকন সময়ে তাঁহার কোন কোন ক্ষমতামতে কার্য্য করণের বিধানের আইন।

২ আইন। প্রমাণ বিষয়ক আইন আরো উত্তম করিবার আইন।

৪ আইন। আসাম কোম্পানিকে অধিককাল চার্টর দিবার ও অধিক ক্ষমতা দিবার আইন।

৬ আইন। শ্রীশ্রীমতি মহারাণীর সুপ্রিমকোর্টের ডিক্রীজারীর পরওয়ানার কার্য্য বিস্তারিত করণের ও তাহা জারী করিবার নিয়ম করণের আইন।

৮ আইন। আডমিনিষ্ট্রেটর জেনেরলের পদ ও কর্ম্মের বিষয়ী আইন।

১০ আইন। ফোর্ট সেণ্ট জর্জ ও বোম্বাই রাজধানীতে কোম্পানী বাহাদুরের দেওয়ানী আদালতে সাক্ষীরদের হাজীর হওনের ও জোবানবন্দী লওনের বিষয়ী আইন।

১১ আইন। ইংলণ্ডীয় আইন যে যে স্থলে খাটিতে পারে সেইং স্থলে ওয়াশীলাতের বিষয়ের এবং দুর্ব্বল অধিকার ক্রমে যাহারা দখলীকার হয় তাহারা ভূমির যে উত্তমতা করে তদ্বিষয়ের আইন।

১২ আইন। আছিরদের কি আডমিনিষ্ট্রেটরদের স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিরদের কোনং লোকসানের বিষয়ে নালিশ করিবার ও তাহারদের নামে নালিশ হইবার ক্ষমতা দেওনের আইন।

১৩ আইন। যে ক্ষতির বাবৎ নালিশ হইতে পারে এমত ক্ষতির দ্বারা কোন ব্যক্তির মৃত্যু হইলে তাহার পরিবারের ঐ ক্ষতিপূরণ পাইবার বিধান করণের আইন।

১৪ আইন। ভারতবর্ষের মধ্যে ক্ষমা করণের ও প্রাণদণ্ড ক্ষমা করণের ও দণ্ড রহিত করণের ক্ষমতার বিষয়ী সন্দেহ ভঞ্জনের আইন।

২৩ আইন। মৃত ব্যক্তিরদের যে ইষ্টেটের উপর বন্ধক ক্রমে কোন টাকার দায় থাকে তাহার কার্য্য নির্ব্বাহের বিষয়ের আইন।

২৪ আইন। ইউরোপীয় ও আমেরিক দেশীয় বন্দুয়ানেরদের দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের পরিবর্ত্তে খাটনীর দণ্ড নিরূপণ করণের আর ঐ প্রকার বন্দুয়ানেরদিগকে স্থানান্তর করিবার আইন সংশোধনের আইন।

২৬ আইন। যাঁহারা গবর্ণমেণ্টের সেবিংব্যাঙ্কে অল্প টাকা জমা করিয়া মরেন তাঁহারদের স্বত্বাভিযুক্তদিগকে ঐ টাকা দেওয়া সহজ করণের আইন।

২৭ আইন। বাঙ্গালা ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ের ব্যাঙ্কেতে গবর্ণমেণ্টের নিদর্শনপত্র ও স্যারের সম্পর্কে কতক কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে ঐ ঐ ব্যক্তির প্রতি শক্তি দিবার আইন।

২৮ আইন। অধিক সুদ লইবার আইন রদ করিবার আইন।

৩২ আইন। বাঁধের বিষয়ী আইন।

৩৩ আইন। লণ্ডন কি লিবরপুল বন্দরে যে ব্রিটনীয় জাহাজ গমন করে তদ্ভিন্ন অন্য জাহাজ সোরা বিদেশে চালান করণের নিষেধ করিবার আইন।

৩৪ আইন। ১৮৫২ সালের ৩৩ আইনের অর্থ করণের ও সেই আইন সংশোধন করণের আইন।

৩৬ আইন। উত্তর পশ্চিম দেশে হাঁসিলের ও ভূমির রাজস্বের কার্য্যকারকদিগকে বিনানুমতির লবণের জন্যে

ঘরের ও অন্য ঘেরা স্থানের তলাশী লইবার ক্ষমতা দিবার আইন।

৩৭ আইন। সন্তোষ ও অন্যান্য জাতীর লোকেরদের নিবাস কতক জিলা সাধারণ বিধান ও আইনের আমল হইতে স্বতন্ত্র করিবার এবং ঐ ঐ জিলা সেই কর্ম্মের নিমিত্তে বিশেষমতে নিযুক্ত এক জন কার্য্যকারকের তত্ত্বাবধারণে রাখিবার আইন।

৩৮ আইন। যে কএক জিলাতে যুদ্ধ সম্পর্কীয় আইন সম্প্রতি প্রচারিত হইয়াছিল সেইং জিলার মধ্যে রাজ বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ ও অন্যান্য অপরাধের বিচার দণ্ড হইবার বিধান করণের আইন।

১৮৫৬ সাল

১ আইন। শৃঙ্গার ঘটিত পুস্তক ও ছবি বিক্রয় করণ ও প্রকাশ করণ নিবারণ করিবার আইন।

২ আইন। মাজিষ্ট্রেট সাহেবদিগকে ও অন্য কয়েক জন কার্য্যকারককে লিখিত নালিশ না চাহিয়া কোন কোন অপরাধের বিচার করিবার ক্ষমতা দেওনের আইন।

৩ আইন। ১৮৪৯ সালের ১১ আইন ও ১৮৫২ সালের ১৯ আইন সংশোধন করিবার আইন।

৪ আইন। গো মেষাদি ঈর্ষাপূর্ব্বক কি অকারণে নষ্ট করা নিবারণ করিবার আইন।

৬ আইন। যাঁহারা নব কল্পিত কারিগরি প্রকাশ করেন তাঁহারদিগকে বিশেষ ক্ষমতা দান করণের আইন।

৯ আইন। বিল অফ লেডিঙ্গ অর্থাৎ মাল বোঝাই করিবার একরারনামা বিষয়ক আইন সংশোধন করিবার আইন।

১২ আইন। ফোর্ট উইলিয়ম রাজধানীর দেওয়ানী আদালতের দ্বারা আমীনদিগকে কর্ম্মে নিযুক্ত করিবার আইন সংশোধনের আইন।

১৩ আইন। কলিকাতা ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাই নগরের ও পুলুপিনাঙ্গ ও সিংহপুর ও মালাক্কা বসতির নানা সদর মোকামের পোলীসের বিধান করিবার আইন।

১৪ আইন। ১৩ আইনের লিখিত সকল ব্যক্তির নানা মোকাম পরিপাটীরূপে রাখিবার ও আর উত্তম করিবার আইন।

১৫ আইন। হিন্দু বিধবাদের বিবাহের আইন ঘটিত সকল বাধা রহিত করিবার আইন।

১৭ আইন। ফৌজদারী পরওয়ানা যে কার্য্যকারক সাহেব বাহির করেন তাঁহার এলাকার সীমার বাহিরের স্থানে তাহা জারী করিবার বিধান করিবার আইন।

১৮ আইন। কলিকাতা নগরের মধ্যে সরকারি রাজস্বের কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার বিষয়ী আইন।

১৯ আইন। এ দেশীয় মজুরেরদের বিদেশ গমন বি-

বর্ষের কতক আইনের চলন স্থগিত করিতে হজুর কৌন্সেলে ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনেরল বাহাদুরকে ক্ষমতা দেওনের আইন।

২১ আইন। বাঙ্গালা দেশের কোর্ট উইলিয়ম রাজধানীর অন্তঃপাতি শহরে ও নগরে ও মোকামে ও শহরতলীরত ও বাজারের পোলীসের চৌকিদারদিগকে নিযুক্ত ও প্রতিপালন করিবার আরো উত্তম বিধান করিবার আইন।

২২ আইন। বগুড়া জেলার মধ্যে করতোয়া নদী দিয়া যে সকল নৌকা ও বাহাদুরী কার্ষ্ঠ যায় তাহার উপর মাসুল বসাইবার আইন।

২৩ আইন। বাঙ্গালা দেশের ফোর্ট উইলিয়ম রাজধানীর মধ্যে আবকারির রাজস্বের আইন সংগ্রহ ও সংশোধন করিবার আইন।

২৫ আইন। কলিকাতা প্রভৃতি নগর পরিপাটীরূপে রাখিবার জন্য রেট ও টাক্স ধার্য্য ও আদায় করিবার আবশ্যক বিধান একি আইন সংগ্রহ করিবার আইন।

২৮ আইন। কলিকাতা নগরের মধ্যে মিউনিসিপ্যাল কমিসানরদিগকে নিযুক্ত করিবার ও রেট ও টাক্স আদায় করিবার আইন।

২৯ আইন। দলীল দস্তাবেজের রেজিস্টরেরদের পদ সম্পর্কীয় শপথ করিবার বিষয়ের আইন।

১৮৫৭ সাল।

২ আইন। কলিকাতার ইউনিবর্সিটির সংস্থাপনের ও চার্টর দেওনের আইন।

৩ আইন। ক্ষেত্রাদিতে গো মেষাদির প্রবেশ করণের বিষয়ের আইন।

৫ আইন। সীমাযুক্ত ওরিএন্ট্যাল গ্যাস কোম্পানীকে কোন কোন ক্ষমতা দিবার আইন।

৬ আইন। সরকারী কার্য্যের নিমিত্ত ভূমি লইবার আইন।

৮ আইন। ১৮৪৭ সালের ১৯ আইন সংশোধনের আইন।

৯ আইন। ১৮৫৬ সালের ৬ আইন রদ করণের আইন।

১০ আইন। ১৮৫৫ সালের ৭ আইন সংশোধনের আইন।

১১ আইন। রাজ্য বিপরীত অপরাধ নিবারণ ও বিচার ও দণ্ড করিবার আইন।

১৩ আইন। পোস্তের চাস ও আফীম প্রস্তুত করিবার আইন সংগ্রহ ও সংশোধনের আইন।

১৫ আইন। ছাপার যন্ত্র স্থাপন করিবার বিধি করণের ও কোন ২ গতিকে ছাপা হওয়া পুস্তক ও কাগজ লোকের মধ্যে চালাইবার নিষেধ করিবার আইন।

১৬ আইন। কোন কোন জিলাতে গুরুতর অপরাধের বিচার ও দণ্ড করিবার জন্য আইন।

১৭ আইন। জাইন্ট ষ্টক কোম্পানীর ও অন্যান্য সমাজের অন্তঃপাতি লোকেরদের দায় সীমাযুক্ত করিয়া কি না করিয়া ঐ ঐ কোম্পানীকে ও সমাজকে চার্টর দিবার ও তাঁহারদের বিধান করিবার আইন।

২০ আইন। ১৮৫০ সালের ৯ আইন সংশোধনও করিবার আইন।

২১ আইন। কলিকাতার শহরতলির ও হাওড়া মোকামের সুধারা ও সুশাসন হইবার জন্য আর উত্তম বিধান করিবার আইন।

২৪ আইন। বন্দরের মাস্তুল ও রসুম এইক্ষণে যে হিসাবে লওয়া যাইতেছে সেই হিসাবে আর ছয় মাস পর্য্যন্ত লইবার ক্ষমতা দিবার আইন।

২৮ আইন। অস্ত্র শস্ত্র ও বারুদাদি আমদানি করিবার ও নির্ম্মাণ ও বিক্রয় করিবার বিষয়ী ও তাহা রাখিবার কি ব্যবহার বিধান করিবার আইন।

৩০ আইন। কলিকাতার বন্দরে বন্দরের মাস্তুল ও রসুম আদায় করিবার আইন।

৩২ আইন। এদেশীয় সিপাহীরদের বিষয়ী যুদ্ধ সম্পকীয় আইন সংশোধন করিবার আইন।

৩৩ আইন। বিদেশীয়দের নিমিত্তে আর ও বিধি করিবার আইন।

৩৫ আইন। মৌলমেন ও রাঙ্গুণ ও কিউক ফিউ ও আক্যার ও চাটিগাঁ বন্দরে বন্দরের মাস্থুল আদায় করিবার আইন।

১৮১৮ সাল।

২ আইন। কটক প্রদেশের কোন কোন বন্দরে মাস্থুল আদায় করিবার আইন।

৩ আইন। রাজ্যের বিপরীত অপরাধীদের গেরেপ্তার করিবার ও রাখিবার আইন সংশোধনের আইন।

৪ আইন। গবরনর জেনেরল বাহাদুর অনুপস্থিত থাকন সময়ের কার্য্যের বিধান করণের আইন।

৫ আইন। জেলখানা হইতে যাহারা পলাইয়াছে এমত কোন অপরাধীরদের ও যাহারা সেই অপরাধীদিগকে জানিয়া শুনিয়া আশ্রয় দেয় তাহারদিগের দণ্ড করিবার আইন।

৬ আইন। ইউরোপীয় সৈন্য থাকিবার জন্য ঘর প্রস্তুতার্থ মজুরদিগকে বেগার ধরিবার অনুমতি দিবার আইন।

১০ আইন। রাজবিদ্রোহী ও অন্যের প্রতি ধৃত জন্য জমীদারেরা সাহায্য করিতে ত্রুটী করিলে তাহারদের দণ্ডের বিধান করিবার আইন।

১১ আইন। কোন কোন স্থলে শারিরিক শাস্তি দিবার অনুমতি করিবার আইন।

১২ আইন। কলিকাতা শহরতলীতে ও হাওড়া মোকামে রাস্তা করিবার ও মেরামত করিবার জন্য তহবিল করিবার আইন।

১৩ আইন। যাহারদের নিকটে বেআইনীমতে অস্ত্র শস্ত্র কি অন্য দ্রব্য থাকে কি যাহারা লুকাইয়া রাখে তাহারদের দণ্ড করিবার আইন।

১৯ আইন। কলিকাতার ইষ্টাম্প আফিস হইতে যে ইষ্টাম্প কাগজ বাহির হয় তাহার প্রমাণ করিবার বিধি করণের আইন।

২১ আইন। এ দেশীয় চড়নদারদের জাহাজ ও কলের যে জাহাজ সমুদ্রের ধারে ধারে চলিয়া চড়নদারদিগকে লইবার নিমিত্তে হয় সেই সেই জাহাজের বিধি করিবার আইন।

২৯ আইন। সংপ্রতিকার গোলোযোগ প্রযুক্ত যাহারা উত্তর পশ্চিম দেশের দেওয়ানী আদালতে আইনের নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে মোকদ্দমা কি আপীল উপস্থিত করিতে কি চালাইতে পারে নাই তাহারদের উপকার করিবার আইন।

৩১ আইন। বাঙ্গালা রাজধানীর অধীন দেশে পয়বস্তী জমীর বন্দোবস্ত করিবার অধিক বিধান করিবার আইন।

৩৪ আইন। রাজকীয় চার্টর দ্বারা স্থাপিত আদালতে ক্ষিপ্ত লোক সম্পর্কীয় কার্য্যের বিধি করিবার আইন।

৩৫ আইন। ক্ষিপ্ত লোকেরা সুপ্রিমকোর্টের এলাকার মধ্যে না থাকে তাহার ইষ্টেট রক্ষা করিবার আরো উত্তম বিধান করিবার আইন।

৩৬ আইন। ক্ষেপা লোকেরদের আশ্রয়ের আইন।

যে সকল কমিটীতে পরিক্ষা হইয়া গিয়াছে তন্মধ্যে
কয়েক কমিটীর প্রশ্ন প্রকাশ
করা যাইতেছে।

কমিটীর সওয়াল।

১ প্রশ্ন—মোকদ্দমার আরম্ভাবধি তাহার চূড়ান্ত ডিক্রী পর্য্যন্ত যে ক্রমে কার্য্য করিতে হইবেক তাহা এবং ফরিয়াদী ও আসামীর যে সওয়াল জওয়াব দাখিল করিতে হইবেক এবং আসামী ও ফরিয়াদী এবং সাক্ষীদিগকে হাজির করিবার নিমিত্তে যে নানা হুকুম দিতে হয় তাহা লেখ।

২ প্রশ্ন।—স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির মোকদ্দমার মূল্য নির্ণয় করণেতে সামান্যত যে যে নানামত হুকুম আছে তাহা এবং যে আইনানুসারে ঐ মোকদ্দমার মূল্য নির্ণয় হয় তাহা লেখ।

৩ প্রশ্ন।—কর্জ্জার আসল টাকা অর্থাৎ ৩০০৲ টাকা বিষয়ী রামের প্রতিকূলে গোপাল এক ডিক্রী পাইলে পর

ঐ আসল টাকার মোকদ্দমা উপস্থিত করণের তারিখের পূর্ব্বে যে ৩০০৲ টাকার সুদ জমিয়াছিল তাহা পাইবার নিমিত্তে এক স্বতন্ত্র নালিশ করে এই প্রকার নালিশ গ্রাহ্য হইতে পারে কি না এবং মোকদ্দমার যে হুকুম দিতে হয় তাহা এবং সেই মোকদ্দমার হেতু লেখ।

৪ প্রশ্ন।—সর্ব্বশুদ্ধ ৩০০৲ টাকার অধিক কোন খতের উপর ৩০০ টাকার ন্যূন কিস্তিবন্দী বিষয়ী মোকদ্দমা হইলে এবং তাহাতে আসামী জওয়াব না দিলে মুন্সেফ মোকদ্দমা শুনিতে পারেন কি না।

৫ প্রশ্ন।—মুন্সেফ ঐ মোকদ্দমা সালিসীতে অর্পণ করিতে পারেন কি না।

৬ প্রশ্ন।—মুন্সেফের সাক্ষাতে উপস্থিত হওয়া মোকদ্দমায় মুন্সেফ আসামীর স্থানে মাল জামীন কি হাজির জামীন চাহিতে পারেন কি না।

৭ প্রশ্ন।—স্থাবর সম্পত্তি দখল পাইবার নিমিত্তে গোপাল রামের নামে মুন্সেফের আদালতে নালিশ করে মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে পর কিন্তু নিষ্পত্তি হইবার পূর্ব্বে ঐ সম্পত্তিতে রামের যে স্বত্ব ও সম্পর্ক ছিল তাহা আদালতের ডিক্রীজারী করণার্থ কালেক্টর সাহেব কৃষ্ণকে বিক্রয় করেন ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ২৫ ধারার ৩ প্রকরণের বিধিতে মুন্সেফদিগকে অবশেষে আরজী লইতে নিষেধ আছে অতএব ঐ প্রকরণের বিধি দৃষ্টে কৃষ্ণকে আসামীর সামিল করিবার এক সংশোধিত নালিশ গোপালের স্থানে মুন্সেফ লইতে পারেন কি না।

৮ প্রশ্ন।—সংপ্রতি যে খাজানা বাকী পড়িয়াছে তাহার বিষয়ে জাব্দামত নালিশের দরখাস্ত কত মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লিখিতে হইবেক।

৯ প্রশ্ন।—সরকারের বাকী মালগুজারী আদায়ের নিমিত্তে রাজস্বের কর্ম্মকারকেরা ভুমি নীলাম করিলে তাহা অন্যথা করণ নিমিত্ত আইনের দ্বারা মোকদ্দমা উপস্থিত করণের কি মেয়াদ নিরূপণ আছে।

১০ প্রশ্ন।—জোতের দখল করিবার নিমিত্ত যদি রাইয়ত ভূম্যধিকারীর নামে নালিশ করে তবে সে মোকদ্দমার কি মূল্য ধরিতে হইবেক।

১১ প্রশ্ন।—রাইয়ত এবং ভূমির কৃষিকারকেরদের সঙ্গে যে কবুলিয়ত হয় তাহার বিষয়ে ১৮২৯ সালের ১০ আইনের A চিহ্নিত তফসিলে কি বিধি আছে।

১২ প্রশ্ন।—কর্জ্জার বিষয়ী মোকদ্দমার যদি এমত প্রমাণ হয় যে আসল টাকা হইতে কিছু কাটিয়া লওনের দ্বারা অথবা অন্য কোন ভুল কি চক্র করিয়া আইনের মধ্যে সুদের বিষয়ী দাঁড়া এড়াইবার কোন উদ্যোগ হইয়াছে তবে সেই মোকদ্দমার কি হুকুম হইবেক।

অন্য কমিটীর সওয়াল।

১ প্রশ্ন।—যদি কোন ব্যক্তি সাক্ষী সফীনা পাইয়া উপস্থিত না হয় তবে তাহার উপস্থিতের বিষয় আদালতকে কি কর্ত্তব্য।

২ প্রশ্ন।—যদি ডিক্রীজারীর নীলাম খরিদার কোন ব্যক্তি বায়না টাকা আমানত করিয়া বাকী টাকা দিতে গাফিলত অথবা আদায় না করে তবে বায়নার টাকা কাহার নামে জমা হইবেক।

৩ প্রশ্ন।—যদি কোন ব্যক্তি উইল না করিয়া মরে এবং তাহার ওয়ারিস লোকহাজির না হয় তবে মৃত্যুর মহাজন ব্যক্তি দাবি উপস্থিত করিবেক তাহার কি মিয়াদ।

৪ প্রশ্ন।—যদি ডিক্রীজারীর মোকদ্দমায় ১৭ আগষ্ট তারিখে মঙ্গলবার দিবসে নীলাম হওনের হুকুম হইলে ঐ নীলামের কোন তারিখে প্রথম দিবস পড়িবেক।

৫ প্রশ্ন।—ডিক্রীজারীর মোকদ্দমার বিচার কর্ত্তা কি মতে ক্রোক কোরয করিবেন।

৬ প্রশ্ন।—সদরামীন এবং মুন্সেফ জরিমানা এবং উসুল করিবার যে ক্ষমতা রাখেন তদ্বিষয়ে কিছু প্রতিবন্ধক আছে কি না।

৭ প্রশ্ন।—নম্বরি অথবা আপীলের মোকদ্দমার উকীলের ফিস কি প্রকারে আদালতের খরচার সামিল হইবেক।

৮ প্রশ্ন।—সরকারী বাকী খাজানার নিমিত্ত নীলাম

হইলে কোন কোন হেতুতে তাহা দেওয়ানী আদালতে রহিত হইতে পারে।

৯ প্রশ্ন।—নীলাম খরিদার রাইয়তের জমা বৃদ্ধি এবং পাট্টাদার রাইয়তকে কোন মতে বেদখল করিতে পারে কি না।

১০ প্রশ্ন।—যদি কোন ব্যক্তি কাহাকে আপন গোলাম এবং তাহার সেবকের আপন স্বত্ব প্রত্যাহার নালিশ করিলে বিচার কর্ত্তা তাহাতে কি হুকুম দিবেন।

১১ প্রশ্ন।—যদি কোন ব্যক্তি বাদী সওয়াল জবাবের মধ্যে সাক্ষীর ইসমনবিশি দাখিল না করিয়া অন্য কোন দলীলে প্রমাণ দাখিল করে তবে সাক্ষীর ইসমনবিশি দাখিল না করিবার ত্রুটী গণ্য হইতে পারে কি না।

১২ প্রশ্ন।—যদি কোন ব্যক্তি এই বিবরণে যে জাহেরা নীলামী খরিদার যে মহাল খরিদ করিয়াছে তাহা আমার নিমিত্তে আর তাহার নাম চাতুরিতে লেখা গেছে নালিশ উপস্থিত করিলে তাহাতে কি হুকুম দেওয়া কর্ত্তব্য।

জোবানী সওয়াল।

১ প্রশ্ন।—যদি বাদী কোন মোকদ্দমার বাজ দাওয়া দাবি দাখিল করে আর অন্য এক ব্যক্তি তাহাতে বিরোধীয় বস্তু বাদী আমাকে বিক্রয় করিয়া বাদী প্রতিবাদীর

সাহত্ত যোগ যোগমতে এই বাজ দাওয়া দাখিল করিতেছে তাহাতে জিজ্ঞাসা যায় তাহার এই মোকদ্দমার বিচার হইতে পারে কি না।

২ প্রশ্ন।— যদি কোন মুন্সেফের সিবিস্তাদার মুন্সেফের হুকুমানুসারে জারি সাক করিয়া থাকে আর তাহাতে হাকিম দস্তখৎ করিয়া মিছিলের সামিল করে তবে তাহা দোরস্ত কি না।

৩ প্রশ্ন।—যদি মোকদ্দমেন বাদীর মুন্সেফী মোহকমার মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়া লোকান্তর হয় আর তাহার পুত্র বেবাসত্বের দাবিদার হয় তবে তাহাকে বাদীর সুমারে গণ্য করিয়া মোকদ্দমার বিচার করিতে পারে কি না।

৪ প্রশ্ন।— কোন মোকদ্দমার বাদী ১৭০৲ টাকার দাবিতে নালিশ করে আর প্রতিবাদীর স্বাপত্যমতে ১৫২৲ টাকা প্রমাণ হইবায় মুন্সেফ ঐ দাবির বেওরা লইতে পারে কি না।

৫ প্রশ্ন।— যদি প্রতিবাদীর স্থানে ১৮০৬ সালের দ্বিতীয় আইনানুসারে হাজির জামীন অথবা মাল জামীন তলব হয় তাহাতে প্রতিবাদী উকীলের পরিচয়ে হাজির হইয়া জওয়াব দাখিল করে তবে বিচার কর্ত্তা ঐ জওয়াব গ্রহণ করিয়া বিচার করিতে পারে কি এক তরফা বিচার করিবেন।

কমিটীর সওয়াল।

১ প্রশ্ন।—রামসুন্দর বিপ্রদাসের নামে ৬০০৲ টাকার খতের দ্বিতীয় কিস্তি এবং ১৫০৲ টাকার বাবৎ নালিশ করে এবং কহে যে প্রথম কিস্তি দেওনের বিষয় আমার স্থানে প্রমাণ আছে এবং মোকদ্দমার উপযুক্ত সময় তাহা দাখিল করিব বিপ্রদাস কহে যে আমি প্রথম কিস্তি দিই নাই ও খত লিখিয়া দিই নাই এমত মোকদ্দমা মুন্সেফ গ্রাহ্য করিতে পারেন কি না যদি পারেন তবে এ মোকদ্দমা কোন বিশেষ বিষয় তাহার বিচার করিতে হইবে।

২ প্রশ্ন।—মুন্সেফ সকল প্রকার মোকদ্দমা বিচার করিতে পারেন কি না যদি না পারেন তবে কোন প্রকার মোকদ্দমা বিচার করিতে পারেন কি না।

৩ প্রশ্ন।—পাট্টা এবং কবুলতি এই কথার অর্থ কি।

৪ প্রশ্ন।—কোন সম্পত্তির বিষয় নালিশ হইলে যদি সেই নালিশের দোষ গুণ বিবেচনা করিয়া নিষ্পত্তি হইয়া থাকে তবে সেই সম্পত্তির বাবৎ দ্বিতীয়বার নালিশ হওনের কি কি বিধি আছে।

৫ প্রশ্ন।—১৮০৬ সালের ২ আইনের ৪।৫ ধারার বিধি সদর আমীন ও মুন্সেফেরদের বিচারে খাটে কি না।

৬ প্রশ্ন।—১৭৯৩ সালের ৩৬ আইনের ও ১৮১২ সালের ২০ আইনের নির্দ্দিষ্ট সকল দলীল দস্তাবেজের বিষয় ১৮৪৩ সালের ১৯ আইনে খাটে কি না।

৭ প্রশ্ন।—যে মহাল বাকী রাজস্বের নিমিত্তে বিক্রি

হইবেক সেই মহালের ভূম্যধিকারী ছাড়া অন্য ব্যক্তি যদি সেই নীলাম নিবারণ করিতে চাহে তবে তাহার কি কর্ত্তব্য কোন গতিকে তিনি দেওয়ানী নালিশ করিতে পারে এবং কি বাবৎ।

৮ প্রশ্ন।—যে মহালের উপর রাজস্বের বাকী পড়িয়াছে সেই মহাল সেই বাকীর নিমিত্ত বিক্রয় হইলে খরিদার যে যে স্বত্ব প্রাপ্ত হয় এবং অন্য ভূমির বাকী পড়া রাজস্বের নিমিত্তে যে মহাল নীলাম হয় সেই মহালের খরিদার যে যে স্বত্ব প্রাপ্ত হয় এই উভয় স্বত্বের মধ্যে কিছু বিশেষ আছে কি না।

৯ প্রশ্ন।—মোকদ্দমার আপীল হইলে খরচা জামিন আবশ্যক আছে কি না।

১০ প্রশ্ন।—যদি এদেশীয় হুদ্দাদার অথবা সিপাহী অনুপযুক্ত নহে সাদা কাগজে নালিশ উপস্থিত করে তবে তাহার কি জরিমানা হইবেক।

১১ প্রশ্ন।—উকীলেরদের ওকালতী কার্য্যের মেহনতানার যে বন্দবস্ত হইয়াছে সেই মেহনতানা তাহারা কি রূপে আদায় করিতে পারিবেক।

১২ প্রশ্ন।—মুন্সেফেরা যে যে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করেন তাহাতে উকীলের রসুম কি রূপে উসুল করিতে হইবেক।

১৮৪৮ সালের ১১ সেপ্টেম্বর সোমবার উকীল পরীক্ষা টৌনহলে।

১ প্রশ্ন।—যদি রাইয়ত জোতের জমী দখল পাইবার নিমিত্তক জমীদারের নামে নালিশ করে তবে তাহার মোকদ্দমায় কি মূল্য ধরিতে হইবেক।

২ প্রশ্ন।—যে ব্যক্তি আদালতের ডিক্রীজারীক্রমে জেলখানায় কয়েদ হইয়া থাকে সেই ব্যক্তি আপনার দেনার টাকা না দিয়া অন্য কোন প্রকারে খালাস হইতে পারে কি না যদি পারে তবে কি কি গতিকে এবং কোন কোন আইনানুসারে খালাস হইতে পারে।

৩ প্রশ্ন।—মুন্সেফ সওয়াল ও জওাব দরজওয়াব ও রদ্দ জওয়াব ছাড়া আর কোন প্রকারে সওয়াল জওয়াব লইতে পারেন কি না।

৪ প্রশ্ন।—মালগুজারীর বাকীর কি তাহা অন্যায়মতে তহশীল করণের বিষয়ে দেওয়ানী মোকদ্দমা কোন ব্যক্তি আপনার জন্মস্থান অথবা বংশ প্রযুক্ত মুন্সেফের এলাকা ছাড়া আছে কি না।

৫ প্রশ্ন।—আরম্ভাবধি চূড়ান্ত ডিক্রী পর্য্যন্ত মোকদ্দমার নানা ক্রম লেখ এবং ফরিয়াদী আসামী যে সওয়াল জওয়াব দাখিল করে তাহা এবং উভয় বিবাদী সাক্ষীদিগকে হাজির করাইবার নিমিত্তক যে নানা হুকুম জারী হয় তাহা লেখহ।

৬ প্রশ্ন।—দশ মৌজা লইয়া এক সকর মহলের বিষ-

য়ের আনন্দের দাবি আছে ঐ মহালের সদর জমা ৫০০৲ টাকা আনন্দ সমত মহালের বিষয়ে এক নালিশ না করিয়া আপনার দাবি দশ ভাগ করিয়া প্রত্যেক মৌজার মূল্য ৩০০ টাকার অনধিক জমা ধরিয়া প্রত্যেক মৌজার কারণ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র নালিশ করে অতএব মুন্সেফ এই সকল মোকদ্দমা শুনিতে পারেন কি না ইহাতে যে উত্তর দেওয়া যায় তাহার সঙ্গে ঐ উত্তরের হেতু লেখ।

৭ প্রশ্ন।—১৮৪২ সালের ১ জেনুয়ারি তারিখে কালেক্টর সাহেব বাকী খাজানার নিমিত্তক এক জমিদারীর নীলাম করেন এবং ঐ সনের ১৫ ফিব্রুয়ারি রাজস্বের কমিস্যানর সাহেব ঐ নীলাম মঞ্জুর করেন যে তারিখ পর্য্যন্ত ঐ নীলাম অসিদ্ধ করণার্থ দেওয়ানী আদালত গ্রাহ্য করিতে পারেন তাহা লেখহ।

৮ প্রশ্ন।—স্থাবর ও অস্থাবর বস্তুর মূল্য নির্ণয় করণের সামান্যত যে নানা মত আছে তাহা লেখ এবং যে আইনানুসারে ঐ মূল্য নির্ণয় হয় তাহা লেখ।

৯ প্রশ্ন।—বয়বলফা কটক্রাম বিক্রয় সিদ্ধ করণার্থ যদি নালিশ করা যায় এবং আসামী এই মত সাব্যস্থ করিতে পারে যে ১৮০৬ সালের ১৭ আইনের ৮ ধারার নিয়মানুসারে কার্য্য করা যায় নাহি তবে ঐ মোকদ্দমার বিচার করণীয়া আদালতের কি প্রকার হুকুন দেওয়া কর্ত্তব্য।

১০ প্রশ্ন।—যদি উভয় পক্ষ আপনার সওয়াল জওয়াব পড়িবার জন্য ও স্পষ্ট অক্ষরে না লেখে তবে আইন মতে যে জরীমানার সিদ্ধার্থ আছে তাহা কি।

১১ প্রশ্ন।—বন্দক লওনিয়া মহাজন আপন বন্দকী বস্তু বিষয়ের বিক্রয় সিদ্ধ করণার্থ মোকদ্দমা উপস্থিত করণের পূর্ব্বে তাহার যে যে কর্ত্তব্য তাহা লেখহ।

১২ প্রশ্ন।—পাওনা টাকার বিষয়ে নালিশ হইলে যদ্যপি এই মত প্রমাণ হয় যে সুদের বিষয়ে আইনে যে নিয়ম আছে তাহা আপন টাকা হইতে বাদ দেওনের দ্বারা অথবা আর কোন চক্রান্তে বা উপরের দ্বারা এড়াইবার উদ্যোগ হইয়াছে তবে কি হুকুম দেওয়া কর্ত্তব্য।

জেলা ও সদরের উকীল পরীক্ষা টৌনহলে ১৮৫৬
সালের ১৪ জেনুয়ারি।

১ প্রশ্ন।—জমী সংক্রান্ত মোকদ্দমার কি প্রকার মূল্য নির্ণয় করা যাইবেক।

১।—যে স্থলে বাদী ওয়াশীলাতের দাবী করিয়াছে।

২।—যে স্থলে বাদী ভবিষ্যৎ ওয়াশীলাতের দাবী করিবেক এমত ব্যক্ত করিয়াছে, এ বিষয়ের নিদর্শন লেখ।

২ প্রশ্ন।—তামাদি আইয়মের বিষয় সাধারণ নিয়ম কি তাহা লেখ ও কি প্রকারে তমস্সুকের বাবত মোকদ্দমার মিয়াদ নির্ণয় করা যাইবেক।

৩ প্রশ্ন।– ইস্তমরারি জমা ধার্য্যের বিষয়ে ১৭৯৩ সালের ১ আইনানুসারে যে সকল সত্য হইয়াছিল তাহা সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

৪ প্রশ্ন।—১৭৯৩ সালে দেওয়ানী বিচার জন্য আদালত হায়েতে যে সকল ক্ষমতা ও শক্তি ছিল সেই সময় হইতে এখনতক যে ক্ষমতা উক্ত আদালত হায়ব আপীত হইয়াছে তাহার ক্ষমতার ক্রমাগত পরিবর্ত্তের বিষয়ে বর্ণনা কর।

৫ প্রশ্ন।—কোন রাইযত নীলকরের সহিত নীল বুনিবার জন্য দাদন লইয়া পরে অন্য ব্যক্তির কুমন্ত্রণার চুক্তির স্বত্বানুসারে কার্য্য করিতে ত্রুটী করিলে কি দণ্ড পাইতে পারে এবং কোন আদালতে ভাদার হইবেক এবং সেই বিষয় তদারক জন্য কি প্রকার রীত্যানুসারে কার্য্য করিতে হইবেক।

৬ প্রশ্ন।—যদিস্যাৎ বোর্ড রেবিনিউর সাহেবান কোন বাটওযারা রদ করিতে বাসনা করেন তবে কি প্রণালীতে তাহারদিগকে কার্য্য করিতে হইবেক।

৭ প্রশ্ন।—যদিস্যাৎ কোন ভুমি দুই জেলার সরাহদ্দের কিম্বা দুই মুন্সেফের এলাকায় থাকে এবং সেই জমী সংক্রান্ত মোকদ্দমা হয় তবে কোন জেলা বা কোন মুন্সেফের এলাকায় এমত নালিশ হইবেক।

৮ প্রশ্ন।—যদিস্যাৎ কোন জজ সাহেব মুন্সেফের বিচার্য্য মোকদ্দমা বিচার জন্য সদর আমীন কি প্রধান সদর আমীনের নিকট সোপর্দ্দ করেন তবে সে মোকদ্দমার ইষ্টাম্প ও আপীল কোন নিয়ম অধীন হইবেক।

৯ প্রশ্ন।—প্রথম উপস্থিত বা আপীলী মোকদ্দমা সংক্রান্ত ডিক্রীজারী কিপ্রকিত কোন আদালতের দ্বারা হইবেক।

১।—যদিস্যাৎ অস্থাবর বস্তুর ডিক্রী হইয়া থাকে।

২।—কিম্বা স্থাবর বস্তুর ডিক্রী হইয়া থাকে।

১০ প্রশ্ন।—সাক্ষীর বিষয়ক।

১।—দেওয়ানী মুতফরাকা মোকদ্দমার।

২।—ডিক্রীজারীর মোকদ্দমার।

৩।—কালেক্টরের নিকট বাকী খাজানার জন্য যে সরাসরী মোকর্দ্দমা হয় তাহাতে।

৪। ১৮৪০ সালের ৪ আইন মতে মাজিষ্ট্রেটের নিকট যে সরাসরি মোকদ্দমা হয় তাহাতে।

১৮৫৩ সালের ১৯ আইন খাটে কি না তোমার প্রত্যেক জওয়াবের কারণ দর্শাও।

১১ প্রশ্ন।—সাক্ষীর বিষয়ে ১৮৫৩ সালের ১৯ আইনের যে ধারাতে সাক্ষীর জোবানবন্দী লওয়ার প্রণালী আছে তাহার রীতি সকল বর্ণনা করিয়া লেখ।

১৯ প্রশ্ন।—যদিস্যাৎ ১৮৪১ সালের ১৯ আইনানুসারে কোন জিলার এক সরাসরি মোকদ্দমা উপস্থিত হয় এবং প্রকাশ হয় যে কিঞ্চিৎ সম্পত্তি ভিন্ন জিলার অধিকারে আছে তবে জজ সাহেব কি প্রকার ব্যবহার করিবেন।

সদর আমীন ও মুন্সেফের ওকালতি পরিক্ষা

১৮৫৬ সালের ২৮ জানের।

১ প্রশ্ন।—দেওয়ানী মোকদ্দমার প্রত্যেক আরজীতে যে যে বৃত্তান্ত লেখা আবশ্যক তাহা বর্ণনা কর।

২ প্রশ্ন।—তাবৎ দেওয়ানী মোকদ্দমাতে সাক্ষীর বিষয়ী প্রমাণের পক্ষে তুমি কোন আইনের প্রতি নির্ভর করিবে ও তাহার বিধান সকল কি কি।

১।—সাক্ষীকে হাজির আনয়নের বিষয়ী।

২।—তাহার সাক্ষ্যতা লইবার বিষয়ী।

৩ প্রশ্ন।—যদ্যপি কোন বাদী আপন দাওয়ার কিয়দংশের বাবত এই প্রসঙ্গে নালিশ করে যে অবশিষ্ট দাওয়ার নিমিত্ত স্বতন্ত্র নালিশ করিবে তবে তাহার আরজীর প্রতি কি প্রকার ব্যবহার করা যাইবেক।

৪ প্রশ্ন।—তামাদির বিষয়ে সাধারণ বিধি বর্ণনা করহ ও তাহার কতক গুলিন কর্জ্জনীর বিষয় প্রকাশ করহ।

৫ প্রশ্ন।—নিম্নের লিখিত বিষয়ে সদর আমীন ও মুন্সেফদিগকে ক্ষমতা কি কি।

১।—নালিশের কিম্মার বিষয়ী।

২।—মোকদ্দমার কারণ উৎপত্তির বিষয়ী।

৩।—মোকদ্দমার সংক্রান্ত সকল পক্ষের বিষয়ী।

৬ প্রশ্ন।—যদ্যপি কোন বিষয়ের কোন মোকদ্দমা দায়ের থাকা কালীন সেই বিষয়েরি নিমিত্তে সেই আদালতে আর এক মোকদ্দমা উপস্থিত করা হয় তবে ঐ মোকদ্দমার প্রতি কি প্রকার ব্যবহার করা যাইবেক।

৭ প্রশ্ন।—যে সকল মোকদ্দমা সামান্যত দেওয়ানী আদালতে বিচার যোগ্য নহে তাহা বর্ণনা করহ।

৮ প্রশ্ন।—সদর আমীন কিম্বা মুন্সেফ ছানী তজবিজ করণার্থ কোন দরখাস্ত পাইলে কি করিবেন।

৯ প্রশ্ন।—মুন্সেফের ডিক্রীজারীর বিষয়ে যে যে নিয়ম খাটিবেক তাহা বর্ণনা করহ ও দর্শাও কোথায় কাহার দ্বারা তাহা জারী হইবেক।

১০ প্রশ্ন।—যদ্যপি মুন্সেফের নিকট উপস্থিত থাকা কোন মোকদ্দমার এমত জানান যায় যে সেই মোকদ্দমা সংক্রান্ত অপর এক মোকদ্দমা অন্য আদালতে দায়ের আছে তবে মুন্সেফ তাহাতে কি করিবেন।

১১ প্রশ্ন।—এক মোকদ্দমার আরজী দাখিল হইতে যে বিচারকের নিকট তাহা বিচার হয় তাহার শেষ হুকুম হওয়া পর্য্যন্ত কি প্রকার তাহা রীতি মত চলিয়া আসিবেক তাহা সংক্ষেপ রূপে বর্ণনা করহ।

১২ প্রশ্ন।—তেতম্মা আরজী কাহাকে কহে কাহাকে কহে না, মুন্সেফ কি তেতম্মা আরজী লইতে পারেন যদ্যপি দ্বিতীয় তেতম্মা আরজী দাখিল হয় তবে তাহার প্রতি তেঁহ কি প্রকারে আবরণ করিবেন।

সমাপ্তঃ।

আইন সংযুক্ত কাদম্বিনী নাটক।

পয়ার

সদানন্দ মাতৃশ্রাদ্ধে, সদা চিন্তা মনে।
দ্বিজগণ আত্মজন, তুষিব কেমনে॥
ষাণ্মাসিকে দিন দেখে, করি আয়োজন।
নিমন্ত্রণ করিল ব্রাহ্মণ আত্মজন॥
পুলকিত নিমন্ত্রিত, ক্রমে আগমন।
আত্ম হেতু উপনীত, রমণীমোহন॥
সম্মান করিয়া দিল, বসিতে আসন।
পূর্ব্বদিকে বসি রঙ্গে, স্থির হৈল মন॥
হুঁকাতে লাগায়ে নল, তামাকের ঘটা।
চমকিত আচম্বিত, বিদ্যুতের ছটা॥

[এই সময়ে কাদম্বিনীর প্রবেশ।]

কাদম্বিনী।—ঠাকুরদাদা মহাশয় কতক্ষণ আগমন হয়েছে, এক্ষণে আপনি ভাল ত আছেন?

রমণীমোহন।—(যদিচ বিশেষ প্রত্যক্ষ ছিল না তথাচ গদাধর সেনের কন্যা অনুমান করিয়া কহিল) হেঁ

ভাই এক্ষণে একরূপ ভাল আছি, এই আদঘণ্টা খানেক হলো এসেছি।

কাদ।—আপনার যে বেয়ারাম হইয়াছিল, বাবা দেখিয়া আসিয়া কত খেদ করিতে লাগিলেন আমরাও কত ভাবিত হয়েছিলাম, যাহা হউক পরমেশ্বর রক্ষা করিয়াছেন এই মঙ্গল, এখন এই কর্ম্মে দুই তিন দিন আপনার ত থাকা হবে?

রমণী।—হাঁ, এই কর্ম্মের উপলক্ষে আসা হয়েছে, সুতরাং থাক্‌তেও হবে, তোমাদের বাড়ির সব মঙ্গল ত বটে, আর তুমিও ত ভাল আছ?

কাদ।—বাড়ির সকলে ভাল আছেন, আমিও বেঁচে আছি, ঠাকুরদাদা, আমার মরা বাঁচা সমান।

পয়ার।

এত বলি কাদম্বিনী, মুচকে হেসে হেসে।
ফিরে ফিরে পশ্চিমের, রকে গিয়া বসে॥
উভয়ের মনোমধ্যে, কি কহিব হায়।
উভয় চঞ্চল হৈল, কটাক্ষেতে ঘায়॥

প্যারী।—কেরে কাদম্বিনী এলি? ভাল হয়েছে আমি জল খাবার প্রস্তুত করেছি, একটা পান সেজে ঠাকুর-দাদাকে দিয়ে আয় দেখি, আমি জল নিয়ে যাচ্ছি।

কাদ।—কেন তুমি জল খাবার তৈয়ার কল্লে, তুমি কেন ঠাকুরদাদাকে দিয়ে এসো না।

প্যারী।—না লো, আমা কর্ত্তে তুই নিয়ে গেলে ঠাকুর-দাদা খুসি হবেন, এবং তোর হাতের পান্‌টা খেলে মুখ রাঙ্গা করে প্রাণটা ঠাণ্ডা কর্‌বেন এখন।

কাদ।—ওঁর আর ঠাট্টা দেখে বাঁচিনে, আমারো ঠাকুর-দাদা তোমারো ঠাকুরদাদা তুমি দিলে কি ঠাণ্ডা হবেন না।

প্যারী।—অরে তুই আর আমি অনেক তফাত, "যেমন চাঁদে আর বাঁদে" তা তুই না দিলে বলে কি আমি পারিনে।

পয়ার।

এত বলি দ্রুতগতি, প্যারীমণি যান।
নিয়ে বলে ঠাকুরদাদা, খাও জলপান॥

র-মো।—কি হে তোমাদের দুজনে কি কলহ হচ্ছিল? আমি ভাবলাম বুঝি মারামারি হয়, আমাকেই বা থামাতে যেতে হবে।

প্যারী।—(হাস্য করিয়া) না ঠাকুরদাদা এমন কিছু নয় আমাদ্দের রহস্য হচ্ছিল।

র-মো।—তা বুঝেছি হে বুঝেছি, (প্যারীকে নিকটে দে-খিয়া আস্তে আস্তে) কেমন হে এটী না গদাধর সেনের মেয়ে?

প্যারী।—কি ঠাকুরদাদা তুমি কি চিন্তে পারনি. তা চি-ন্‌বে বা কেমন করে, যাতায়াত ত প্রায় নেই। ও

সেই সেন পিসে মশার মেয়ে বটে, ওর সেই যে বচ্ছর বে হয়েছিল, সেই বচ্ছরই কপাল পুড়ে গেছে।

র-মো।—আহা! এমন সুন্দরীর এমন অবস্থা, সকলি পরমেশ্বরের ইচ্ছা! তা হেঁ হে স্বভাবে ত আছে, না ভঙ্গভাব?

প্যারী।—না ভাই ঠাকুরদাদা ওর কোন দোষ নাই, তবে ঠমক্‌খানা দেখ্‌লে লোকে সন্দেহ কর্ত্তে পারে বটে কিন্তু তা নয়।

পয়ার।

অতঃপর প্যারীমণি, করিল প্রস্থান।
রমণীমোহন পরে, খায় জল-পান॥
ভিয়ানের ঘরে পরে, দ্বারেতে বসিল।
কিন্তু কটাক্ষের জ্বালা, নির্ব্বাণ না হলো॥

সদানন্দ।—মহাশয়ের আগমন হয়েছে আমার শুভাদৃষ্ট বলিতে হইবেক, এক্ষণে বিবেচনা করুণ ৩।৪ শত লোকের আয়োজন, ৫ মোন সন্দেশ হইবেক, কল্য সন্ধ্যার পর লুচির খোলা জ্বলিবেক ৪ মোন ময়দা আর কাশীর প্যাৎড়া ৪ মোন আনান হয়েছে, কুলান কি হইবে না? আপনি বয়েসে প্রবীণ নহেন বটে কিন্তু এসকল বিষয়ে বিলক্ষণ বিচক্ষণ, যাতে প্রতুল হয় করুণ, আপনার আসাতে আমার কি পর্য্যন্ত সাহস হয়েছে বল্‌তে পারিনে।

র-মো।—বাবু চিন্তা কি, যে সকল সামগ্রী আয়োজন হয়েছে ইহাতে বিলক্ষণ হইতে পারিবে, বিশেষ তোমার মায়ের পুণ্যে অকুলান হইবে না।

পয়ার।

ইতিমধ্যে কাদম্বিনী, গৃহমধ্যে যায়।
ধৈর্য্যাভাব সচঞ্চল, হরিণীর প্রায়॥
স্থির হতে নাহি পারে, এসে পুনর্ব্বার।
মধ্যে মধ্যে যাতায়াত, তিন চারি বার।
ঐ রূপ চঞ্চল অতি, রমণীমোহন।
কি করিবে কি হইবে, ভাবে মনে মন॥

অতঃপর রজনীতে রমণীমোহনের আক্ষেপোক্তি

পয়ার।

রজনী হইল যবে, ঘণ্টা নয় দশ।
অদর্শনে উভয়ের, শূন্য দিক্ দশ॥
রমণীমোহন ভাবে, একি সর্ব্বনাশ।
কামিনীরে হেরি বুঝি, দেহ হয় নাশ॥
কিবা সুমধুর হাসি, পীযূষের প্রায়।
মনে মন আকিঞ্চন, বুঝি অভিপ্রায়॥

চল চল দুটি আঁখি, ছল ছল করে।
তবু শোভা করে অলঙ্কার শূন্য করে॥
কিবা বেশ মুক্ত কেশ, মনোহর খাসা।
নিতম্ব ঘেরেছে তবু, আর বাড়ে আশা॥
আহা! কি মাধুর্য্য গতি, কিবা ম্রিয়মান।
পশ্চাৎ দেখিলে ফিরে, চমকে উঠে প্রাণ॥
কুশদেব বলে ভাল, ঠেকিলাম দায়।
কেমনে সমাপ্য হবে, ভেবে প্রাণ যায়॥

গীত।

রাগিণী খাম্বাজ ভৈরবী। তাল ঠেকা।

কেমনে পাব তারে। সমর্পিয়া মন প্রাণ সদা ভাবি যারে॥ ধ্রু॥ নাহি জ্ঞান নিশি দিন, ভেবে তনু হল ক্ষীণ, রতি মতি গতি হীন, তরি পারাবারে। কুশদেব মনে ভাবে, সহজে কি পাওয়া যাবে, বাসনা হলে কি হবে, শক্র ঘরে পরে।

[কাদম্বিনীর আক্ষেপোক্তি।]

ত্রিপদী।

কাদম্বিনী নিজ গৃহে, বিচ্ছেদ বিরহে দহে,
ভাবে একি হইল জঞ্জাল।
দেখি প্রেমসিন্ধু নীরে, ধীবর আসিয়া ধীরে,
বিস্তারিল প্রণয়ের জাল॥

কিবা মৃদু মন্দ হাসি, কিবা সুমধুর ভাষি,
মনঃ প্রাণ হরিল কটাক্ষে।
লেগেছে প্রেমের ফাঁসী, মনে হয় হই দাসী,
ভাবি তায় কি ভাব সে পক্ষে॥
প্রভাত হইলে নিশি, কতক্ষণে মুখশশি,
নিরক্ষিয়া জুড়াব নয়ন।
কুশদেব বলে ধনী, রমণী মোহন অমি,
মাঝে মাঝে চমকে উঠে মন।

গীত

রাগিণী আলিয়া। তাল একতালা।

করি কি উপায় করি কি উপায়। যারে মন সদা চায়, না হেরিয়ে তায়, হলো একি দায়, মরি মরি, প্রাণ বুঝি নিশায় আজি যায়॥ ধ্রু॥
দেখিয়ে তরঙ্গ ভারি, কিরূপে তরিতে পারি, হেরি অনুপায়, শত্রু সদা পায়, কেমনে সে পায়, হবে সদুপায়, মরি মরি, গেল সুখ কব দুঃখ কায়॥

পয়ার।

রজনীতে উভয়ের, নিদ্রা না হইল।
আতারি কাতারি করি, নিশি পোহাইল॥
তোপ না পড়িতে শয্যা, হইতে উঠিল।
বাহির হইতে ক্রমে, প্রভা প্রকাশিল॥

[গদাধর সেনের চণ্ডীমণ্ডপ, রমণীমোহ-
নের প্রবেশ।]

গদা।—খুড়া মহাশয় আসতে আজ্ঞা হোক্, আপনি বয়েসের ছোট কিন্তু সম্পর্কে বড় নমস্কার হই, আপনার কল্য আসা হয়েছে, ভাল হয়েছে বাড়ির সকল মঙ্গলত বটে!

র-মো।—হাঁ বাপু বাড়ির সব প্রাণেং মঙ্গল, আপাতত জলপাত্র টা আনাতে হবে।

গদা।—(চণ্ডিমণ্ডপের পৈঠায় দাঁড়াইয়া কিছু উচ্চৈঃস্বরে) কাদম্বিনী, ওগো কাদম্বিনি! মা জলপাত্র টা দিয়ে যাও ত গা!

পয়ার।

কাদম্বিনী শব্দ শুনি প্রফুল্লিত কায়।
জলপাত্র লয়ে ধনী দ্রুতগতি ধায়॥
পৈঠার দ্বারেতে গিয়ে দাঁড়াইল মাত্র।
কটাক্ষ ক্ষেপণ করি রাখে জলপাত্র॥
রমণীমোহন অমি হয়ে ত্বরাবান।
কটাক্ষেতে সম্বরিল কটাক্ষের বাণ॥

অতঃপর রমণীমোহন বহির্দ্দেশ গমনান্তে প্রত্যাগত হইয়া মুখ প্রক্ষালন ইত্যাদি করিয়া ৮৯ ঘণ্টা পর্য্যন্ত গদাধর সেনের বাটী অবস্থিতি করিল বটে, কিন্তু (কাদম্বিনীর সহিত বিশেষমত কথোপকথন অথবা সাক্ষাৎ ইত্যাদি)

প্রত্যাশাপুর্ণ না হওয়ায়, কেযে বাড়ি আসিয়া প্রবেশ করিল, অথচ কাদম্বিনী তৎপশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতে অথবা মধ্যে২ যাতায়াত করিতে ক্ষান্ত থাকিল না।

প্যারী।—ঠাকুরদাদা মহাশয়, ভোরে উঠে কোথায় যাওয়া হইয়াছিল এতক্ষণ যে দেখিনি?

র-মো।—এই ভাই প্রাতঃকৃত্য সেরে আস্‌তে গিইছিলাম।

প্যারী।—এতবেলা কোথা ছিলে, যা হোক্ মনটা কিছু ফোনফোনে গোচ দেখ্‌ছি কেন?

র-মো।—কিসে হে মনটা ফোন্‌ফেনে দেখ্‌লে? তোমায় ত কিছু বলিনি।

প্যারী।—আমায় কি বল্‌বে, আমার কিছু রকম সকম নেই যে বল্‌বে।

র-মো।—তোমার রকম সকম নেই তবে কার আছে?

প্যারী।—কার আছে তা বুঝে দেখ, আমি তার ভঙ্গি-তেই বুঝেছি, হলেও হতে পারে।

র মো।—কি হে হলেও হতেপারে, তা যা হোক্ প্যারী ভাই একটা কথা বলি তুমি ভাই কারু নম্‌কে যাবে না কাদম্বিনীর ভাবটা কি বল্‌তে পার?

প্যারী।—তাইত বলি ঠাকুরদাদা আমি বুঝেছি কি না বুঝেছি।

র-মো।—বুঝ্‌বে না কেন ভাই, একি দাইয়ের কাছে কোঁক ছাপা।

(নেপথ্যে) ঠাকুরদাদা ঠাকুরদাদা এই দিকে আস্থন ছেনা ওজন নিতে হবে।

পয়ার।

কেযোবাড়ী কাযে ব্যস্ত, রমণীমোহন।
কিন্তু মন সুস্থ নহে, সদা উচাটন॥
এই মাত্র মধ্যে মধ্যে, কটাক্ষ সন্ধান।
থেকে থেকে উভয়ের, চমকে উঠে প্রাণ॥
স্নানাহার করি পরে, রমণীমোহন।
ক্ষণকাল নিদ্রা আশে, করিল শয়ন॥
নিদ্রা না হইল ভাল, সচিন্তিত রস।
কতক্ষণে উঠিয়া কর্ম্মেতে ব্যস্ত হয়॥

[কাদম্বিনীর সহোদর বালক শশীর প্রবেশ।]

শশী।—ঠাকুরদাদা মহাশয় আমাদের বাড়ি একটু আসুন।

র-মো।—কেন হে তোমাদের বাড়ি কি, কেন যেতে হবে?

শশী।—দিদি, আপনার জল খাবার তৈয়ার করেছেন তাই যেতে হবে।

র-মো।—(স্বগত হে পরমেশ্বর! বুঝি মুখ তুলে চাইলে) প্রকাশ করিয়া এখানে নানা কর্ম্মে ব্যস্ত এখনি আবার জল খেতে যেতে হবে, তবে চল যাই শীঘ্র করে সেরে আসি।

[গদাধর সেনের বাটী উত্তরদিগকার ঘরের ভিতর রমণীমোহনের প্রবেশ।]

কিন্তু দুরদৃষ্ট বশতঃ খাওয়ার লোভে কাদম্বিনীর সহোদর ৯।১০ বৎসর বয়ঃক্রম শশী স্থানান্তর হইল না।

কাদ।—(ঘরের ভিতর পুর্ব্বদিগে দণ্ডায়মান হইয়া) ঠাকুরদাদা মহাশয় আস্তে আজ্ঞা হোক্, আমাদের এখানে কিছু মেলেনা কেবল জল খাওয়া মাত্র।

র-মো।—জল খাওয়ার যা হোক্ ভাই, একটা পান দিয়ে প্রাণ ঠাণ্ডা কর তা হলেই হয়, বিশেষতঃ জল খাওয়ারি বা কমি কি? আঁব, কাঁঠাল, জাম, কচুরি, জিলাপী, ছেনাবড়া, সন্দেশ, এই কি এক পেটে সামলান যাবে, দুটা পেট কর্ত্তে পাল্লে ভাল হতো।

কাদ।—(বাম হস্তে বসনে বদন আচ্ছাদিয়া মিচ্‌কে হাসিয়া) ওরে শশি তোর জল খাবার এই রিকাবি খান নিয়ে কেন বাহিরে গিয়ে খানা।

শশী।—ইঃ আমি বুঝি এই ছোট রিকাবি নিয়ে যাব।

র-মো।—(স্বগত এতো ভারি গক্র হল দেক্তে পাই) প্রকাশ করিয়া এসো ভাই এসো! এই কথা বলিয়া (পুর্ব্বাস্য পিড়িতে বসিয়া ছোট রিকাবি খানি পরিপুর্ণ করিয়া দিল)।

কাদ।—কি ঠাকুরদাদা আর থাক্‌ল কি? আর দিওনা, শশীকে চাহিয়া, যানা পোড়াকপালে ছোঁড়া যানা, তোর ঢের হয়েছে নিয়ে বাইরে যানা।

শশী।—আমি বাইরে যাব না এখেনে বসে খাব।

কাদ।—(অনেক প্রকার কৌশল করিল কিন্তু শশীকে কোন ক্রমে বাহিরে পাঠাইতে পারিল না) প্রকাশ করিয়া আমার যেমন কপাল! যদি বা কপালক্রমে ঠাকুরদাদার পদার্পণ হয়েছিল কিন্তু ভাল করে জল খাওয়াতেও পাল্লেন না।

র-মো।—আর ভাই এ জল খাওয়া ঢের হলো, কিন্তু সে জল না খাওয়ালে ত প্রাণ ঠাণ্ডা হবে না।

কাদ।—(মিচ্‌কে হেসে শশী পাছে বুঝ্‌তে পারে এই ভাবিয়া) কহিল ওরে শশি, তোরে মা ডাক্‌ছেন শুনে আয় দেখি।

শশী।—আমার খাওযা না হলে যাব না, আগে খাই তবে যাব।

পয়ার।

উভয়ের মনে মনে, হলো যে যাতনা।
দেবতা জানেন আর, জানে দুই জনা॥
মনকথা এ সময়, না হইল যদি।
এমন ঘটনা কি আর, ঘটাবেন বিধি॥

র-মো।—(বিলম্ব হয় পাছে কেহ কিছু সন্দেহ করে, এই ভাবিয়া আর বিলম্ব না করিয়া, জলপান খাইয়া,

তথাচ অধৈর্য্য হইয়া) কহিল ভাই! আসি মনে রেখ।

পয়ার।

রমণীমোহন যদি, বাহিরেতে গেল।
বিরস বদনে শশী, অবাক হইল॥
মনে মনে কত ভাব, ভাবে কত ভাবে।
নাকি জানি শশী প্রতিবন্ধক ঘটাবে॥
আগেতে জানিলে কিছু, হইত উপায়।
হস্তে নিধি দিয়ে বিধি, বিড়ম্বিল হায়!॥
অতঃপর কর্ম্মযোগে, দুই দিন গেল।
প্রত্যক্ষ কটাক্ষ ভিন্ন, কিছু না হইল॥

[ক্রিয়া সমাধানান্তে নিশি প্রভাত সদানন্দ ঘোষের বাটী।]

রমণীমোহন।—ঘোষের পো! কয়েক দিন আসা হয়েছে আর ৺ইচ্ছে ক্রিয়াও বিলক্ষণ সুপ্রতুলহয়েছে, এক্ষণে বাটী যেতে বাসনা করি।

সদানন্দ।—ক্রিয়া সুপ্রতুল হওয়ার মুল আপনি, যেহেতুক আপনি যে রূপ পরিশ্রম করিয়াছেন, বোধ হয় অন্যে হতে কখনই এরূপ হইবার সম্ভব ছিল না, এরূপ চারিদিকে নজর রাখা কার সাধ্য? যে যাহা

হউক কদিন অত্যন্ত কষ্ট গিয়েছে অদ্য অবস্থিতি করিয়া কল্য প্রাতে গমন করিবেন।

[সদানন্দের ভ্রাতস্কন্যা প্যারীর প্রবেশ।]

প্যারী।—কি ঠাকুরদাদা বাড়ি যাবেন নাকি? আজ কখনই যেতে পাবে না, কদিন বড় পরিশ্রম গিয়েছে আজ থাকুন।

র-মো।—(তোরা চায় ভাঙ্গা বেড়া) প্রকাশ করিয়া তবে সকালে সকালে স্নান করে রসুইয়ের উদ্যোগ কর।

রমণীমোহন সে দিবস অবস্থিতি করিল বটে, কিন্তু আশার অনুসার কিছুই হইল না, তবে কত রূপ চিন্তা করিতে লাগিল। কখন বিবেচনা করে প্যারীর দ্বারা কিছু প্রস্তাব করা যাউক, আবার বিবেচনা করে প্যারী অতি চঞ্চলা পাছে প্রকাশ করে ফেলে, ওকে বলা কখনই উচিত হয় না, ইত্যাদি ইতস্ততঃ করিতে লাগিল, ফলতঃ মন অত্যন্ত উচ্চাটন হইল তাহা প্রকাশ করিবার নয়।

[বৈকালে শয়ন হইতে উঠিয়া পূর্ব্বদিককার রকে।]

র-মো।—প্যারি ও প্যারি! একটু জল দিতে হবে, আর একটা পান দিলে দিতেও পার?

প্যারী।—(জল পান লইয়া নিকটে গিয়া) কি ঠাকুরদাদা পটেছে কি?

র-মো।—কি হে পট্‌বে কি? আমি যে কিছু বুঝ্‌তে পা-, চ্ছেন না।

প্যারী।—ঠাকুরদাদা তুমি বল আর না বল, আমি ভাব ভঙ্গিতে বুঝেছি।

র-মো।—(স্বগতঃ যদিচ মনঃক্লেশ হয়েছে বটে, তথাচ একে বলা হবে না, অম্নি ঢাক মার্‌বে) প্রকাশ করিয়া ভাব ভঙ্গিতে কি বুঝেছ হে?

প্যারী।—আর কেন ঠাকুরদাদা তুমি বল্‌বে না, কিন্তু তোমার নামে কাদম্বিনীর লাল পড়ে, বিশেষ বাড়ি থেকে নড়্‌ত না কিন্তু তুমি আসা অবধি এবাড়ি প্রায় ছাড়া হয় না, অধিকন্তু পরশ্ব বল্‌ছিল ভাই ঠাকুরদাদা বেশ রসিক, যে মজার মজার কথা বলেন শুন্তে ইচ্ছে করে।

[কাদম্বিনীর প্রবেশ।]

এই যে তোমার দেখনহাসি এলো।

কাদ।—কিরে প্যারি দিদি কি বল্‌ছিস শুন্তে পাইনে।

প্যারী।—তুই ভাই কি শুন্‌বি? আমাদের দুঃখের কথা আমরাই বলাবলি কর্‌ছি।

র-মো।—কি কাদম্বিনী তুমি কি আমাদের কথা শুন্তে চাও না দেখতে চাও।

কাদ।—ঠাকুরদাদা দুঃখের কথা কি দেখ্‌তে পাওয়া যায়?

র-মো।—ভাই চেষ্টা কল্লেই দুঃখের কথা দেখ্‌তে পাওয়া যায়।

[এইরূপ কথা বার্ত্তা হইতে ২ অন্যান্য গোলযোগে আসর ভেঙ্গে গেল।]

লঘু-ত্রিপদী।

রমণীমোহন, বিচলিত মন,
রজনী যাপন করি।
হেরি অনুপায়, লইয়া বিদায়,
প্রাতে চলে দুঃখ স্মরি ॥
নহে নিবারণ, না চলে চরণ,
মৃদু মন্দ গতি যায়।
গবাক্ষের দ্বারে, উঁকি ঝুঁকি মারে,
ফেরিয়ে পীরিরে চায় ॥
অসুখ মনেতে, ভাবিতে চিন্তিতে,
উত্তরিল বাসা যথা।
যুবক নগর, সহ সহচর,
কালক্ষেপ করে তথা ॥

[রমণীমোহনের কর্ম্মস্থল যুবক নগরের বাসাবাটী নিশি প্রভাত না হইতে।]

বনমালী।—ছোট বাবু ও ছোট বাবু, বলি গা তুলুন, ও ছোট বাবু।

র-মো।—(দুর্গা দুর্গা দুর্গা গাত্রোত্থান করিয়া) কেরে বুনো না কি? কেনরে ভাল ত সব।

বন।—আজ্ঞা হেঁ মশায় সব ভাল, তবে আমাদের গ্রামের সেজো বাঁড়ুয্যে মশায়, বড় চক্রবর্ত্তি মশায়, আর ছোট সরকার মশায় প্রভৃতি এবং মেয়েরা, আরো অন্য অন্য গাঁয়ের মেয়েরা প্রায় ২০।২৫ জন তারকেশ্বর চলেছেন, মশায় কি যাবেন, না হয় কিছু খরচ দিতে হবে।

র-মো।—(স্বগতঃ এওত মন্দ নয়) প্রকাশ করিয়া আচ্ছা চল এই উপলক্ষে তারকেশ্বর দর্শন করিয়া আসি, আর আর সকলে কত দূর?

বন।—বিস্তর দূর নয় এই সকলে অগ্র পশ্চাৎ যাচ্ছেন।

র-মো।—তবে চল, দুর্গা শ্রীহরি (স্বগতঃ হয় ত তারকেশ্বরের পূজা দিব, নয়ত তাগা নখ চুল রাখ্‌ব।

তারকেশ্বর যাত্রা।

পয়ার।

পুজিতে তারকনাথে, একান্ত মনেতে।
সুখে রাত্র অবসানে, গমন করিতে॥
সঙ্গিগণ ক্রমে অগ্র, পশ্চাৎ হইয়া।
ভাগীরথী পার হৈল, তরি আরোহিয়া॥

বৈদ্যবাটী পরিপাটী, করি দরশন।
জাহ্নবীতে স্নান পূজা, করিল তখন॥
রন্ধন ভোজন করি, সতত অস্থির।
সঙ্গিগণ মিলনেতে, হইল সুস্থির॥
গঙ্গাজল লইলেন, পূজার কারণ।
আনন্দে গমন সবে, নহে নিবারণ॥
কোম্পানির রেলওয়ে, দেখে হৈল পার।
গমনে বিমন নহে, আনন্দ অপার।
ডানকুনি জলা দেখে, জ্বলে গেল মন।
রবিতেজে ক্রমে ক্রমে, সুস্থির গমন॥
না জানি গ্রামের নাম, হয় উপনীত।
ডাব খেয়ে মনান্তর, মুদির সহিত॥
অতঃপর কত গ্রাম, করিয়া পশ্চাৎ।
উগ্রচণ্ডা সিদ্ধেশ্বরী, করি প্রণিপাত॥
অচল হইল ক্রমে, চলিতে চলিতে।
সিঙ্গুর নগর পরে, পাইল দেখিতে॥
মনস্থ হইল তথা, থাকিতে শর্ব্বরী।
অবসানে অবস্থিতি, স্মরি ত্রিপুরারি॥
অতঃপর কুশদেব, করে নিবেদন।
মনবাঞ্ছা সিদ্ধি হয়, এই আকিঞ্চন॥

গীত।

তাল আড়খেমটা।

বল্‌ব কি হে তারকপতি। আমি যে মূঢ়ামতি
না জানি ভকতি স্তুতি॥ ধ্রু॥

যোগী না পায় যোগে, যদি পায় কোন যোগে, চিত্ত না ধরে সে যোগে, গোলযোগে গেল মতি। তুমি ভক্তের পতি, অনুরক্তের পতি, দশ রক্তের পতি, তুমি অগতির গতি। লোকে কয় আশুতোষ, যে তোমায় করে তোষ, কর তায় আশুতোষ, কটাক্ষে দীনের প্রতি। দেখে আকুল ভারি, ভয়েতে ভেবে মরি, কুশদেবে কৃপা করি, তরি দিবে এই মিনতি॥

পয়ার।

রজনী বঞ্চিয়া সবে, শিঙ্গুর নগর।
প্রভাতে চলিল সবে, স্মরি বিশ্বেশ্বর॥
নালিকুলে উপনীত, আনন্দিত মন।
তদন্তর রাস্তা ছাড়ি, ডাহিনে গমন॥
অতঃপর কত গ্রাম, কে করে নিশ্চয়।
হড়া দিয়ে হড়াগ্রামে, উপনীত হয়॥
তস্য পর বিশ্বেশ্বর, ভাবিয়া মনেতে।
মৃদু মৃদু গমনে, গমন সকলেতে॥
চটীমুড়া বাসুদেব, পুর পরে পায়।
বিশ্রাম করিয়া তথা, পরাণ জুড়ায়॥
কানাই পুরেতে গিয়া, করি স্নান পূজা।
বালিগড়ি ছাড়ায়ে, দর্শন হৈল ধ্বজা॥
প্রণাম করিয়া সবে, আনন্দিত মন।
সঙ্গে করি নিল রাম, তারক ব্রাহ্মণ॥

শীতল আধারেতে, গুরু বসিয়েছে।
উপনীত হৈল তুই, প্রহর অতীতে॥
চৈতন্যের দোকানেতে, উপনীত হৈল
বিশ্রাম করিয়া মনে, বিষাদ ঘুচিল॥
কুশদেব বলে মন, কি কর কি কর।
পাপের বদন ভরি, ডাক শিবেশ্বর॥

গীত।

তাল আড়খেমটা।

কৃপা কর কৃপাগুণে। আমি হে ভজন পূজন সাধন আবেদন বিহিনে॥ ধ্রু॥
তুমি তারকনাথ, কাশী কৈলাসনাথ, তুমি অনাথের নাথ, এ অনাথ নাথ হীনে। তুমি হীনের গতি, তুমি ক্ষীণের গতি, তুমি দীনের গতি, দীন ক্ষীণ দিনে দিনে॥ যদি হে গুণধাম, দীনে তরাবে লবে নাম, সিদ্ধি কর মনস্কাম, পাবে না আর এমন দীনে। কুশদেব কয় তবে, এই বার বোঝা যাবে, তরাতে পার ভবে, সন্ধ যাবে মনে মনে॥

লঘু ত্রিপদী।

আসিয়া দোকানে, শুনিল শ্রবণে,
মন্দিরে কপাট রুদ্ধ।

না হৈল দর্শন, বিষাদিত মন,
সচঞ্চল হৃদ পদ্ম ॥
দোকান পশ্চাতে, ঘেরা চেতুর্ভিতে,
হর্ষ তাহে গৃহ দেখে।
নারী যত জন, পাইয়া নির্জ্জন,
অবস্থিতি কৈল সুখে ॥
পরে নানা দ্রব্য, আদি হব্য গব্য,
রন্ধনে ভোজন করি।
সদা এই মন, করিব দর্শন,
কতক্ষণে ত্রিপুরারি ॥
হৈল ভাগ্যোদয়, আরতি সময়,
আনন্দে গমন ত্বরা।
করিয়া দর্শন, সফল জীবন,
প্রণমে লোটায়ে ধরা ॥
নিশী আগমনে, হরষিত মনে,
দোকানে গমন করি।
সুখে শিবরাম, করিয়া বিশ্রাম,
পোহাইল বিভাবরি ॥
রবির উদয়, সবে হর্ষ হয়,
পূজীবারে মহেশ্বর।
বৃক্ষ অগণন, চৌদিগে শোভন,
তাল বিল্ল মনোহর ॥
সবে কুতুহল, লয়ে গঙ্গা জল,
পুষ্প বিল্বদল করে।
কৃশদেব কয়, মনস্থির নয়,
কেমনে পূজীব হরে ॥

তাল আড়খেমটা।

কেমনে পুজিব পদ। ভব হে অনিত্য এ চিত্ত না হয় তদগদ ॥ ধ্রু ॥
সতত চঞ্চল, ভ্রমণ অঞ্চল, ভাবে টলাটল, কভু ভাবে গদ গদ। মনে হলে উদয়, অগত্যা গতি হয়, কভু বা ধৈর্য্য নয়, কখন বা নিরাপদ। যদি মন বাঁধ্‌তে পারি, যেখানে মনে করি, তো-মাকে বাঁধ্‌তে পারি, বিরাজমান হও হৃদিহ্রদে। কুশদেব ভাবে মনে, কেমনে বাঁধি মনে, সতত রিপুগণে, ঘটায় পদে বিপদ ॥

দীর্ঘ-ত্রিপদী।

পুজা আদি সমর্পিয়া, মনে হরষিত হৈয়া,
সভায় আসিয়া উপনীত।
পুলকিত সর্ব্ব জন, কেহ ভাবে মনে মন,
ধম্মার কি করিব বিহিত ॥
অবশেষে উপদেশ, পায়ে তথা সবিশেষ,
হবিষ্যান্ন করিয়া আহার।
স্ত্রী পুরুষ নয় ব্যক্তি, মনেতে করিয়া ভক্তি,
ধম্মা দিল সম্মুখে তাঁহার ॥

ধন্না দেয় কত জন, সন্ধ্যা করে কোন জন,
নিত্য নিত্য কত আইসে যায়।
দেখি অতি চমৎকার, বিশেষ কি কব তার,
মনমত ফল সবে পায়॥
যতেক শিবের কাছে, ধন্না দিয়ে পড়ে আছে,
আনুসঙ্গি দেখে সর্ব্বক্ষণ।
কি আশ্চর্য্য ধন্য ধন্য, কোন জন অচৈতন্য,
সচৈতন্য আছে কোন জন॥
পড়ে আছে যত জনে, বাসনা কাহার মনে,
ব্যাধি মুক্ত কর ত্রিপুরারি।
কাহার মনেতে আশ, রিপুগণে কর নাশ,
কেহ বা তপস্যা মনে করি॥
কেহ ডাকে উচ্চৈঃস্বর, কোথা হে তারকেশ্বর,
কত কষ্ট দিবে হে আমায়।
এইরূপ জনে জন, কত চিন্তে মনে মন,
কৃশাদেব খেদে কিছু কয়॥

গীত

তাল চিমে তেতালা।

হে তারকনাথ অনাথের পুরাও বাসনা। ভব হে ভব নিকটে, স্তুতি নতি করপুটে, পড়েছি ঘোর সঙ্কটে, পুর্ণ কর কামনা॥ ধ্রু॥
দায় পড়ে সব পায় পড়িতে এসেছি, অধম তারণ ভব তব শরণ লয়েছি, মননে চরণ সার করেছি,

এদেহ দেহ বা লহ ছেড়েছি, কৃপা কর হে শঙ্কর, দিনকর হীনকর, দেখে বুঝি ভোলানাথ কি দেখ না। দেশ বিদেশে হতে এসে যত জন, কেউ বা জরা কেউ আদমেরা কেউ বা সদা জ্বালাতন, ধন্না দিলে কান্না কর নিবারণ, প্রবঞ্চনা করনা হে ত্রি-লোচন, কুশদেব বলে ভবে, নিগূঢ় কথা বলি তবে, রসে বসে থাকে যেন রসনা ॥

পয়ার।

স্থানের মাহাত্ম্য তত্ত্ব, আশ্চর্য্য কথন।
যেহেতু স্থজিত দেব, শুন সর্ব্ব জন।
পূর্ব্বে বন ছিল শুনি, লোকের আননে।
মুকুন্দ ঘোষের গাভী, চরিত কাননে॥
নিত্য নিত্য কাননের, মধ্যে চরে গাই।
গাভী দুগ্ধহীন হয়, গোপ ভাবে তাই॥
তারকনাথের কীর্ত্তি, পাইয়া সন্ধান।
গোপ গিয়া জানায়, নৃপতি সন্নিধান॥
পরেতে পরম্পরায়, হইল প্রকাশ।
নরে পূজা করে যার, যেই অভিলাষ॥
পূজিলে তারকনাথে, পূর্ণ হয় কাম।
ব্যাধি মুক্ত হয় সদা, উচ্চারিলে নাম॥
একান্তে যে জন ত্যাগ, নখ চুল রাখে।
রোগেতে ভোগিতে কভু, নাহি হয় তাকে॥
ধন্না দিলে অবহেলে, পূর্ণ মনস্কাম।
ভক্তজনে মুক্ত লভে, তুচ্ছ কাশীধাম॥

মহান্ত শ্রীমন্ত অতি, মূলাধার জিনি।
আশুতোষ দয়াময়, আশুতোষ তিনি॥
সদানন্দ সমতুল্য, সদানন্দ প্রায়।
সদাশিব সমোধিক, সদাশিব তায়॥
অনাথের নাথ সম, অনাথের নাথ।
অনাথেরে কৃপা যেন, অনাথের নাথ॥
অনাথ তরিয়া যায়, তাঁহার কৃপায়।
সন্ধ্যাতীত গড় করি, তাঁর রাঙ্গাপায়॥
সারি সারি পসারি কি, দেখিতে সুন্দর।
বিদেশী অসুখী নহে, হরষিতান্তর॥
পূজার সামগ্রী যাহা, করে আয়োজন।
দেবোদ্দেশে তত্ত্ব কারু, নাহি প্রয়োজন॥
গোয়ালিনী দুগ্ধ আনে, কি কহিব হায়।
যত চাবে তত পাবে, দিবে সর্ব্বদায়॥
কুশাদের বন্দে দেখি, যত দেবালয়।
কি করিব জেনে শুনে, না পূজিলে নয়॥

গীত

তাল তেলেনা

কৃপা কর হে করুণা ত্রিনয়নে। আমি অতি দীন ক্ষীণ ভজন পূজন হীন দিনে দিন যায় দীন তরিব কেমনে॥ ধ্রু॥

ভব হে ভব হে বড় কঠিন প্রাণ, সভয় হয়েছি অতি অভয় কর প্রদান, ভক্ত প্রতি তুমি হে কৃপা-নিধান, এ পক্ষে কটাক্ষে কর সে বিধান, আশু-

তোষ আশুতোষ নামে যেন না হয় দোষ, আমি কি করিব তোষ বচনে। অগতির গতি দীনে কর ত্রাণ, দীনের জননী পতি হীনে কর কৃপা দান, সময়েতে চরণেতে দিবে স্থান, কলঙ্ক হইবে নৈলে স্থানে স্থান, দয়া কর দয়াময়, একে আছি নিরাশ্রয়, ভবাশ্রয় এই কি হয় নিদানে॥

পয়ার।

দক্ষিণাংশে মহেশের, মন্দির প্রধান।
বামভাগে কুটিরেতে, শক্তি অধিষ্ঠান॥
দক্ষিণেতে শোভা করে, মহান্তের গদি।
ভক্তজনে ভোগ পূজা, দেয় নিরবধি॥
মহান্ত দেহান্ত হলে, আছয় বিধান।
সমাধি মন্দির যত, সব বিদ্যমান॥
পুরীহতে পশ্চিম, দক্ষিণে দীপ্তিমান।
পরিপাটী বাটী মহান্তের বাসস্থান॥
অগণন গোধন গোয়াল বাটী পাশে।
পালিয়াছে হব্য গব্য, ভক্ষিবার আশে॥
বহু দুগ্ধবতী গাবী, দেখিতে সুন্দর।
যাইতে নিষেধ নাহি, বাহির অন্দর॥
অতঃপর যত জন, ধন্না দিয়াছিল।
ক্রমে প্রায় সবাকার, প্রত্যাদেশ হৈল॥
স্বপ্ন দেখি তা সবার, আনন্দ হইল।
সদাশিব শিবচন্দ্রে, কৃপা না করিল॥

কুশদেব বলে আর, কি কহিব অন্তে।
বুঝাতে না পারি মনে, ভ্রমি সেই অন্তে॥

গীত।

তাল আড়াখেমটা।

অনাথের নাথ কে বলে। কেবল শুনা আছে কর্ণপথে দেখ্‌তে পাইনে এতকালে॥ ধ্রু॥
যদি সত্য হতে অনাথেরি নাথ, তবে আমা হতে ব্যক্ত হোত থাক্ত না অনাথ, কেবল খাবার ছলে হাবার মত খেয়ে বেড়াও ছলে কলে। আমি বুঝেছি হে সকলি তত্ব, কেবল কর্ম্মফলে ফল দিয়ে তায় জানাও মহত্ব, তবে মিছে কেনে স্থানে স্থানে ঘুরে মরি জলে স্থলে॥

তদনন্তর রমণীমোহন প্রভৃতি তারকেশ্বর হইতে পুনর্গমন করিয়া স্বস্বস্থানে আইলেন বটে, কিন্তু কাদম্বিনী সহ সহযোগ অভাবে অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ মনে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

পয়ার।

ইতিমধ্যে সদানন্দ, ক্রিয়া অবসানে।
অন্ন অন্ন দেনা হেতু, ব্যস্ত সদা মনে॥

হিসাব নিকাশ নাহি, হয় জনে জন ॥
বিশেষ অধ্যক্ষ ছিল, রমণীমোহন ॥
যাইবার তরে তাঁরে, সম্বাদ কহিল।
রমণীমোহন শুনি, আহ্লাদে ভাসিল ॥
বুঝি কালি কুল দেন, ভাবিতে চিন্তিতে।
উপনীত হৈল সদানন্দের গৃহেতে ॥

রমণীমোহন প্রাতে গমন করিয়া রঙ্গপুর রঙ্গভূমি সদানন্দের বাটীতে কর্ত্তব্য কর্ম্ম নির্ব্বাহান্তে স্নান ও জল-যোগ করিয়া পুবের ঘরে তক্তাপোষে শয়ন।

কাদম্বিনী।—(যদিচ ইতমধ্যে দুই তিন বার যাতায়াত করা হইয়াছে, তথাচ এমন নিজ্জন আর হয় নাই, পুবের ঘরের দ্বারে কপাট ধরিয়া দাঁড়াইয়া) মৃদু ২ হাস্য করিয়া ঠাকুরদাদা মহাশয় ভাল আছেন ?

রমণীমোহন।—(উঠিয়া বসিয়া) আর ভাই তুমি কি ভাল রেখেছ, মারা যাই যে তার কি ?

কাদ।—কেন ঠাকুরদাদা আমি কি কল্যেম মারা যাই যে বল্লে যে, কিছু বেয়ারাম হয়েছে না কি ?

র-মো।—তুমি বুঝি কিছু জান্তে পাচ্ছনা, না বুঝ্‌তে পাচ্ছ না।

কাদ।—কেন ঠাকুরদাদা আমি কি জান্‌তে পার্‌ব আর কিই বা বুঝ্‌তে পার্‌ব।

র-মো।—এখন ঠাট ছাড় আসল কথার কি বল, আমাকে দিয়ে ব্যক্ত করাবে তা বুঝেছি।

কাদ।—কেন ঠাকুরদাদা তুমি কি বলছ আমিত কিছু বুঝতে পারিনে, আসল কথা আবার কি?

র-মো।—(স্বগতঃ "দেবা ন জানাগি কুতঃ মনুষ্যং") প্রকাশ করিয়া, আসল কথা এই ভাই একবার নির্জ্জনে সাক্ষাৎ হবার কি?

কাদ।—নির্জ্জন কেন ঠাকুরদাদা এই কোন নির্জ্জন নয়, কি বলবে কেন বলনা।

র-মো।—এখন ঠাট ছাড়না চালাকি ছাড়না সরল হয়ে কথা কও না আর কি খুলে বলতে হবে যেন খুকী হলে যে।

কাদ।—তা বুঝেছি এখন ঠাকুরদাদা তোমার এদ্দূর মতলব, সে ভাই কেমন করে হবে, সে কথা আমায় বলনা, সে কর্ম্ম সুখ্যাতির কর্ম্ম নয়, কি বলেই বা মনস্থ হল তা ভাই আমা হতে হবেনা।

র-মো।—ও সর্ব্বনাশ! কি হে তুমিত অনাসে গাছে তুলে আছাড় মারতে পার।

কাদ।—কেন ঠাকুরদাদা আমি কি কল্লেম, আমিই বা গাছে তুলে আছাড় মারতে পারি কেন?

র-মো।—তোমার কথা শুনে যে অবাক হলেম, আমার আর মুখে কথা সরে না, (কিছু মন ভারি করিয়া) আমি আর কি বলব তোমাদের মেয়ে জাতের ধর্ম্ম কি কি তাওত কিছু বুঝতে পাল্লেম না।

কাদ।—কি ঠাকুরদাদা রাগ কল্লে নাকি? কেন আমি কি করেছি তাওত বুঝ্‌তে পারিনে।

র-মো।—আমি ভাই রাগ করে তোমার কি কর্‌ব, কিন্তু তোমার কথা শুনে আমি অবাক হয়েছি, মনে বুঝে দেখ দেখি তোমার একথা কি বলা ভাল না শোনা ভাল?

কাদ।—সে কি ঠাকুরদাদা এত অধৈর্য্য হয়েছ কেন, আর তোমার এমন ইচ্ছাইবা হয়েছে কেন? সে কর্ম্ম কি হতে পারে,বাপ পিতামহের যে নাম সংভ্রম তাতে কি মুখ তোলা যাবে না মুখ দেখান যাবে, সে মতলব ভাই ছাড় আর কিছু বল, এমনিই ভাই দেখা শুনা আলাপ থাকে সেই ভালই ভাল।

র-মো।—কি ভাই তোমাকে আর কি বল্‌ব, সুধু দেখা শুনা আলাপে কত দিন থাকা যায়, বিশেষ যে কথা বল্লে তা কোন ঘরে কি না আছে।

কাদ।—তা ভাই সকল ঘরে সকল আছে বলেই কি কত্তে হবে, তা ভাই হবেনা সে আশা ছাড় দেখে শুনে যে ভয় হয়, বিশেষ তাও যা হোক্ একটা দায় ভারি শক্ত, সেবার বড় বাড়ীর মেজো কর্ত্তার মেয়ে ৫।৬ মাস চুপি-চাপে রেখে শেষ ফেল্‌বার জন্যে কত লাঞ্ছনা সে কথা বল্‌বার নয়, তা মনে কল্লে গা সিউরে ওটে, গায় জ্বর এসে।

র-মো।—তুমি সেই জন্যে ভাব্‌চ? তার জন্যে ভয় কি আমি পাঁচ সাত রকম ঔষধ জানি, তা আর ভাব্‌তে হবে

না, একটা শুনবে ? অফুলো কদমের বিচি সওয়া ছগণ্ডা, আর নির্ম্মূল করবীর শিকড়, আর খাসী ছাগলের দুধ দিয়ে বেটে চারি দিনের দিন খেলে, এজন্মে আর সে ভোগ ভুগ্‌তে হবে না।

কাদ।—না ভাই তা যা বল অনুগ্রহ করে ক্ষান্ত হলে ভাল হয়, এম্নি ভালবাস ভালবাসি সেই ভাল।

(নেপথ্যে)—ঠাকুরদাদা ঠাকুরদাদা, অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত এসে আহার করুন্।

কাদ।—(পশ্চাৎ চাহিয়া প্যারীকে আসিতে দেখিয়া) তা ঠাকুরদাদা তুমি সে দিন গাম্‌ছা পরে কীর্ত্তনিকে ধুতি দে পালিয়েছিলে কেন ?

প্যারী।—কি রে কাদম্বিনী ? ঠাকুরদাদার সঙ্গে কি কথা বার্ত্তা হচ্ছে রে।

কাদ।—কই দিদি আর কিছু নয় ঠাকুরদাদার সঙ্গে কীর্ত্তনের কথা হচ্ছে।

প্যারী।—কি কীর্ত্তন কল্লে না স্বধু কীর্ত্তনের কথা।

[সকলের প্রস্থান।

পয়ার।

যদিচ সে দিন থাকে, রমণীমোহন।
উভয়ে না হৈল আর, কথোপকথন ॥ ৫

অন্তরে চঞ্চল সদা, উভয়ের মন।
উভয় ভাবয়ে কিসে, হবে সংঘটন।
এত দিন ভাবে ভাবে, এক ভাবে ছিল।
বাড়াবাড়ি হয়ে একি, বিপদ ঘটিল॥
প্রাণ যায় কব কায়, কেইবা উদ্ধারে।
লজ্জা কেহ কেহ কায়ে, কহিতে না পারে॥

অতঃপর রমণীমোহন প্রস্থান করিয়া পরে কয়েক দিবস অন্যান্য ছলে ঐ গ্রাম এবং ঐ পাড়া দিয়া যাতায়াত এবং আর এক নিশিও দর্শন করিল বটে, কিন্তু আশার সুসার না হওয়ায় সতত চিন্তাযুক্ত হইয়া কাল যাপন করিতে লাগিল।

পয়ার।

এক দিন নিশিযোগে রমণীমোহন।
সাহসে করিয়া ভর হইল মগন॥
আহার করিয়া অতি সত্বর হইল।
শ্রীদুর্গা বলিয়া পরে গমন করিল॥

রমণীমোহন রঙ্গভূমে গদাধর সেনের বাটীর পূর্ব্বদিগে গলি দিয়া বাটীর ভিতর প্রবেশ করিয়া ঢেকীশালে অবস্থিতি, এবং উত্তর ঘরে মনুষ্যের চৈতন্য থাকা বুঝিতে পারিল।

পয়ার।

রমণীমোহন তথা, চিন্তে কত মত।
কি করিব কি হইবে, সদা উৎকণ্ঠিত॥
হিয়া গুরু গুর করে, উরু দুরু দুর।
কভু ভাবে দৃষ্ট কর, আঁধারে ঠাকুর॥
পূজা দিব কালিঘাটে, আর গজস্কন্ধ।
মনস্কাম সিদ্ধি কর, বাবা পঞ্চানন্দ॥

এইরূপ ভাবিতে চিন্তিতে একখানি পিঁড়ি প্রাপ্ত হইয়া কিঞ্চিৎ উত্তোলন করিয়া দুই বার ভূমিতে নিক্ষিপ্ত করিল।

(নেপথ্যে উত্তর ঘরের ভিতর)—ওরে কিসের শব্দ হয় রে? বুঝি কোন পোড়াকপালেরদের গরু এসে চালায় ঢুকে ভিজান ধান খাচ্চে।

[এই সময়ে আর একবার পিঁড়ি পতন।]

কাদ।—(সত্বর হইয়া রুদ্ধ কপাট খুলিয়া দ্রুতগতি) দূর হ রে সর্ব্বনেশেদের গরু দূর হ, রেতের বেলাও পোড়া লোকেরা গরু বাঁধে না।

এই রূপ বক্তে বক্তে চালা ছাড়াইয়া গরু না দেখিয়া পুনর্গমন সময়ে।

র-মো।—(যা কর জয়দুর্গা বলিয়া বাহির হইয়া সম্মুখ-বর্ত্তী কাদম্বিনীর হস্ত ধরিয়া মৃদুস্বরে কহিল) আমি ভাই ঠাকুরদাদা।

কাদ।—(কিঞ্চিৎ সিহরিয়া মৃদুভাবে) কেও ঠাকুরদাদা ও সর্ব্বনাশ ! এই ধারা শ্রাবণ মাস মেঘ অন্ধকার রেতে টীপ২ করে বৃষ্টি হচ্ছে, কোলের মানুষ টের পাওয়া যায় না, কোত্থেকে এলে বল দেখি ?

র-মো।—(শরীর কম্পন আধ আধ মৃদু ভাবে) আমি ভাই কর্ম্মস্থল যুবক নগর থেকে এলেম।

কাদ।—ও হরি ! এক কোশ দেড় কোশ পথ এই আঁ-ধারে একলা এলে, তোমাকে ধন্য, তোমার সাহসকে ধন্য, সে যা হোক্ ঐখানে একটু বস, আমি এখন ঘরে যাই, মা, শশী প্রভৃতি ঘুমালে আস্‌ব।

কাদম্বিনীর প্রস্থান।

পয়ার

রমণীমোহন পরে, পিঁড়িতে বসিল।
নানা মতে নানা চিন্তা, করিতে লাগিল ॥
আসিব বলিল ধনী, প্রতীক্ষা করিব।
ঘুমাইলে এ আঁধারে, আঁধারে দেখিব ॥

[এইরূপে চিন্তা করিতেং প্রায় এক ঘণ্টা পরে নিঃশব্দে কাদম্বিনীর প্রবেশ।]

কাদ।—কও ঠাকুরদাদা প্রায় ১১টা কি দুই প্রহর রাত্র হয়েছে, এত রেতে কি মনে করে আগমন হয়েছে।

র-মো।—এত রেতে কি মনে করে তাও কি আবার বল্‌তে হবে? আর বলা কওয়ায় কায নেই ভাই, আমায় চোর বলে করযুগলে বেঁধে শাস্তি দিয়ে বাড়ির বার করে দাও, আমি আঁধারে কাঁদ্‌তেং যাই।

কাদ।—(হাস্য করিয়া) না বল্লে কেমন করে বুঝ্‌ব বা কেমন করেই জান্‌ব, আমি ত গণা গাঁথা জানিনে।

র-মো।—তুমি গণা গাঁথা জান না বটে, বল্‌ব কি একটা বিষয় সন্দেহ হয়েছে, তোমাকে নির্জ্জনে একটা কথা জিজ্ঞাসা কর্‌ব বলে তাই এসেছি, নির্জ্জন ত পাইনে, তবে এখন্ বলি, যদিচ ভাই তোমার সঙ্গে আমোদ প্রমোদ কর্ত্তে অত্যন্ত মন ব্যাকুল ও চঞ্চল হয়েছে বটে, তথাচ আমি জিজ্ঞাসা করি যদি তুমি ধর্ম্ম রক্ষা কর্ত্তে পার তা হলে আমি তোমাকে কিছু বল্‌তে চাইনে, তার কি ভাই স্পষ্ট করে বল শুনে এখনি পটল তুলি।

কাদ।—তুমি যে ঠাকুরদাদা আচ্ছা মজার কথা জিজ্ঞাসা কল্লে, ধর্ম্ম রক্ষা কর্ত্তে পারব কি না তা এখন কেমন করে বল্‌ব, তবে এই বল্‌তে চাই যে আপ্নি ক্ষান্ত হলে ভাল হয়।

র-মো।—বেশ, ধর্ম্ম রক্ষা কর্ত্তে পারবে কি না তা কিছু বলতে পাল্লে না, তবে আমাকে ক্ষান্ত হয়ে এই রেতে আবার একলা যেতে বলছ, তবে একটু বাড়ির বাইরে রেখে এসো, পিঠে বোচকা হাতে হুঁকা পশ্চিম মুখো হাঁটা করি।

কাদ।—তুমি ভাই কেমন লোক? না বলা না কওয়া এই রেতে একেবারে উপস্থিত হলে, হঠাৎ ভাই আমার মনে মনে যে ভয় ভয় করছে। না ঠাকুরঠাদা আমার বড্ডি ভয় করছে, আজ কিছু বল না।

র-মো।—প্রথমে ভাই মনটা ভয় ভয় কর্ত্তে পারে বটে, কিন্তু ভয় ভাঙ্গা হলে আর ভয় থাকবে না, ভয় কি ভাই ইত্যাদি।

পয়ার।

অতঃপর রমণীমোহন কাদম্বিনী।
তিন ঘণ্টা কাটাইল, প্রমোদে রজনী॥
উভয়ের মনস্কাম, সম্পূর্ণ হইল।
উভয় বিচ্ছেদ হেতু, ভাবিতে লাগিল॥
বিলম্বেতে লজ্জা ভয়, চঞ্চল হইল।
মনে রেখ বলি দোঁহে, প্রস্থান করিল॥

[উভয়ের প্রস্থান।

তদনন্তর উভয়ে প্রথমে এমত প্রণয় বর্দ্ধিত হইল যে ৫।৭।১০ দিন মধ্যে সাক্ষাৎ না হইলে নিতান্ত চঞ্চলচিত্ত হয়, কিন্তু ঐ রূপে প্রথম২ ৫।৭ দিন ১০ দিন অন্তর দীর্ঘকাল ভোগ হইয়া পরে ১৫ দিন মাসেক দুই মাস তিন মাস চারি মাস অন্তর মধ্যে মধ্যে সাক্ষাৎ হইয়া কাল যাপন হইতে লাগিল। এদিকে যদিচ রমণীমোহন দীর্ঘকাল সাক্ষাৎ না হইলে বিচ্ছেদ যন্ত্রণা সহ্য করিতে লাগিল বটে, কিন্তু কাদম্বিনীর তত সহ্য না হওয়ায় নিতান্ত ব্যাকুলিতা হৈতে লাগিল, বিশেষ ৪।৫ বৎসর ক্রমে ঐ রূপ ব্যবহার হইয়া শেষে প্রায় ৭।৮ মাস সাক্ষাৎ না হওয়ায় অত্যন্ত দুঃখিত।

[ইতিমধ্যে ২।৩ বৎসরের পরে এক রাত্রে
মিলন সময়ে।]

কাদ।—ঠাকুরদাদা আজ আসা হয়েছে? ভাল হয়েছে, আমার মামার বাড়ি যেতে হবে সেখানে প্রায় মাস দুই থাক্তে হবে, তোমায় ভাই মাঝে মাঝে যেতে হবে, নৈলে মন কেমন ২ কর্‌বে।

র-মো।—কেন হে মামার বাড়ি যেতে হবে কেন? তবে চল না এই যাত্রা শুভ যাত্রা করা যাক্।

কাদ।—না ঠাকুরদাদা তামাসা নয়, মামী দশ মাস পোয়াতি, অবিভাবক কেহ নাই, তাই নিয়ে যাবার জন্যে

লোক এসেছে, তুমি আজ কাল আসিবার শনিবারে
কত করে লোক রেখে দিইছি।

মো।—ও সর্ব্বনাশ! সেত সেই রসিক গঞ্জের কাছে? এখান হতে প্রায় ৭।৮ ক্রোশ পথ হবে, আমি ত বাড়ি চিনিনে কি প্রকারে যাব? তুমি ভাই যেওনা, কোন ছল করে কাটাও।

াদ।—না ভাই না গেলে ভাল হয় না, সকলে মনে কি কর্‌বে? মামীই বা কি ভাব্বেন, কি বলেই বা না যাব। তা ভাই এই আর পার্‌বে না, বরাবর রাস্তা গাড়ি চলে, শনিবারে কুঠী করে গেলে অনাসে সন্ধ্যার মধ্যে অথবা সন্ধ্যের পরেই পোঁছিতে পার্‌-বেন। আর বাড়ির ঠিকানা বলি, মণিপুরের পুল দিয়ে যে রাস্তা পূর্ব্বদিগে গিয়াছে, সেখান হতে পোয়াটাক হইবে কৈবর্ত্ত্য পাড়ার পূর্ব্ব নিজ রা-স্তার ধারে, চণ্ডীমণ্ডপের সম্মুখে পার্শ্বে অনেক নারিকেল গাছ আছে, আর দক্ষিণ ঘরের পশ্চাৎ রা-স্তার উত্তর নয়ানজুলির উপর বাকস বন আছে, সেই খানে গিয়ে ইসারা কল্লেই জান্তে পার্‌ব।

[এইরূপ কথোপকথন ও আমোদ প্রমোদান্তে
রমণীমোহনের।

পয়ার।

অতঃপর কাদম্বিনী, মাতুল ভবনে।
যাইয়া রঞ্জন করে, সুস্থ নহে মনে॥

এখানেতে কর্ম্মস্থলে, রমণীমোহন।
যত দিন গত হয়, মন উচ্চাটন॥
মাসেক হইল গত, ভাবে যুবরাজ।
বারেক না হল খাওয়া, ভাল নহে কায॥
এত বলি গাড়িযোগে, করিল গমন।
সাঙ্কেতিক স্থান পায়, বাকসের বন॥
তথায় যাইয়া যেন, ইন্দ্রত্ব পাইল।
মশা খায না মানায়, আশাতে রহিল॥
কুলদেব বলে ধন্য, মদনের গুণ।
পাড়াগেঁয়ে এ প্রেমের, কপালে আগুণ॥

[বাত্র অনুমান নয়টা, রমণীমোহন কর্ত্তৃক বাটীর ভিতর
ক্ষুদ্র ইষ্টক খণ্ড উঠানে পতন]

কাদ।—(রসুই ঘরের রকে বসিয়া সঙ্কেত বুঝিতে পারিয়া) কহিল মামি রসুই হলো না, না দেরি আছে?

মামী।—হেঁ বাছা! রসুই প্রায হয়েছে দেরি নেই, বাটনা বুটনা দে বেড়ে দিলেই হয়, তোমার মামা কোথায়?

কাদ।—মামা বুঝি এই ভুলু মামাদের বাড়ি, কথা শোনা যাচ্ছে, তুমি ভাত বাড় আমি ডেকে দি।

এই বলিয়া খিড়কী দিয়া বাকস বনে উভয়ের মিলন
এবং গলাগলি হইয়া ফুস্ ফাস্ করিয়া
কথোপকথন

র-মো।—ভাই রে! এও কি কপালে ছিল? তা যা হকু তোমাকে পেলাম না স্বর্গ পেলাম, এখন উপায় কি বল।

কাদ।—তা ভাই উপায় বেশ হবে এখন, তার জন্যে চিন্তা নাই, এখন আহারের কি হবে বলদেখি শুনি।

র-মো।—আহারের দফা ভাই সেরে এসেছি, দোকানে পুরি কচুরি ইত্যাদি বিলক্ষণ হয়েছে তার জন্যে ভাব্‌তে হবে না।

কাদ।—তবে এইখানে একটু থাকুন মামা মামীর খাওয়া হলেই নিয়ে যাব এখন।

র-মো।—ভাই এতক্ষণ বরদাস্ত হয়েছিল, আর ত ভাই মশার কামড় সৈতে পারিনে তার উপায় কি?

কাদ।–(রমণীমোহনের হস্ত হস্তে ধরিয়া পূর্ব্বদিগে প্রাচীরের পার্শ্বে নিয়ে) কহিল ভাই এখানে বড় মশা নেই, আর অধিক ক্ষণও থাক্তে হবে না।

[এই বলিয়া প্রস্থান

পয়ার।

রমণীমোহন ভাবে একি মজা হায় রে।
প্রাণ যাতে মশা তাতে তবু হাসি পায় রে॥
কুশদেব বলে যে যে ভুগেছে এ দায় রে।
সে জানে আর আমি জানি কিবা সুখোদয় রে॥

[অতঃপর আহারান্তে মামা মামী পুবের ঘরে শয়ন
করিলে কাদম্বিনী রমণীমোহনকে লইয়া
পশ্চিমের ঘরে প্রবেশ।]

কাদ।—ঠাকুরদাদা এত দেরি হলো কেন? আপনার বিলম্ব দেখে কত ভাবনা হয়েছিল, রাৎ দিন ভেবে২ আমার ঘুম হত না।

র-মো।—তুমি ত ভাই সহজ কথা বল্লে, আসা কি ভাই সহজ? প্রথমতঃ গাড়ি ভাড়া ৪।৫ টাকা যা হকু, দ্বিতীয়তঃ কেহ না জান্তে পারে, তৃতীয় শনিবার ভিন্ন আসা হতে পারে না, আজ শনিবার কুঠী করে এসেছি, কাল রবিবার পরশ্ব ফিরে রথের বন্ধ, কত ফিকির করে যে এসেছি তা আর বল্‌তে পারিনে, রথ দেখা কলা বেচা দুই হল।

কাদ।—ঠাকুরদাদা বেশ করেছ, তিন রাত্রি থাকা হবে বেশ মজা হবে, এরূপ ঘটনা আমাদের কখনই হয়নাই, দিনমানে বাজারে যোযা করে কাটালেই হবে, তোমায় এখানে ত কেউ চেনেনা, (হাস্য করিয়া) ঠাকুরদাদা সমস্ত রাত বেশ২। রথ দেখা কলা বেচা।

র-মো।—ভাই, থাকি তাতে হানি নাই, পাছে প্রকাশ হয় তা হলে বড় লজ্জা পেতে হবে, সেই ভাবনা।

কাদ।—প্রকাশ আর ভাই কে কর্‌বে? তবে মামী জান্তে পেরেছেন, তাঁকে বারণ করে দেব তিনি কারু বল্‌বেন না।

র-মো।—তোমার মামী কি প্রকারে জাস্তে পেরেছেন? তুমি বলেছ বুঝি? ভাল কর নাই।

কাদ।—আমি ভাই সাধ্ করে বলিনি, কাজেই যে বলতে হল, এবার আমি এখানে এলে মামী যখন তখন বল্তেন যে হেঁ গা কাদম্বিনি! এবার তোমার ভা-বটা কিছু বিরস২ দেখ্‌চি কেন? সে রূপ হাসি খেলি যে দেখিনে? তার পর তোমার সঙ্গে ঘঠনার কথা বল্‌তে হল, আমি আর না বলে থাক্তে পাল্লেম না, তিনিও তোমার কথা শুনে কত আমোদ কর্ত্তে লাগ্‌লেন।

র-মো।—তোমার মামী বুঝি আমুদে ভাল, তার বয়েস কত হে?

কাদ।—মামী ভাই বেশ আমুদে মানুষ, তবে একটু দুঃখ হয়েছে বটে, আমি এলে দিন আষ্টেক পরে এক মৃত ছেলে প্রসব করিয়াছিলেন, তাঁর এই দুইবার ঐ রূপ হওয়াতেই মামা ও মামী দুঃখিত আছেন, কত ঔষধ পালা কর্ত্তেছেন, সাফরিদের মালা দেওয়া হয়েছে আর বাবা পঞ্চানন্দ ষষ্ঠী ও কালীঘাটের কালিকে মোগ, দাওয়ান যোড়া ছাগল মানা হয়েছে মামা মামী আমাকে বেশ ভাল বাসেন, মামা আ-মাকে মা বৈ আর বলেন না, মামীর বয়েস আ-মার মত।

র-মো।—(ভাবিত হইয়া মনে মনে আমি এসেছি মা-মীকে কখনই বল্‌তে ছাড়্‌বে না, মেয়ে মানুষ প্রকাশ

কল্লে পেঁচে পড়্‌তে হবে, আজ কাটালে আর থাকা হবে না, এখন একেও বলা হবে না এই ভাবিয়া) কহিল সে যা হোক্ তোমার বাড়ি যাওয়ার বিলম্ব কি, আর এখানে থাকারি বা আবশ্যক কি?

কাদ।—আর ভাই এখানে কি সাদ করে আছি আর বড় দেরি হবেনা, বাড়ি গে বন-ভোজন কর্‌ব।

পয়ার।

এই রূপ গল্প সল্প, যাহা আকিঞ্চন।
উভয়ে আনন্দে নিশি, করিল বঞ্চন॥
পূর্ব্বে না হইল হেন, উভয় মিলনে।
জাগিয়া পোহায় নিশি, নানা আলাপনে।
যেই তোপ পড়ে সেই, রমণীমোহন।
বাহির হইয়া দ্রুত, করিল গমন॥
ভাবিল এখানে আর, অনুচিত আসা।
কি জানি প্রকাশ করে, স্ত্রীলোকের ভাষা।
এত ভাবি গাড়িযোগে, করিল গমন।
বাসায় আসিয়া থাকে, সচঞ্চল মন॥
কত দিনে কাদম্বিনী, এলে পিত্রালয়।
উভয় মিলনে হয়, সুস্থির হৃদয়॥
তার পর ক্রমে ক্রমে, রমণীমোহন।
যাতায়াতে কষ্ট বোধ, হইল যখন॥
যাইতে অলস আর, তত মন নাই।
কুশদেব বলে হায়, বলিহারি যাই॥

[অতঃপর রমণীমোহনের বাটী শ্যামা পূজা উপলক্ষে
নিমন্ত্রণ ছলে প্যারী কাদম্বিনী উপস্থিত।]

পয়ার।

পূজা বাড়ি মজা বড়, আনন্দিত মন।
দিবা নিশি আইসে যায়, কত লোক জন॥
উভয়ে চঞ্চল সদা, মিলন অভাবে।
কেমনে মিলন হবে, মনে সদা ভাবে॥

নিরঞ্জনের নিশি উপস্থিত নিশীথ সময় উভয়ে মিলন (গাই গোয়ালায় পিরীত থাকলে গঙ্গাজলে ডুব।)

কাদ।—ঠাকুরদাদা একেবারে নিষ্ঠুর হয়েছ? তা যা হোক্ হয়েছ২ এখন আমার উপায় কি? আর ত ঘরে থাক্তে পারিনে।

র·মো।—আর ভাই, নানা কর্ম্মে ব্যস্ত হয়েছি সুতরাং অনেক দিন আর সাক্ষাৎ হয় নাই বটে, তা এখন হয়েছে কি ঘরে থাক্তে পারনা কেন?

কাদ।—এখন নানা কর্ম্মে ব্যস্ত হবে বৈ আর কি, কিন্তু মনে করে দেখ, রাত দিন জ্ঞান ছিলনা সে কথা এখন থাক, আমি আর গঞ্জনায় বাঁচিনে।

র-মো।—কেন হে কিসে গঞ্জনা হয়েছে, কি রূপ ঘরেঃ না পারে পরে ?

কাদ।—এখন তোমার রহস্য ছাড়, ভাল লাগেনা দুঃখের কথা কি বল্‌ব একে ত অনেক দিন তোমার দেখা পাইনে আবার সেই যে পোড়ারমুখো গোপালে, ঈশ্‌নে, কৈলিশে, তাদের মা তাদের মাথা খেয়ে, আমার সঙ্গে মলো, তার জন্যে নালিশ ফরেদ হয়ে গেল, এখন ছেলে, বুড়, এণ্ডা, বাচ্ছা, বাপ মা পর্য্যন্ত সেই গঞ্জনা দেয়, ঘরে থাক্‌লেও জ্বালা বেরুলেও জ্বালা, সুতরাং আমি তা আর সহ্য করিতে পারিনে, এখন একটু ঠাঁই দেওগে তোমার নিকট থাকি।

র-মো।—সে কিহে? তোমার কথা শুনে যে অবাক হলেম তাও কি কখন হয়, তোমার পিতৃ পিতামহের এমন নাম সংভ্রম এককালে ভাসাবে অমন কথা বলনা।

কাদ।—না ভাই, সে জন্যে তুমি আর আমাকে নিষেধ করনা, যদি স্বীকার না কর তবে আমি আত্মঘাতি হব, কোন ক্রমে আর আমি ঘরে থাক্তে পারিনে, কেবল তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ না হওয়াতেই কত কষ্টে দিন গত কচ্ছি।

র-মো।—(স্বগতঃ এত মন্দ নয় যা হোক্ এক্ষণে নিরস্ত করা উচিৎ ভাবিয়া) কহিল আচ্ছা ৫।৭ দিন যো যা করে কাটাও আমি আর মঙ্গলবারে রাত্রে তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌ব।

কাদ।—যাবে ত বল্লে, কিন্তু আমাকে নিয়ে যাবে কি না তা মাথায় হাত দে বল।

র-মো।—(স্বগতঃ কি করি ফলতঃ যা হোক্ এখন ত কাটাই) মাথায় হাত দিয়া তোমাকে নিয়ে যাব বৈকি হে, কিন্তু একটা কথা বলি কি, জানি যদি কোন ক্রমে কোন বাধায় যেতে না পারি তবে উতলা হইওনা, পরে অবশ্যই যাইব, আমি না গেলে কখনই ঘরের বার হইওনা ২ তা হলে বড় পেঁচে পড়বে।

পয়ার।

অতঃপর যোগে যাগে, নিশি পোহাইল।
ক্রমে ক্রমে সকলেতে, প্রস্থান করিল॥
কর্ম্মস্থলে গেল পরে, রমণীমোহন।
কাদম্বিনী গৃহে গিয়া, সদা উচ্চাটন॥
ভাবে মনে সে নিশি, আসিবে কতক্ষণ।
নিষকুন্তি মন প্রায়, গৃহেতে বঞ্চন॥

[মঙ্গলবারের নিশি প্রভাত, রমণীমোহনের বাসাবাটী বৃদ্ধা নাপ্তিনী প্রবেশ।]

নাপ্তিনী।—হেঁগা রমণীমোহন বাবু কৈ গা তিনি কি এখানে আছেন?

র-মো।—ওগো তুমি কে গা বাছা! এখন কোত্থেকে এলে গা?

না।—ওগো তুমি বুঝি রমণীমোহন বাবু? একটা কথা বল্‌ব নিৰ্জ্জনে শুন্তে হবে।

র-মো।—(উঠিয়া ঘরের পার্শ্বে নির্জ্জনে) কেন গা তুমি কি বল্‌বে বলদেখি শুনি।

না।—(আস্তে২) হেঁগা কাল যাব বলে যাওনি কেন? কাদম্বিনী অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে আমাকে পাটিয়ে দিয়েছে।

র-মো।—(স্বগতঃ ও সর্ব্বনাশ! সর্ব্বনাশী বুঝি লেটা বাদালে) প্রকাশে তা আচ্ছা তাকে বল আজকে যাব, কিন্তু আমি না গেলে যেন কিছু না করে।

নাপ্তিনীর প্রস্থান।

লঘু-ত্রিপদী।

রমণীমোহন, মন উচাটন,
সতত চঞ্চল হৈল।
যাহা উপস্থিত, কি করি বিহিত,
এরূপে দিবস গেল॥
রজনী হইল, মনেতে চিন্তিল,
শেষেতে করিল স্থির।

না যাব রজনী, কাদম্বিনী ধনী,
কভু না হবে বাহির ॥

এইরূপ চিন্তা করিয়া ক্রমে বিস্মরণ হইয়া দিন যাপন করিতে লাগিল।

পয়ার।

এখানেতে কাদম্বিনী, হইয়া অস্থির।
বোচ্‌কা বিড়ে বেঁধে ধনী, হইল বাহির ॥
নিশীথ সময় ঘোর, দেখি ভয় মনে।
আরো চিন্তা না দেখিয়া, রমণীমোহনে ॥
কি করিব কি হইবে, ভাবিতে লাগিল।
আর না ফিরিব বলি, সাহস করিল ॥

[কাদম্বিনী নাপ্তিনীর গৃহে প্রবেশ।]

কাদ।—(ঘরের দ্বারে দাঁড়াইয়া আস্তে২) ও ঝি, ঝি ওগো নাপ্তিনি ঝি, এত ঘুম গা ? একবার ওঠ্‌ না।

না।—এত রেতে কে গা, কাদম্বিনী নাকি ? কেন গা।

কাদ।—ওগো ঝি ! তুমি উঠে একটু বাইরে এসো, একটা কথা বল্‌ব।

না।—(দ্বার খুলিয়া) কেন গা কি হয়েছে? এত রেতে আবার কেন কি বল্‌বে? এমন পাগ্‌লির বেটী পাগ্‌লি ত দেখিনি।

কাদ।—সেই যে বাবু আস্‌বেন বলেছিলে এখন ত এলেন না, তাঁর বাসায় আমাকে নিয়ে যেতে হবে।

না।—ও সর্ব্বনাশীর বেটী সর্ব্বনাশি। তখন তোর নিতান্ত কাকুতি মিনতি দেখে গিইছিলেম, তোকে সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়া, তা আমা হতে হবেনা, তা হলে কি আমি এখানে বাস কর্ত্তে পারব, না ঘরে থাক্তে পার্‌ব?

কাদ।—হেঁ গো ঝি তোমার পায় পড়ি, তুমি আমার ধর্ম্মের মা, তোমাকে কাপড় দেব দুটো টাকা দেব তুমি সেই বাসাটী দেখিয়ে দিয়ে চলে এসো, আমি কারু সাক্ষাতে বল্‌ব না।

না।—না বাছা তা আমা হতে হবে না, তুমি ভালই বল আর মন্দই বল আমি সঙ্গে যেতে পার্‌ব না, আবাগের বেটী কিছু গঞ্জনা হয়েছে বটে? তা বলে কি ঘরের বার হতে হয়, না পা উঠতে হয়, তাতে কি জাত থাক্‌বে? তোর বাপের এই মস্ত নাম সংভ্রম একেবারে ডুবুবি, আর লোকেই বা কি বল্‌বে?

কাদ।—(স্বগতঃ যখন ঘরের বার হয়েছি তখন আর ঘরে ত যাব না, তবে যদিচ এখন যুবক নগরে যেতে এই রেতে সাহস হয় না, বিশেষ বাসা চিনিনে, তখন

আমাদের গাঁয়ের খুদী বৈষ্ণমী যে নূতন গঞ্জের উত্তর রাস্তার ধারে ঘর বেঁধে রয়েছে, গঙ্গাস্নানে যাতায়াতের সময় দেখে এসেছি, হদ্দ আদ কোশ টাক্ হইবে সেইখানে যাই তার পর যা থাকে কপালে) এই ভাবিয়া নাপ্তিনীকে প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়া সেই অন্ধকারে প্রস্থান করিয়া উর্দ্ধশ্বাসে দ্রুতগতি খুদী বৈষ্ণমীর দ্বারে উপনীত।

কাদ।—(গদগদ স্বরে) দিদি ও দিদি ওগো বৈষ্ণমী দিদি : ওটে গো ও গো শিগ্‌গির ওটো।

বৈষ্ণমী।—কেরে দিগম্‌নি বটে? অমনতর হাঁস্ ফাঁস্ কচ্ছিস কেন লো, মার ধোর করেছে নাকি?

কাদ।—না গো দিদি আমি দিগম্বরী নই, বাহিরে এসো বলি আমি কাদম্বিনী।

বৈ।—(ব্যস্ত হইয়া দ্বার খুলিয়া) কেরে গদা কাকার মেয়ে কাদম্বিনী, এত রাত্রে কেনরে?

কাদ।—(কথা কহিতে না পারিয়া রোদন করিয়া অঞ্চলে চক্ষুর জল সম্বরণ করিতে করিতে কোঁস২ করিতে লাগিল।)

বৈ।—হেঁরে কাদম্বিনী কি হয়েছে কি, কাঁদছিস্ কেন? আমার মাথার দিব্বি লাগে কি বলদেখি শুনি।

কাদ।—(রোদন করিতে করিতে আস্তে২) দিদি আমি আর ঘরে থাক্তে পারিনে, আমার বড় লাঞ্ছনা হয়েছে।

বৈ।—ও সর্ব্বনাশী পোড়ারমুখী ! তুই বলিস্ কি ? অমন কথা বলিস্‌নে২, চল্২ এখনি চল্ তোরে ঘরে রেখে আসি।

কাদ।—না দিদি, আমি আর বাড়ি যাবনা, আমার যা থাকে কপালে তাই হবে, নৈলে গলায় দড়ি দে মর্ব।

বৈ।—ওরে পোড়াকপালি, তুই গলায় দড়ি দিয়ে মর, গলায় ছুরি দে মর, জলে ডুবে মর, সেও ভাল তবু ঘরের বার হস্‌নে রে ঘরের বার হস্‌নে।

কাদ।—দিদি, যা তা বল ঘরে যাব না, বল্‌ব কি ঘরে পরে গঞ্জনা কত বরদাস্ত কর্‌ব, আমি আর সৈতে পারিনে।

বৈ।—ওরে হাবি দিনকত বরদাস্ত কল্লে এর পর এত থাক্‌বে না, এ বয়েসে যা তা কর ঘরে থাক্‌লে শেষটা কষ্ট পেতে হয় না, তবে বলি শোন দুঃখের কথা শোন একটু স্থির হয়ে শোন সংক্ষেপে বলি।

কাদ।—বল্‌বে আর কি, আমার আর কিছু শুন্তে ইচ্ছে করে না।

বৈ।—ওরে সর্ব্বনাশী তবু শোন, কিছু বলি শোন, একটু মন দিয়ে শোন। আমাদের বাড়ি যাত্রার দল নিত্য সন্ধ্যার পর বস্‌ত, নবে বলে সর্ব্বনেসের নাচনা গাওনা শুন্তে শুন্তে কেমন মন খারাপ করে ফেল্লে, তার পর জানা জানি হয়ে ভাই এক দিন মেজ্ দাদা যে মার মাল্লে একেবারে হাড় চূর্ণ করে

দিলে, যদি ভাই সঙ্গে থাকি তবে এ ভোগ ভুগ্‌তে হয় না, তার পর ভাই না করেছিলাম এমন সামগ্রীই নয়, দেখে থাক্‌বি? গহনা তৈজষ পত্রাদি রাখবার স্থান ছিল না। টানা টানি হতে আবার ক্রমে ক্রমে পেটের জ্বালায় বেলকুল খুইয়ে আজ কাল ভাই এমন হয়েছে যে, বোধ হয় তুই এক দিন টুক্কি হাতে করে না বেরুলে হাঁড়ি সিকেয় ওঠে, তাই বলি ভাই এমন সব করনা২ এখন আমার সঙ্গে চল তোরে বাড়ি রেখে আসি কেউ জান্তে শুন্তে পারবে না।

কাদ।—তুমি দিদি যে সকল কথা বল্লে সকলি শুন্‌লেম, এবং আমিও খুকী নই বুঝ্‌তে পারি, কিন্তু আমাকে কি ভুতে পেয়েছে আমার গলায় ছুরি দাও সেও ভাল তবু বাড়ির নাম কর্ত্তে যেন গায় আগুন জ্বেলে দেয়।

বৈ।—তোর নেহাত কপাল মন্দ, নৈলে তোর যখন এমন বুদ্ধি হয়েছে তখন আর কি বলব, তবু বলি চল চল তুই বাড়ি চল, সেবার যেমন তোর মামার বাড়ি গিয়ে পাঁচ ছয় মাস ছিলি, নয় সেই রূপ গিয়ে সেই খানে কিছু দিন থাক।

কাদ।—দেখ দিদি, আমার মৃত্যু হওয়া ভিন্ন আর কিছু ভাল লাগে না, সেবার মামাদের বাড়ি গিয়ে দেখেছি কেমন হয়েছে সেখানেও স্থির হয়ে থাক্তে পারিনে যেন বাড়ির বার হলেই বাঁচি।

এইরূপ কথা বার্ত্তা কহিতে২ রজনী প্রভাত।

[কাদম্বিনীর পিতা প্রভৃতি তিন চারি জন প্রতিবাসী সমভিব্যাহারে তল্লাস করিতে২ উপস্থিত।]

কাদ।—(পিতা প্রভৃতিকে দৃষ্টি করিয়া ম্রিয়মানা হইয়া অধঃ বদনে রোদন করিতে লাগিল।)

গদাধর।—হেঁ গা বাছা! তোমার এমন জ্ঞান বুদ্ধি হয়ে একেবারে আমাদের মুখে আগুন দিতে উদ্যত হয়েছ? তা এখন চল বাছা বাড়ি চল আর তোমায় কিছু বল্‌ব না।

কাদ।—(নিরুত্তরে ফোঁস্২ করিয়া রোদন করিতে লাগিল।)

বৈ।—খুড়া মহাশয় আমি এমন দায় কখন ঠেকিনি, বোধ হয় রাত দুই প্রহর দুইটার সময় এসেছে, সমস্ত রাতটে কত করে বুঝিয়েছি সর্ব্বনাশীর কি রাগ ধরেছে কোন প্রকারেই রাগে আস্তে পাল্লেম না, আমি এখন বল্‌চি চলরে চল তুই যাতে ভাল থাকিস তাই করে আসব (এই বলিয়া কাদম্বিনীর হস্ত হস্তে ধরিয়া) আমার দিদি না ভাল, আমার মাথা খাস্ চল দিদি চল তোমাকে বাড়ি রেখে আসি, তুমি এই সকাল বেলা বাড়ি থেকে বেরিয়েছ তা ভাব্‌না কি?

একি শুনি আচম্বিত, প্রাণ শিহরিল।
একেবারে সর্ব্বনাশী, কুলে কালি দিল॥

[এই রূপ ভাবিতে চিন্তিতে পুনরায়
মহেন্দ্রের প্রবেশ।]

মহে।—মহাশয় আমি চারিটার ছুটীর পর পড়িয়া যাইতে-
ছিলাম, কাদম্বিনীও আসিতেছিল, ধোপা পুকুরের
উদিগে আমাকে দেক্তে পেয়ে সঙ্গে করে এনেছে।

র-মো।—(অত্যন্ত উচ্চাটন হইয়া) কাদম্বিনী তোমায় সঙ্গে
করে এনে কোথায় আছে ?

মহে।—সে ঐ কালী বক্সির বাসার উত্তর রাস্তার ধারে
বাগানে দাঁড়িয়ে আছে।

র-মো।—(অত্যন্ত চঞ্চল চিত্তে অধীনাকে কহিল) ওগো
দাসের ঝি, ঐ রাস্তার ধারে বাগানে যে মেয়ে মা-
নুষটী দাঁড়িয়ে আছে এখন তোমার বাড়ি ডেকে
নিয়ে যাও, বল রাত্রে সাক্ষাৎ হবে।

[সকলের প্রস্থান।

[নিশিতে উভয়ের মিলন।]

কাদ।—(রমণীমোহনের ক্রোড়দেশে মস্তক প্রদান পুর্ব্বক
রোদন করিতে ২ গদ্গদ স্বরে) তুমি যাব বলে গেলে
না এত নিদয় হয়েছ কেন ?

র-মো।—তোমার যে এদ্দুর মনস্থঃ হয়েছিল [illegible] অগোচর, আমি তামাসা এবং মন বোঝবার জন্যে বলেছিলে বিবেচনা করিয়াছিলাম, তুমি যে ঘরের বার হয়েছ একি ভাল কর্ম্ম করেছ? ভাল কর্ম্ম কর নাই, তোমার বাপের নাম সম্ভ্রম তুমিও বুদ্ধিমতি বটে, এককালে কি বংশে জলাঞ্জলি দিলে, তা যা হোক আমাকেও দশ জনে জানে শোনে, আমাকে কি বল্‌বে, এখন চল তোমাকে বাড়ি রেখে আসি সকল দিগ বজায় থাক্‌বে।

কাদ।—না ভাই, তুমি আর আমাকে বাড়ি যাওয়ার কথা বল না, আমি ঘরে পরে বড় গঞ্জনাতেই ঘরের বার হয়েছি, নৈলে আমি কি কিছু বুঝতে পারিনে সকলি জানি, কি করি নিতান্ত জ্বালাতন হয়েছিলাম তাই আত্মঘাতি না হয়ে এই কর্ম্ম করেছি, এখন তুমি হর্ত্তা তুমি কর্ত্তা তুমি যা কর, আমি আর কিছু জানিনে, আর তোমারি বা বদনাম হবে কেন তুমি যে আমাকে বার কর নাই তা সকলে জেনে গিয়েছে, বিশেষ থানার কাছারি ও জমীদারের কাছারী পর্য্যন্ত হয়ে গিয়েছে।

র-মো।—জানা জানি কি রকম হয়েছে, আর তুমিই বা একলা বেরুলে কেমন করে না সঙ্গি পেয়েছিলে, সঙ্গি না পেলে কি মেয়েমানুষের এত সাহস হয়।

কাদ।—তা তুমি যা ভাব আর যা বল যা কও, আমি ত দুপর রাত পর্য্যন্ত তোমার যাওয়ার আশা করেছি-

লাম, তার পর তোমার দেখা না পেয়ে দু-তিন বার ঘর বার যাতায়াত করে নাপ্তিনী ঝির বাড়ি গিয়ে এখানে আস্‌বার জন্যে কত সাধাসাধি কল্লেম, কোন মতে রাজি না হওয়ায়, যা থাকে কপালে বলে সাহসে ভর করে বৈষ্ণবীর বাটী যাই, তার পর বাবা সদানন্দ মামা প্রভৃতি এসে বিস্তর বুঝাইতে ও লইয়া যাইতে চেষ্টা করিল, শেষ তাঁরা নিরাশ হইয়া গেলে কদিন অস্থির হয়েছিলাম, বৈষ্ণবীকে বলেছিলাম সেও কিছু মনোযোগ না করায় আজ নিতান্ত ব্যাকুল হয়ে থাক্তে না পেরে এসেছি, ভাগ্যিস মহেন্দ্রের সঙ্গে দেখা হয়েছিল নৈলে কত ঘুর্‌তে হতো, এখন উপায় আপার কর।

র-মো।—যা হয়েছে তা হয়েছে, এখন আর চারা নাই কলে ভাল কর্ম্ম কর নাই, এখন আমি বলি কি সেই বৈষ্ণবীর বাটীতে দিনকত কাটাও পরে বিবেচনা করা যাবে নৈলে এখন এখানে আন্‌লে আমার বড় বদ্‌নাম হতে পারে।

কাদ।—আপ্নার যা ইচ্ছে হয়, আমাকে বৈষ্ণবীর বাড়ি রাখুন আর জলে রাখুন, বা জঙ্গলে রাখুন, যেখানে রাখেন সেইখানেই থাক্‌ব, এখন আমি কষ্ট পাই সেও ভাল তাতে হানি নাই, ফলে আপ্নার কোন রকমে কষ্ট না হয় তাই করুন্।

র-মো।—সেই পরামর্শ ভাল, কেন না এখন তোমাকে এখানে আন্‌লে আমার অত্যন্ত দুর্নাম হতে পারে,

সেই জন্য আপাততঃ বৈষ্ণবীর বাড়ি থেকে সেই-খানে একখানা ঘর বেঁধে কিছু দিন থেকে তার পর কোন ছলে আনা যাবে।

কাদ।—আচ্ছা, যাতে আপনার মান থাকে এবং চারিদিগ-রক্ষা পায় সেই ভাল, আমি ত কুল খেয়ে বেরিয়েছি পাছে আপনার নিন্দা হয় সে অত্যন্ত দুঃখের বিষয়।

র-মো।—সে যা হোক্ থানার কাছারী ও জমীদারের কাছারী কি রকমটা হল, আর সেখানে কি রূপে রাত কাটিয়েছিলে?

কাদ।—পোড়াকপাল আর কি! সেখানে রেতে থাক্তে যাব কেন? আমি না থাক্‌লে তারাই বা আমাকে রাখ্‌তে পার্‌বে কেন। আমার তলব হলে বৈষ্ণবী দিদি এক দিন থানায়, এক দিন জমীদারের কাছারী নিয়ে যায়, দুই ঠাঁই দু-টাকা দিয়ে কি বলে কয়ে আমাকে নিয়ে এসেছেন।

র-মো।—এর মধ্যে তুমি টাকা পেলে কোথায়, রোজগার হচ্ছে কেমন? যেন আসলে লোক্‌সান হয় না।

কাদ।—"মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল" এঁর ঠাট্টা দেখে আর বাঁচিনে, কেন মায়ের বাক্সের চাবি আমার ঠাঁই ছিল, তাতে গহনা পত্র যা ছিল কিছু ছুঁইনি কেবল ৬টা টাকা মাত্র আনি, তার মধ্যে কাছারী ২ টাকা, আর এই এক যোড়া ধুতি কিনি ২ টাকা, আর ১ টাকা ভাঙ্গিয়ে কদিন চলেছে আর ১ টাকা

আছে, এখন আপনার চরণ শরণ নিলাম আমার আর ভাবনা কি সকল ভাবনা গেল।

[এই রূপ কথোপকথন ইত্যাদিতে নিশি বঞ্চন করিয়া প্রভাত হইতে না হইতে কাদম্বিনীর প্রস্থান।

পয়ার।

প্রভাতে বৈষ্ণবী গৃহে, কাদম্বিনী গেল।
নিশির বৃত্তান্ত সব, পরিচয় দিল ॥
করিল বৈষ্ণবী গৃহে, কাদম্বিনী বাস।
ক্রমে ক্রমে গত হৈল, প্রায় দুই মাস ॥
বৈষ্ণবীর গৃহ পার্শ্বে, বাঁধি এক ঘর।
বৈষ্ণবীর অধীনেতে, থাকে নিরন্তর ॥
অন্তরেতে সুখী বটে, দিন হয় গত।
নানা ভাবে নানা মত, ভাবে কত মত ॥
মধ্যে মধ্যে যাতায়াত, উভয় উভয়।
উভয় চঞ্চল সদা, উভয়ের দায় ॥

[এক রাত্রে রমণীমোহন কাদম্বিনীর গৃহে উপস্থিত সময়ে বৈষ্ণবীর প্রবেশ।]

বৈ।—বাবু আপনি কাদম্বিনীকে আর কত কষ্ট দিবেন, কষ্ট কি শেষ হয়নি ?

র-মো।—কেন কাদম্বিনীর কষ্ট কি? আমি ত কিছুই টের পাইনে।

বৈ।—কাদম্বিনী আপনার সাক্ষাতে কিছু বল্‌তে পারে না, কিন্তু আমার সাক্ষাতে সর্ব্বদা বলে "বাবুর নিকট না থাক্‌লে কষ্ট যাবে না" এবং মাজে মাজে কাঁদা কাটাও করে থাকে, বিশেষ এখন আপ্নি নিয়ে গেলে আপনার বদ্‌নাম হবে না, কেন না এখানে প্রায় ৭।৮ মাস বাস করাতে সে গোল মিটেছে।

র-মো।—কেমন হে কাদম্বিনী কি বল? তবে একটা বাসার ঠিকানা করে নিয়ে যাওয়ার উদ্যোগ করা যাক্।

কাদ।—তা আমি কি বল্‌ব আপ্নার যে মত হয়, আমার কষ্টে হানি নাই, আপ্নার কোন রকমে কষ্ট না হয় তাই করুন্।

র-মো।—যা হোক্ একত্রিত হয়ে কিছু দিন ত আমোদ প্রমোদ করা যাক, তার পর "যৎবিধৌ"।

পয়ার।

রমণীমোহন পরে, প্রস্থান করিল।
বাসায় আসিয়া কত, ভাবিতে লাগিল॥
যদিচ রমণী জাতি, ক্রূরা অতিশয়।
বিলম্বেতে এসে সদা, সেহ ভাল নয়॥

যাতায়াত করিতে, বিশেষ কষ্ট হয়।
অধিকন্তু দেখিতেছি, ছাড়াবার নয়॥
কাযে কাযে কামিনীকে, আনিতে হইল।
এত ভাবি বাসাবাটী, ঠিকানা করিল॥
শনিবার রজনীতে, রমণীমোহন।
পাচকে লইয়া সঙ্গে, করিল গমন॥
উপনীত হৈল যদি, রমণীমোহন।
আনন্দের সীমা নাই, রমণীর মন॥
চলিত সামগ্রী যত, সংগ্রহ করিল।
ঘোড়া গাড়ি ভাড়া করি, তাহাতে পূরিল।
গমনে আনন্দ হাসা, পরিহাস হয়।
যত হাসি তত কান্না, কুশদেব কয়॥

গীত

তাল একতালা।

প্রেমে কর রে যতন। বুঝে সুঝে কল্লে প্রেম না হবে পতন॥ পিরীতি পাদপ ফলে, সুফলে সফল ফলে, এদেহ দেহান্ত হলে, মিলিবে রতন॥ দেখিলাম ঘটে ঘটে, কত মত ঘটে ঘটে, কুশ-দেব বলে নাহি ঘটে, মনেরি মতন॥

লঘু-ত্রিপদী।

রমণীমোহন, মন উচ্চাটন,
যুবক নগর যেতে।
কাদম্বিনী সঙ্গে, নানা রস রঙ্গে,
গাড়িতে পৌঁছিল যেতে॥
বাসা নিরূপণ, করিল যেমন,
অবস্থিতি তথা করে।
রহিল নির্জ্জনে, কেহ নাহি জানে,
ক্রমেতে প্রকাশ পরে॥
রমণীমোহন, লয়ে বন্ধুগণ,
প্রথম রজনী যোগে।
আমোদ প্রমোদে,গীত বাদ্য নাদে,
সংগীত রাগিণী রাগে॥
ক্রমে গত দিন, এক দুই তিন,
চারি পাঁচ ছয় মাস।
স্বজনে নির্জ্জনে, রমণীমোহনে,
সবে করে উপহাস॥

এই রূপ সতত পরত পরস্পর রমণীমোহন স্বীয় অপবাদ শ্রবণ করিয়া দুঃখিত হইতে লাগিল।

[অতঃপর প্রায় আট মাস গত হইলে এক দিন
নিশিযোগে।]

র-মো।—হেদেখ প্রিয়সি! তোমার সহিত প্রণয়ে গৃহে
থাকিতে প্রায় ৫ বৎসর, পরে এক্ষণে প্রায় এক

বৎসরের অধিক কাল যাপন হইল, কিন্তু যদিচ তো-
মার গৃহের বার হওয়া আমার মনস্থঃ ছিল না, তুমি
আপনা হতেই আমার প্রতীক্ষা না করিয়া বহি-
র্গত হয়েছ, তথাচ আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিতে
চাইনে এবং মনস্থঃও নয়, কিন্তু এক্ষণে ঘরে পরে
সতত পরস্ত যে রূপ দুর্নাম শুন্তে পাই (যদিচ অনেকর
ভদ্র লোকের এরূপ আছে বটে) তথাচ আমার
মাথা তুলে বেড়ান, ও মুখ তুলে লোকের সঙ্গে কথা
বার্ত্তা কওয়া নিতান্ত লজ্জাকর হইয়া উঠিয়াছে,
সুতরাং সেই হেতু আপাতত তোমাকে দিনকত
স্থানান্তর রাখ্তে বাসনা করি তাহা হইলে লোকা-
পবাদ দুরিভুত হইলে, পরে কোন নিজ্জন স্থানে
রাখিয়া আমোদ প্রমোদ করিয়া কাল যাপন করিব
তার কি বল।

কাদ।—সে কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করাই বাহুল্য, পূর্ব্বে
বলাই আছে "আমি কষ্ট পাই হানি নাই, আপ্নি
যাতে কষ্ট না পান তাই কর্‌বেন" এক্ষণেও বল্‌ছি
আপনি আমাকে যেখানে যে অবস্থায় রাখ্‌বেন
সেই রূপে থাক্‌ব তার চিন্তা কি? যা ইচ্ছা হয় এই
ক্ষণেই উদ্যোগ করুন্ আমি রাজি আছি।

র-মো।—তবে পরশ্ব শনিবারের রাত্রে যাওয়ার স্থির হল
রসিক গঞ্জে বেচু চাটুয্যের ষ্ট্রীটের মধ্যে ভগী ময়
রাণীর বাটী রেখে আসা হবে, হদ্দ ভাই দুমাসে
অধিক থাক্তে হবে না, ইহার মধ্যে মধ্যেও আ

যাতায়াত করব, কোন চিন্তা করবে না ত্বরায় সঙ্ঘটন হবে, আপাতত কিছু দিন উভয়ের কষ্ট হবে বটে তা কাযেই সহ্য কর্ত্তে হবে, ইতিমধ্যে আমি অতি নির্জ্জন স্থান একটা যোটনা ঘটনা করব।

[রমণীমোহনের প্রস্থান।

[রজনী প্রভাত প্রতিবাসিনী জগদম্বার প্রবেশ।]

জগদম্বা।—কেন বাছা কাদম্বিনী আজকে মনটা ভার২ দেখছি? তোমার মন ত প্রায় এমন দেখিনে, হাসি হাসি বদন খানি বিরস বদন হয়েছে।

কাদ।—(কিঞ্চিৎ হাস্য করিয়া) কৈ গা মাসি আমার বিরস বদন দেখলে কিসে? তবে মাস দুই এখন তোমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে না, বাবুর মত হয়েছে রসিক গঞ্জে থাক্তে হবে, বাবুর বড় লজ্জা পেতে হচ্ছে সুতরাং কাযেই মাস দুই গিয়ে থাক্তে হবে।

জগ।—ও পোড়াকপালীর বেটী পোড়াকপালি! তাই বলতে হয়না? ওরে তোর কপালে যে আগুন লেগেছে তা বুঝি বুঝতে পাচ্ছিসনে, তোর মতন হাবলা মেয়ে ত কখন দেখিনি।

কাদ।—কেন গা মাসি, আমি হাবলা হলেম কিসে, আর আমার কপালে আগুন লাগলই বা কেন?

জগ।—হেদ্দেখ বাছা, তুমি কিছু বুঝ্তে পাচ্ছ না, তোমাকে বাবু রসিক গঞ্জে রেখে এলে কি আর আনবে না মনে কর্বে? তবেই তোর হাতে খোলা পোঁদে মালা সার হবে দেখিস্।

কাদ।—না গো মাসি, তুমি যা ভাব তা নয়, বাবুর অত্যন্ত লজ্জা হয়েছে তাই দিনকত আমায় রসিকগঞ্জে থাক্তে হবে, বাবু আমাকে যে ভাল বাসেন মধ্যে মধ্যে যাবেন বলেছেন, বিশেষ তিনিও মন্দ বলেন্নি, এমন পব্লিক জায়গায় না থেকে কোন প্রাইবেট জায়গায় থাক্লে আমারো হবে তাঁরো লজ্জা পেতে হবে না।

জ।—আঃ আমার হাবা মেয়ে। একি মেয়েমানুষ তা পেটেও যা মুখেও তাই, পুরুষ মানুষ বাছা পেটে এক মুখে আর, মনে আর বলে আর করে আর। বিশেষ গলায় বিষ মাখাতে পাল্লেই বাঁচেন, তুমি ত বাছা কখন ঠেকনি জানও না, এই বয়েসে বাছা ধনরে কত দেখ্লেম কত শুন্লেম, কত ভুগ্লেম কত কল্লেম তা বল্তে পারিনে।

কাদ।—(মেয়ে মানুষ, মনটা ফিরে গেল) হেঁগা মাসি তা কি হবে গা বাবু কি আমাকে ত্যাগ কর্বেন যে ভাল বাসেন, আমার ত বোধ হয় না।

জগ।—তোমার এখন বোধ হবে কেন বাছা, লোকে না ঠেক্লে জান্তে পারে না, ও কথা বলবো কি মা পড়্লে কান্না এসে, এখন ত আমি রাজরাজেশ্ব

কোন লেটা নাই কারো তওকাও রাখিনে, বাছারে ! গদাফাকীর নাম শুনে থাক্‌বি ? আমি ত জানিনে, একবার যুটে গেল আমাকে রাজা করে, উজীর করে, হার দেয়, বাজু দেয়, কত গহনা দেয়, ভাল ভাল কাপড় দেয়, টাকা দেয়, আঙ্গুলি দেয়, কত দেয়, আবার হাতে স্বর্গ দেয়, আর এম্নি ভাল বাসাবাসী যে এক দণ্ড কি এক দিন আমায় রেখে কোথায় থাক্তে পারত না, কিছু দিন থেকে এম্নি সাইজ করে নিদয় হয়ে ফেলে পালাল যে এক দিনের তরেও আর দেখা কল্লে না, কিন্তু অদ্যাপি তার নাম মনে হলে বাছা চোখের জলে বুক ভেসে যায় আর বল্‌ব কি, তাই বলি এখন সতর্ক হ রে সতর্ক হ।

কাদ।—তা হেঁগা মাসি এখন কি হবে গা ? আমি যে স্বীকার করেছি, এখন আর কেমন করে অস্বীকার হব ?

জগ।—ওরে বাছা অস্বীকার হবার হাজার হাজার পথ আছে, তুই যদি না যাস্‌ তবে কারু বাপের সাদ্ধি নেই যে ঘরের বার্‌ করে, তবে হতে পারে যদি রসিকগঞ্জে গিয়ে কোন ভাল রসিকের সঙ্গে মিস্‌তে পারিস্‌ ত ভাল হতে পার্‌বে, কিন্তু এ গুড়ে বালি।

কাদ।—মাসী গো সে আশীর্ব্বাদ কর না, তবে অস্বীকার হবার পথ কি তাই বল।

জগ।—বাছা তবে শোন্‌, রেতে বাবু এলে তুই এক কথা কৈতে কৈতে বল্‌বি যে, একটা স্থানান্তর যেতে হলে

গহনা উপযুক্ত মত খানকত না থাক্‌লে লোকের কাছে দাঁড়ান যাবে না নিন্দে কর্‌বে, যা আছে এ পরে কি মুখ দেখান যাবে. না কথা কওয়া যাবে ? আমার লজ্জা কর্‌বে, তার পর যত দিতে স্বীকার করুন্ না কেন তোর স্বীকার না কল্লেই হলো, মনের মত না হলেই হল আর কতই বা বলব, তৈজষ পত্র থাল, গাড়ু, ঘটী, বাটী, যা মনে উদয় হয় তাই চাবি তাই বল্‌বি, এক স্বীকার হলে আর বল্‌বি, আর স্বীকার হলে অন্য বল্‌বি. তোর মনের মতন না হলে কাযেই তোকে আর ঘরের বার হয়ে রসিকগঞ্জেও যেতে হবে না, বাবুও সুতরাং তোকে এখান থেকে এখন ছেড়ে যাত্তে পার্‌বে না, তা হলে তোর আর কষ্ট পেতে হবে না।

কাদ।—আচ্ছা মাসী বেশ বলেছ, তুমি না থাক্‌লে আমার সর্ব্বনাশ হতো আমি পথের ফকির হতেম, এখন ঘর পেলেম দ্বার পেলেম বাবু পেলেম তোমাদের পেলাম আমার সকল দিগ রক্ষা হল, নৈলে আমি পাথারে ভাস্‌তেম।

জগদম্বার প্রস্থান

[নিশি আগমনে রমণীমোহনের প্রবেশ।]

র-মো।—কি হে কি হচ্ছে? মনে কিছু অসুখ বিবেচনা কর না, কোন ব্যাঘাৎ না হইলে প্রায় প্রতি শনিবারেই সাক্ষাৎ হইবে, তার পর এদিগে গোল মিটে গেলে হদ্দ দুই মাস।

কাদ।—তা বাবু আমি যেতে নারাজ নই, তবে এই সামান্য সামান্য গহনা পত্র পরে ভিন্ন স্থানে থাকা কেমন করে হতে পারে, তা হলে আপনারি লজ্জা পেতে হবে, আমার কি আমাকে দেও২ না দেও২ আমার কিছু মনে ইচ্ছে নেই, তবে কি একটা নূতন জায়গায় গেলে দশ জনে দেক্তে আসবে, তোর কি কি গহনা আছে রে বল্লেই লজ্জা পেতে হবে, মাথা হেট করে থাক্তে হবে তার বিবেচনা করুন্।

র-মো।—(স্বগতঃ গতিক ভাল নয় কিছু ভাবান্তর দেখ্‌চি, বোধ হয় কোন কুপরামর্শ পেয়ে থাক্‌বে, যা হোক্ দেখি ভাবটা কি) প্রকাশ করিয়া যে সকল গহনা আছে তাই বা মন্দ কি, তা যা হোক্ এখন কি কি হলে ভাল হয়?

কাদ।—এখন ভাল দেখে একখানা বাজু, আর ভাল এক ছড়া পাঁচনরে চন্দ্রহার, আর কানবালা অথবা ঝুমকা এই হলেই আর যা যা আছে তাইতে চল্‌বে।

র-মো।—তা আচ্ছা যা বল্লে তা আজকাল হঠাৎ সকল এখানে পাওয়া যাবে না, তবে শুনেছি পাদো সেক-

রার তৈয়ারি চারনরি এক ছড়া চন্দ্রহার প্রস্তুত আছে কাল আনাব, আর টাকা নিয়ে যাব বরং সে টাকা তুমি নিও, রসিকগঞ্জে গিয়ে ভাল দেখে বাজু কান্-বালা ক্রয় করে দিব।

কাদ।—(স্বগতঃ এতেও ত রাজি হল এখন আর কি বলি) প্রকাশ করিয়া, টাকা নিয়ে কি হবে? এখান হতে পরে না গেলে, সেখানে গিয়ে আনালে লোকে কি বল্‌বে? আমার লজ্জা কর্‌বে, না আমি তা পার্‌ব না।

র-মো।—(স্বগতঃ বুঝেছি কে কান ভাঙ্গিয়েছে) প্রকাশ করিয়া, দেখ কাল দিন স্থির করা হয়েছে বিশেষ আর বিলম্ব করা উচিত হয় না, কাল যাওয়া কর্ত্তব্য বরং রসিকগঞ্জে গিয়ে অগ্রে ঐ ঐ গহনা এনে পরে তবে ময়রাণীর বাটী যাওয়া যাবে।

কাদ।—(আর কিছু না বলিয়া কহিল) আচ্ছা তাই হবে, তবে কাল কখন যাওয়া হবে?।

র-মো।—কল্য সন্ধ্যার পর গাড়ি ভাড়া করে রাখা যাবে তার পর দুই প্রহর দুইটা অথবা তিনটার পর রওয়ানা হওয়া যাবে।

পয়ার।

অতঃপর দোঁহে নিশি, বঞ্চন করিল।
প্রভাত হইলে কত, ভাবিতে লাগিল॥
কুশদেন বলে এবে, ভাব আর কি।
সেটা বারানার মূল, জগদম্বা ঝি॥

[প্রভাতে জগদম্বার প্রবেশ।]

জগ।—হেঁগা কাদম্বিনী ঘরে আছ, না রসিকগঞ্জে গেছ? থাক ত এইবেলা দেখেনেই, আর ত হঠাৎ দেখা হবে না।

কাদ।—মাসী এলে গা, এসো বস বাছা এই মোড়াটায় বস, তা বাছা মাসী গো বুঝি আমার কপালে কি আছে বলা যায় না, তোমার কথা আমার শিরোধার্য্য।

জগ।—তা হয়েছে কি? কি কথা বার্ত্তা হল তা বল্‌দেখি আবাগের বেটা শুনি।

কাদ।—শুন্‌বে কি বাছা? আমি যে যে গহনা চাইলাম তাই বাবু দিতে স্বীকার কল্লেন, তবে এখন আর উপায় কি, কাযেই যাবনা আর কি বলে বল্‌ব, মাসী গো আমার কপালে কি আছে বল্‌তে পারিনে, (এই বলিয়া রোদন।)

জগ।—(অঞ্চলে নয়নবারি মুছাইতে ২) কান্না কি গো? এই জন্যে কি কাঁদ্‌তে হয়, আমি থাক্তে তোমার ভয় কি বাছা কাঁদিস্‌নে আর কাঁদিস্‌নে, আমি যা বলি তাই কর্‌বি, কার সাধ্য আছে তোরে নাড়ে, তুই আমাকে কাঁচা মেয়ে মানুষ দেখছিস নাকি? মনে করি ত তোর বাবুকে সাত ঘাটের জল এক ঘাটে খাওয়াতে পারি, তায় কায নেই এখন বাছা শোন ভাবনা কি? ঢাকাই অথবা শান্তিপুরে সাড়ি এক

যোড়া, কাঞ্চন নগুরে থাল, নেপালের গাড়ু, সোনা-য়ের বাটী, গাজীপুরে ঘটী, নাগপুরে হুঁকো, মো-হনপুরে বাক্স, মদনগঞ্জের চাবির ছিক্‌লি, নন্থুরে তাবিজ এই সকল দিব্বি চাবি, তা বাবুও দিতে পা-র্‌বে না তোরও যাওয়া হবে না, আনিয়ে দিব বল্লে শুনিস্‌নে, এই রূপে আজ কাটালে ছমাসের ঘা, তার পর আমি আছি।

[এই বলিয়া প্রস্থান।

পয়ার।

কাদম্বিনী ভাবে মনে, কি হইবে হায় রে।
নিশি দিন তনু ক্ষীণ, ভেবে প্রাণ যায় রে॥
কুশদের দলে ধনী. পড়েছ যে দায় রে।
না বুঝে খেয়েছ কচু, মর ভাবনায় রে॥

[নিশিতে রমণীমোহনের প্রবেশ।]

কাদ।—বাবু আসুন, ঘরে তক্তাপোসে বসুন হাত ধুয়ে তামাক দি।

র-মো।—কি হচ্ছে হে আজ্‌কের বেপারটা কি? কিছু ক্রিয়া কর্ম্ম যে কথা আছে নাকি? যোগাড় যাগাড় যে অনেক দেখি, কতকগুলি নিমন্ত্রণে আছে এঁটে বস্‌বো নাকি?।

কাদ।—কৈ না এমন কিছু না, তবে এই পাড়ার দু-চার জনের জন্যে চাল কোটা হয়েছিল।

র-মো।—আচ্ছা ভাল ভাল বেশ হয়েছে, এখন তবে গাড়ি আনান যাক্, ত্বরায় সেরে নেও।

কাদ।—(গৃহমধ্যে নিকটে আসিয়া) কিন্তু গাড়ি আনান হানি নাই, তবে গহনা পত্র যা হোক্ কিছু তৈজষ পত্র কাপড় চোপড় ত চাই।

র-মো।—কি হে? আজকে কিছু বাড়াবাড়ি গোচ যে শুন্তে পাই গতিকটে কি? ভাল করে বলদেখি শুনি।

কাদ।—ভাল মন্দ কি আর মশায়? এক ঠাঁই যেতে হলে যাতে লজ্জা পেতে না হয় তাই কর্ত্তে হয়, এই জন্তে বলি ভাল সাড়ি এক যোড়া নিদেন একখানা ঢাকাই অথবা শান্তিপুরে (এই কথা কহিয়া তৈজষাদির নাম হতে না হতে)

র-মো।—(কিছু রাগ প্রকাশে) আচ্ছা ভাল বোঝা গিয়েছে তুমি কর্ম্ম সার, (এই বলিয়া পশ্চাৎ করিয়া শয়ন।)

কাদ।—(সে সকল কর্ম্ম সারিয়া কতক্ষণ পরে পার্শ্বে বসিয়া) ছোট বাবু ও ছোট বাবু, ছোট বাবু কি ঘুমিয়েছেন নাকি? এই তামক খান, রাগ করেছেন নাকি? রাত যে প্রায় দুই প্রহর হল, এই সময়ে গাড়ি আনিয়ে রাখুন্।

র-মো।—আর তোমার কথা ভাল লাগে না, যা মনে থাকে তাই কর আমি আর কিছু বল্‌তে চাইনে।

কাদ।—কেন হে এত রাগ কিসে হল? এক ঠাঁই যেতে হবে তাই দু এক খানা গহনা, কি দু এক খানা কোন নূতন সামগ্রী চাই, তা যদি না দেও তবে আমার কপাল মন্দ বল্‌তে হবে।

র-মো।—(স্বগতঃ তবু আসল কথা ছাড়ে না) প্রকাশ করিয়া এখন তার কি বল স্পষ্ট করে কও।

কাদ।—যদি সকল দিতে না পার তবু কতক দেওয়া ত উচিত, এক খানা সাড়ি, একটা (এই বলিতে)

র-মো।—ভাই ক্ষান্ত হও আর কেন বোঝা গিয়েছে, টোকা দিলে কি বোঝা যায় আর বল্‌তে হবে না থাম।

উভয়ের পশ্চাৎ পশ্চাতী শয়ন।

[প্রভাতে রমণীমোহনের বাসায় গমন, একটু পরে অধীনার প্রবেশ।]

অধীনা।—বাবু আপনাকে কাদম্বিনী একবার ডাক্‌চে শুনে আসুন।

র-মো।—সে আর কেন ডাক্‌বে, আমি আর যাব না, ও কার কুমন্ত্রণা পেয়েছে আর নাহক গিয়ে কি হবে?

অধী।—তা যা হোক্, তবু আর একবার যান কি বলে বোঝা যাবে, দোষী হওয়া কিছু নয়।

র-মো।—ও কখনই যাবে না, তবে দোষী হওয়া কিছু নয় বটে (এই বলিয়া গমন।)

কাদম্বিনীর নিকটে উপস্থিত হইয়া,—কেমন হে বাঁকা মন সোজা হয়েছে নাকি? এখন কি বল তা শুনি।

কাদ।—বাঁকা মন সোজা আর কি, সোজাই আছে আপ্নাকে অসন্তোষ করা ত উচিত হয় না।

র-মো।—তবে গাড়ি আনান যাক্, এখনিই যেতে হবে. কল্য সোমবার যাওয়া হতে পারে না।

কাদ।—আচ্ছা গাড়ি আনান্ কিন্তু একটা কথা বলি, এক খান বড় দেখে কাঞ্চন নগুরে থাল, আর একটা গাড়ু, আর একটা বড় বাটী, আর যা হয় নয় সেইখানে গিয়ে দিবেন।

র-মো।—(স্বগতঃ যা বলে চাতুরি ভিন্ন নহে, অতএব মেয়ে মানুষের সঙ্গে যে প্রণয় করে কি প্রণয় কর্ত্তে বাসনা করে, তার মুখে, তার বাপের মুখে, তার সাত পুরুষের মুখে, তার চৌদ্দ পুরুষের মুখে,) প্রকাশ করিয়া (রাগোদ্দেশে) মেয়ে মানুষের পায় দণ্ডবৎ তোমার সঙ্গে যা হবার তা হয়েছে এই পর্য্যন্ত।

[এই বলিয়া প্রস্থান।

কাদ।—(কতক্ষণ মৌনব্রত থাকিয়া চিন্তা করিতে করিতে রোদন।)

[জগদম্বার প্রবেশ।]

জগ।—কেন গা বাছা ও কি কান্না কেন ? আসল খবরটা কি তা বল তার পর কেঁদ।

কাদ।—(ফোঁস২ করিয়া রোদন করিতে২) মাসী গো ! বুঝি আমার কপাল ভেঙ্গেছে, বাবু যে রূপ রাগ করে গিয়েছেন বোধ হয় আর সাক্ষাৎ হবে না।

জগ।—ওরে হাবা মেয়ে তুই তাই ভেবে কাঁদ্‌চিস্, তার জন্যে একটু ভাবিস্‌নে, তোর এখন রসিকগঞ্জে যাওয়া না হলেই হল, তুই দেখিস্ হদ্দ তোর আজ্‌কের রাতটে একলা থাক্তে হবে, কাল দেখিস্ আবার এই দ্বারে লোটা লুটি।

কাদ।—তা কি হয় বল্‌তে পারিনে, যে রূপ রাগ করে গিয়েছেন তাই ভাব্‌চি।

জগ।—বাছা একটু ভেবনা, স্বচ্ছন্দে স্নানাহার করে নিদ্রা দেও, কিছু বলো না ঘুরে পড়্‌তে তোমর পারে না।

কাদ।—না গো মাসি ! বাবু যে রাগ করে গিয়েছেন, আমার মনটা কেমন২ করুছে।

জগ।—অমন যদি হয়ে থাকে তবে বাসায় থেকে গিয়ে চরণ সেবা কর, নৈলে রসিকগঞ্জে যা মর, তারত ছাড়া বেটা অমনতর হলে কি কাষ পাবি।

কাদ।—মাসী গো, এখন আমার আর কেউ নেই সকল মুলাধার তুমি, তুমি যা কর তোমা ভিন্ন আর কিছু জানিনে তুমি যা বল্‌বে তাই কর্‌ব যেন পাথারে ভাসিনে।

জগ।—ভয় কি বাছা, আমি থাক্তে তোমার কিছু চিন্তা কর্ত্তে হবে না, দেখ্‌বে তেরাত্তিরের অধিক হবে না, যাও বাছা এখন গিয়ে স্নানাদি কর।

[এই বলিয়া প্রস্থান।

পয়ার।

অতঃপর কাদম্বিনী, স্নানাদি করিল।
ভাবিত চিন্তিত সদা, নিদ্রা না হইল॥
যামিনী যাপন করে, শয্যাকণ্টকেতে।
কি করিব কি হইবে, সদত মনেতে॥
এই মতে এক দুই, তিন দিন যায়।
রমণীমোহন আর, ফিরে নাহি চায়॥

[অধীনার প্রবেশ।]

অধী।—হেঁগা বাবু তা মেয়ে মানুষটো কি মারা যাবে? প্রায় দু-তিন দিন হল কিছু খায় না, তা বল্‌তে বলেছিল এখন কি বল্‌ব গা।

র-মো।—ওর কথা আমার সাক্ষাতে কিছু বলো না, মেয়ে মানুষের সঙ্গে আলাপ না কল্লে চল্‌বে না তাই কাযেই কর্ত্তে হবে, কিন্তু আমার ইচ্ছা যে, এমনতর মেয়ে মানুষ মাত্রে কোন মেয়ে মানুষের সঙ্গে কথা না কওয়াই ভাল। তা যা হোক্ ওর সঙ্গে যা হবার তা হয়েছে, তবে আমার এখন এই বলা থাক্‌ল যে যদিও ঐ বাটীতে স্বভাবে থাকে তবে ওর জীবনাবধি আমি অন্ন বস্ত্র দিব, আর যেন আমার কিছু শুন্তে হয় না।

[অধীনার প্রস্থান।

[কাদম্বিনীর নিকট উপস্থিত।]

কাদ।—হেঁগা দাসের ঝি কি হল গা, বাবু কি বল্লেন আজ্ কি আস্‌বেন?

অধী।—বাছারে কি আর বল্‌ব! বাবুর যে ভাব দেখ্‌লেম তোমার এখানে আর যে আস্‌বেন তা বোধ হয় না, তবে বল্লেন তিনি তোমার খাওয়া পরা দেবেন্।

কাদ।—হেঁগা বাছা, তিনি যদি না আসেন তবে আমার খাওয়া পরাতে কি হবে, "জীব দিয়েছেন," যিনি আহার দিবেন তিনি, তার জন্যে ভাব্‌না কি?

অধী।—বাবু যা বলেছেন তাই বল্লেম, এখন যা বিবেচনা হয় তাই কর।

[এই বলিয়া প্রস্থান।

[বৈকালে জগদম্বার প্রবেশ।]

কাদ।—হেঁগা মাসি কি হবে গা? বাবু আর এখানে আস্‌বেন না, খাওয়া পরা দেবেন বলেছেন।

জগ।—ওরে বাছা বেশ ত হয়েছে, খাওয়া পরা হলেই হল তাও মাসিক ৮।১০ টাকার কম নিস্‌নে, তবে তিনি না আসাতে কিছু মনোকষ্ট হতে পারে বটে কিন্তু তুই থাক্ না পুরুষ মানুষ ১০ দিন ১৫ দিন হদ্দ এক মাস, তার পর দেখ্‌তে পাবিরে এই খানে দেখ্‌তে পাবি।

কাদ।—৮।১০ টাকা কি? শুনেছি তিনি মাসিক ৩ টাকা করে দিবেন তাতে কি চল্‌বে না।

জগ।—৩ টাকাতে চল্লেই বা তুই রাজি হবি কেন, বল্‌বি আমার ৮।১০ টাকার কম চল্‌বে না, শেষ কাযেই বাবুর আস্‌তে হবে রে আস্‌তে হবে।

কাদ।—আমি রাজি না হলে তিনি কি ৮।১০ টাকা দিতে পার্‌বেন না তাও দিবেন, কিন্তু বাবু যদি না এসেন তবে কি কর্‌ব গা?

জগ।—বাছা, বাবু যদি একান্ত না এসেন তার অনেক ফিকির আছে, বাছা দিন দুই তিন চুপ করে থাক তার পর বল্‌ব।

পয়ার।

এই রূপে ক্রমে আট, দশ দিন যায়।
রমণীমোহন আর, ফিরে নাহি চায়॥
গুমরে গুমরে ধনী, কেমন হইল।
এক দিন উচ্চৈঃস্বরে, কাঁদিতে লাগিল॥
কুশদেহ লো ধনী, কাঁদিলে কি হবে।
কুল খেয়ে জাগিয়াছ, কূল নাহি পাবে॥

[দ্রুতগতি জগদম্বার প্রবেশ।]

জগ।—কেন বাছা কান্না কেন, এ সময় কান্না কেন? এমন পাগ্‌লির বেটী পাগ্‌লি ত কখন দেখিনি।

কাদ।—(রোদন করিতে২) মাসি গো আমার দুঃখের কথা কি বল্‌ব, বিয়ে হতে না হতে শ্বশুরের কুল খেয়েছি, ভাল জ্ঞান হতে না হতে বাপের কুল খেয়েছি, যদি বা এক কুল ধরে সার করেছিলাম তাও খেলেম গা, আমার গতি কি হবে গো মাসী কি হবে, (এই বলিয়া) যদিচ কান্না একটু কম পড়িয়াছিল আরও উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল।

জগ।—(মুখ মুছাইতে২) বাছা কাঁদিস্‌নে আর কাঁদিস্‌নে চুপ কর, আজ্‌কে এর একটা শেষ করে তবে ক্ষান্ত হব, সন্ধ্যের পর আমার সঙ্গে যেতে হবে।

কাদ।—(ফোঁস্‌২ করিতে২ নাসিকা ঝাড়িয়া) মাসী সন্ধ্যের পর কোথায় যেতে হবে গা, আর কি কর্‌বে?

জগ।—বাছা আমি কি নিশ্চিন্ত আছি, সন্ধ্যের পর উকী-লের বাড়ি যাব সেখানে গিয়ে যে পরামর্শ স্থির হয় তাই করা যাবে, তুমি ঠাওরেছ কি? আমি কি তেম্নি মেয়ের মেয়ে যে অল্পে ছাড়্‌ব না অল্পে ক্ষান্ত হব, তুই চুপ কর দেখিস্‌ আমি কি করি।

পয়ার।

এই রূপে দুই জনে, কথোপকথন।
বলিতে কহিতে নিশি, হৈল আগমন॥
দ্বারে চাবি দিয়ে দোঁহে, গমন করিল।
উকীলের বাটী গিয়ে, প্রবেশ হইল॥

[উকীল মুন্সি ছমিনদ্দিনের বৈঠকখানায় প্রবেশ।]

জগ।—মুন্সি মশায় পেরণাম হই গো, আমাদের একটী নিবেদন আছে বল্‌ব।

উকীল।—কেন গা কি হয়েছে? এটী তোমার সঙ্গে আ-
লেন কে গা নূতন না পুরাতন।

জগ।—ওগো মুন্সি মশায় এটাকে জান্তে পার্বেন, রমণী-
মোহন বাবু রেখেছিলেন।

উকী।—ও হো হো বটে বটে! শুনেছি বটে, রমণীমো-
হন বাবু কি এনাকেই রেখেছেলেন, তা এখন হয়েছে
কি?

জগ।—রমণীমোহন বাবু আজ ৮।১০ দিন হল এসেন না,
বাছা আমার কেঁদে মলো তার উপায় করুন।

উকী।—রমণীমোহন বাবু আসেন না কেন, এনার কি
কোন দোষ হয়েছে নাকি?

জগ।—না গো বাছার আমার কোন দোষ নাই, তিনি
লজ্জা পান বলে কিছু দিন রসিকগঞ্জে গিয়ে থাক্তে
বলেছিলেন, তাই না যাওয়াতেই রাগ করে আসেন
না, তা তিনি রেখেছেন রসিকগঞ্জে গেল না বলে কি
ছাড়্তে পারেন?

—তা তিনি ছেড়েছেন ২, এনার ত বেশ বয়েস আছে
কেন দেখে শুনে চলুন না।

জগ।—তা ওকে আমি বিস্তর বলেছি, ও তা আর কিছু
কর্ত্তে চায় না, এখন আপনার কাছে এলুম একটী
নালিশ করে দেইন।

উকী।—কি রকম নালিশ করে দিব গা? কিছু বুজ্‌দি পা-
চ্ছিনি, রমণীমোহন বাবু এনার সঙ্গে ছেলেন, কি

খোরাক পোষাক দেবেন, তার কোন দলিলপত্র লেখা পড়ি আছে।

জগ।—না গো মুন্সি মশায়, তার কোন দলিল পত্র লেখা পড়া নেই, তবে তিনি মাসে তিন টাকা করে দিতে চেয়েছেন তাতে কি চলে।

উকী।—তা কেন রমণীমোন বাবু ত বেশ করেছেন, তিন টাকা মাসে দিবেন ত আর কি তাতে একটা মানুষের ত বেশ চল্‌বে।

জগ।—তিন টাকাতে কেমন করে চলে গা? দুজন লোক এলে দুটো পাণ, কি মানুষ বিশেষ কিছু জলখাবার না দিলে কি ভাল দেখায়, বিশেষ এই মাগ্‌গির বাজার ৮।১০ টাকার কম কি চল্‌তে পারে?।

উকী।—কেন তিন টাকাতে একটা মানুষের বেশ চল্‌বে, যদি রমণীমোন বাবু না আসেন এবং তিনিই খোর পোষই দেবেন তবে আর পাণ পানি খাবারি বা খরচ কি, আর অন্য লোকই বা আসবে কেন, এবং অন্য লোক এলেই বা রমণীমোন বাবু খোর পোষ দেবেন কেন?

জগ।—তবে কি হবে গা এর উপায় কি? এখন কিসে বাবু এসে তাই করে দেইন (এই বল্‌তে২ জগদম্বার ইঙ্গিতমতে)

কাদম্বিনী দুই হস্তে উকীল সাহেবের দুই পা ধরিয়া অধঃপতিতা হইয়া রোদন করিতে করিতে তুমি আমার ধর্ম্মের বাপ, একটা উপায় করে দেন।

উকী।—(একেবারে ভাব দেখে গোলে পড়ে) ওরে বাছা পাঁ, ছাড়২ ভাল হয়ে বস, তোম্‌গারে বলি আরে শোন (গোলামী কম্‌নে গেলি রে, চেরাকে এট্টু ত্যাল দে।)

কাদ।—(জগদম্বার পার্শ্বে বসিয়া) বাবা তুমি একটা না কল্লে আমি আর বাঁচিনে, বাবা গো আমার তিন কুলে কেউ নেই।

উকী।—বাছা কেঁদনা চিন্তা নাই, এর সুবিদা করে দেব, একখানা দলিল কর্ত্তে হবে, এখন দেওয়ানী করি কি ফৌজদারী করি, দেওয়ানী ফৌজদারী ইত্যাদি আ-ইন (১) মোর কাছে শোন, যা পরামর্শ ভাল হবে তাই করা যাবে।

জগ।—মুন্সি মশায়, আমরা কি বলব, আপ্নি যা ভাল হয় তাই করুন্, দেওয়ানী ফৌজদারী দুই কল্লে ভাল হয় না? যাতে বেঁধে আনা যায় তাই করুন্।

উকী।—তা আচ্ছা আজ্‌কো রাত হয়েছে আজ্‌কো যাও, কেল্‌কো যা ভাল হয় তাই করব।

পয়ার।

অতঃপর দুই জনে, গমন করিল।
আসি বাসে হা হুতাশে, নিশি পোহাইল॥
প্রভাত সময়ে দোঁহে, করিল গমন।
উকীলের বাসে আসি, কহে নিবেদন॥

---

(১) আইন পশ্চাৎ সারার্থ।

জগ। মুন্সি মশায় কি ঠাওরালেন? আমি ঠাওরেছি কি, মাসে দশ টাকা করে দেওয়ার জন্যে দেওয়ানীতে এক নালিশ করুন, আর ফৌজদারীতে এক দরখাস্ত করুন যে রমণীমোহন বাবু নিত্তি রাত্তিরে কাদম্বিনীর ঘরে এসেন আর যদি এক রাত্তির না এসেন তবে পর দিন দিনের বেলায় এসেন, যদি দিনের বেলায় না এসেন তবে ভাল দেখে একখানা গয়না দেবেন তাই করুন্ তা হলে ভাল হবে, যেন আজ রেত্তেই আসেন।

উকী।—(মনে মনে হাস্য করিয়া এত মন্দ নয়, ভাল মেয়ে মানুষের পাল্লায় পড়েছি, যা হোক্ ক্রমে নিরস্ত করা উচিত, যেহেতুক যে হেতু বলে কোন আইনমতে কোন আদালতে নালিশের যোগ্য নহে, বিশেষ ভদ্র লোকের অখ্যাতির সূচনা করা উচিত হয় না এই ভাবিয়া) প্রকাশ করিয়া, আচ্ছা তা যা ঠাওরেছ সেই ভাল ঐরূপ নালিশ করা যাবে।

জগ।—তবে মুন্সি মশায় আর দেরি করা হবে না আজই দরখাস্ত লিখুন, তার কিকি কত খরচ চাই বলুন।

উকী।—(মনে মনে, একটা মুসাবিদা ত করা যাক তার পর যা হয় হবে) প্রকাশ করিয়া খরচ অনেক চাইরে বাছা তা বল্‌ব, আগে মুসাবিদা ত করি।

[দেওয়ানীতে নালিশের আরজীর মুসাবিদা।]

বাদিনী।	প্রতিবাদী।
শ্রীমতী কাদম্বিনী বিরহিনী।	শ্রীযুত বাবু রমণীমোহন
জাতি মানি মর্ম্মোহিনী।	জাতি ইন্দ্রিয় দাহন।
জীবিকা পুংপ্রোথপিড়নী।	পেসা পূর্ব্বে তরুণী মর্দ্দন।
বয়ঃক্রম প্রায় ষোলা যৌবনী।	এক্ষণে নিবৃত্তি অবলম্বন।
নিবাস মৈত্র মর্দ্দনী।	বয়েস ক্রমাগত পেয়ে নিবারণ।
থানা জগদম্বা বেশিনী।	নিবাস নিশ্চিন্তা ভবন।
পরগনা গোলোযোগ থামিনী।	থানা উদ্যান যাপন।
জেলা অবারিত দ্বার বাসিনী।	পরগনা কুসঙ্গ বর্জ্জন।
	জেলা পরিতৃপ্তি দ্বার সদন।

নিবেদন এই যে যদিচ আমি আপনা হইতেই কুল-কলঙ্কিনী হইয়া কুলে জলাঞ্জলি দিয়া কুলত্যাগিনী হইয়াছি, তথাচ আমার নিতান্ত যত্নে ও কায়িক এবং শরীরের বিশেষ স্থানের পরিশ্রমে ও উদ্যোগে ও চেষ্টায় প্রতিবাদী বাবু মহাশয় আমার হাত ছাড়াইতে না পারিয়া নিতান্ত আমি গলা চাপা হওয়ায় সুতরাং আমাকে আনিয়া কিছু দিন স্বীয় সম্ভোগে রাখিয়া, তাহার অভিমতে প্রথম স্বীকার করিয়া পরে আমি পরের কুমন্ত্রণায় রসিকগঞ্জে যেতে নারাজ হওয়ায় বাবু আমার উপর চটিয়া গিয়া রতিরঙ্গে ক্ষান্ত হওয়ায়, (তজ্জন্য মুড়মুড়নী ভাঙ্গিবার নালিশ ফৌজদারীতে করিব) কিন্তু এক্ষণে আমার

ভরণ পোষণার্থে ৩ টাকা করিয়া যে দিয়া আসিতেছেন তাহাতে অচল বিধায় রাত্র দিন আমার ৮।১০ টাকা ভিন্ন চলিতে না পারার কারণে প্রার্থনা যে, প্রতিকূলাচরণ প্রতিবাদীর প্রতি, প্রতি মাসে ১০।১০ টাকা করিয়া দেওনের অনুমতি হয়, তাহাতে আমি দিনমানে যা হোক্, নিশিযোগে লোক সমাগমে একেকটা পাণ এবং কাহাকে বা জলযোগ কাহাকে বা স্থলযোগ করাইয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহান্তে মড়া পুষ্করিণীসায়ী হই নিবেদন ইতি।

[ফৌজদারী আদালতে নালিশের দরখাস্তের মুসাবিদা।]

দরখাস্ত কারিণী বিরসবদনী শ্রীমতী কাদম্বিনী প্রায় ঝোলা যৌবনী, নিবাস এক্ষণে রমণশূন্য পুর, থানা জগদম্বা পাড়া, জেলা প্রায় জীবননগর, নিবেদন এই যে এক্ষণে দয়াশূন্যপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত রমণীমোহন বাবুকে যদিচ আমি মন্মথ জ্বালায় মনোমত পাইয়া কটাক্ষাঘাতে বিমোহিত করিয়া মননে গোপনে নির্জ্জনে বিজন বনাস্থিত রতিমন্দিরে দেবীর সহিত যথা বিধানে আলিঙ্গনে সমাধানে ব্যাপিত হয়েছিলাম, এবং এক্ষণেও নারাজ নই, অথচ তাহার মতাবলম্বিতে রসিকগঞ্জে যেতে অস্বীকার ছিলাম না, কেবল মাসীর মতে মত ফিরিয়া যাওয়ায় অসম্মত হওয়াতেও তিনি চট পট ছেড়ে চোটে গিয়ে উদরাচ্ছাদন

দিতে স্বীকার আছেন, তথাচ ধর্ম্মাবতার পেট চল্লে কি হবে? সদ্ব্যবহার ব্যাপার না চল্লে কি আমি মনঃস্থির করে থাক্তে পারি? এজন্য প্রার্থনা করি, শ্রীযুত রমণবিরহী রমণীর প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া যৌবন বিনষ্ট করা শিষ্ট বিশিষ্ট অনিষ্টকারী প্রতিবাদীর পক্ষে, প্রতি নিয়ত যামিনীতে অধিনী কামিনীর ভবনে গমনে যন্ত্রের সুড়সুড়নী যন্ত্রনা নিবারণের অনুমতি প্রদান করিয়া, ত্রিকুল হীন বিরঙ্গিণী তরুণীর তরণী হাল ধরিয়া কুলে পাড়ি জমাইতে অনুমতি হয় নিবেদন ইতি।

(এই মুসাবিদা করিয়া উকীল কহিল।)—১০।১৫ টাকা খরচ চাই যোগাড় যাগাড় করে আন।

কাদ।—মাসী, উকীল মশায় বেশ দরখাস্ত লিখেছেন, আমার মনের মত হয়েছে, আজই নালিশ কর্ত্তে হবে, আজ সন্ধ্যের পর বাবু এলেই হয়।

জগ।—তবে চল বাছা এখনি টাকার যোগাড় যাগাড় করে আনি, টাকা সঙ্গতি না থাকে ত বল্ তোর গহনা বন্দক দিয়ে এখনি টাকা আনি।

উকী।—(স্বগতঃ ভাল লেটা দেখ্তে পাই এদের থামান যায় বা কি করে) প্রকাশ করিয়া তা এজ্‌কো গে খাওয়া পোওয়া কর, দরখাস্তের যো গেছে।

জগ।—তা আচ্ছা বেশ আজ বেলাও অনেক হয়েছে, আজ টাকা টুকী জুটে জেটে কাল সকালে দরখাস্ত লিখে

কাছারির সময় দেওয়া যাবে, যদি এত দিন গিয়েছে ত এক দিনে আর সার বসে যাবে না।

[সকলের প্রস্থান।

পয়ার।

এই রূপে জগদম্বা, আস্থা করি মনে।
নিত্য যায় ধনী সহ, উকীল ভবনে॥
উকীল প্রস্তুত ছলে, করে কাল ক্ষয়।
আজি কালি করে গত, কত দিন হয়॥
কাদম্বিনী বলে মামী, কি হল কি হল।
বাসনা না হয় পূর্ণ, সময় যে গেল॥
কুশদেব বলে ধনী, সময় কি রবে।
আজি কালি কর্ত্তে২, নিস্তে নিতে হবে॥

জগ।—বাছা আর এত ভাবিস্‌নে, ভেবে ভেবে যে তুই আদ্‌খানি হয়ে গেলি, ছেড়েছে রমণীমোহন বাবু ছেড়েছে, তুই যদি বেঁচে বর্ত্তে থাকিস্‌ আর যদি মনে করিস্‌ তবে তাঁর মত কত বাবু এই দ্বারে গড়াগড়ি যাবে।

কাদ।—বাছা বল্লে বটে, কিন্তু যেমন যায় তেমন কি আর হয়, বিশেষ সেই আমি সোমত্ত হতে না হতে জোট যুটি হয়েছে বাছা কেমন করে ভুলব আর কেমন করেই সয়ে থাক্‌ব ?

জগ।—বাছা রে এই শরীলিই সব সয়, "শরীল মহাশয় যা সওয়াও তাই সয়" খাওয়া সয় নাওয়া সয় নিদ্রা সয় অনিদ্রা সয়, ভয় সয় নির্ভয় সয়, মান সয় অপমান সয়, ধর্ম্ম সয় অধর্ম্ম সয়, কটাক্ষ সয় প্রত্যক্ষ সয়, নির্জ্জন সয় গর্জ্জন সয়, জড়াজড়ি সয় গড়াগড়ি সয়, হুড়হুড়ী সয় তুড়তুড়ী সয়, হাম্‌ড়া হাম্‌ড়ি সয় কাম্‌ড়া কাম্‌ড়ি সয়, গোমরা গুমরি সয় কোমরা কোমরি সয়, গলাগালি সয় মলামলি সয়, বর্দ্ধন সয় মর্দ্দন সয়, চুম্বন সয় জম্বন সয়, ঠারাঠারি সয় মারামারি সয়, ধরাধরি সয় পরাপরি সয়, মোড়ামোড়ি সয় কোঁড়াকুড়ি সয়, হাতাহাতি সয় মাতামাতি সয়, উরউরী সয় ভুরভুরী সয়, গুরগুরি সয় তুরতুরী সয়, বুকবুকি সয় মুখমুখী সয়, হানাহানি সয় ভানাভানি সয়, চটাচটী সয় পটাপটী সয়, কাটাকাটি সয় ফাটাফাটি সয়, নাদন সয় গাদন সয়, কর্ম্মদণ্ড সয় চর্ম্মদণ্ড সয়, কপাকপি সয় টপটপি সয়, কোলাকোলি সয় খোলাখোলি সয়, তাড়াতাড়ি সয় ছাড়াছাড়ি সয়, অবিচ্ছেদ সয় বিচ্ছেদ সয়, নূতন সয় পুরাতন সয়, হলাহল সয় ঢলাঢল সয়, জ্বালা সয় যন্ত্রনা সয়, হাসি সয় কান্না সয় [illegible] ॥

[ইত্যাদি কহিয়া এখন আমি বলিয়া জগদম্বার প্রস্থান।

ক্রমে কালযাপন হইতে লাগিল কিন্তু রমণীমোহনের আর দৃক্‌পাত মাত্রও নাই।

পয়ার।

ইতিমধ্যে কাদম্বিনী, বিরহিনী ধনী।
দেখা হেতু আক্রমণ, তু-তিন রজনী॥
কৃতকার্য্য না হইয়া, দুঃখ ভাবে মনে।
কি করিব কি হইবে, সদা সর্ব্বক্ষণে॥
কুশদেব বংশে ধন্য, পুরুষের প্রাণে।
জিতেন্দ্রিয় বলা যায়, রমণীমোহনে॥

[অতঃপর কাদম্বিনীর ককারাদিতে খেদ।]

পয়ার।

কর্ম্মদোষে জন্মভূমি, কি ক্ষণে এলাম রে।
খলের হাতেতে পড়ে, ভাবিয়া গেলাম রে॥
গলায় কাটারি দিয়ে, কেন না মলাম রে।
ঘোর দায় পড়ে একি, যন্ত্রনা পেলাম রে॥

উহু উহু কেন প্রাণ, পরেরে দিলাম রে ।
চর্ম্মচোখে কুঘটনা, ভালই ছিলাম রে ॥
ছল পেয়ে কলে ছলে, না ভেবে মজায় রে ।
*জমে নিলে জ্বালা মেটে, কামনাই মজায় রে ॥
ঝর ঝর ঝরে আঁখি, কেহ না নিবায় রে ।
এ লাঞ্ছনা কি লাঞ্ছনা, কব কায় হায় রে ॥
টলে পড়ি চলে যেতে, হল একি দায় রে ।
ঠকা হৈল এই বার, দুঃখ কব কায় রে ॥
ডাকাতি যে ছিল ভাল, আমার শঙ্কায় রে ।
ঢাক ঢোল বেজে গেল, না হেরি চক্ষায় রে ॥
ণকারের জন্যে বুঝি, এসেছি ধরায় রে ।
তবু ভাল মন এদি, ক্ষান্ত হয় তায় রে ॥
থর থর করে দেহ, ধরা নাহি যায় রে ।
দর দর বহে জল, ভেসে পড়ে যায় রে ॥
ধর ধর করে মন, প্রাণ যারে চায় রে ।
নয়নের কোণে তবু, ফিরিয়া না চায় রে ॥
পরাধীন যেই জন, তার মুখে ছাই রে ।
ফাঁফরে পড়েছি আর, সকল হারাই রে ॥
বলি কায় প্রাণ যায়, কোথায় বা যাই রে ।
ভবে এসে ভেসে ভেসে, কিনারা না পাই রে ॥
মরি মরি কিবা করি, সদা ভাবি তাই রে ।
যত ভাসি তত ডুবি, নাহি পাই থাই রে ॥
রজনী কি দিনমণি, ভাবনা সদাই রে ।
লম্ফ ঝম্ফ যাহা হোক্, দম্ভ ঝম্ফ নাই রে ॥
বর্ণ হল ভেবে কালি, সদা জ্বর গায় রে ।
শর হেন লাগে বুকে, পীক যাহা গায় রে ॥
ষট না বুঝিতে পেরে, ভেবে প্রাণ যায় রে ॥
সত্যনারায়ণ যদি, মুখ তুলে চায় রে ॥

* ছন্দ মিলের জন্য য স্থানে জ হইয়াছে।

হল ক্লেশ তনু শেষ, তবু তায় ধায় রে।
ক্ষান্ত নাহি হয় মন, হায় হায় হায় রে॥
কুশদেব কষ্ট ভুগে, গ্রন্থ কৈল সায় রে।
ষষ্টাঙ্গে প্রণাম কিন্তু, এ প্রেমের পায় রে॥

ইতি দ্বিতীয় খণ্ড।